জননী জন্মভূমি

(ঐতিহাসিক নাটক)

[ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত]

প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৯

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান —

ষ্টার থিয়েটার ভবন

ও

সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়।

প্রকাশক—
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা
পোঃ—কোন্নগর,
জেলা—হুগলী।

প্রিণ্টার—
শ্রীশিশির কুমার বসু
ভগ্নদূত প্রেস
১৯৮-১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

নিখিল ভারতের স্বরের রাজা

সঙ্গীতাচার্য্য

বন্ধুবৎসল, কাব্যরসিক, নটশেখর

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে

মহাশয়ের করকমলে

সশ্রদ্ধ প্রীতি-উপহার।

গুণমুগ্ধ নাট্যকার।

—ব'লবার কথা—

'জননী জন্মভূমি' নাটক প্রথম অভিনয় রজনী থেকেই যে অতুলনীয় জনপ্রিয়তা লাভ ক'রেছে—তাব মূলে আছে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস-সি মহাশয়ের সুপ্রযোজনা। ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র বি, কম্ ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র কুমার মিত্র মহাশয় নাটক মঞ্চস্থ ক'রতে গিয়ে অর্থব্যয় ক'রেছেন অকাতরে—তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সুরশিল্পী সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, মঞ্চশিল্পী শ্রীপরেশচন্দ্র বসু ও নৃত্যাচার্য্য শ্রীসাতকড়ি গাঙ্গুলী এবং ষ্টারের সুযোগ্য শিল্পীসঙ্ঘ—সকলের সমবেত প্রাণপাত প্রয়াসের সুফল এই নাটকের সাফল্য—তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রছি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে "মায়ের পূজার আঙিনায়" গানটীর শেষাংশ প্রযোজক মহাশয়ের রচনা।

নাট্যকার।

চরিত্র-পরিচয়

পুরুষগণ

ভীমসিংহ—মেবারের রাণা।
অজিতসিংহ— ঐ মন্ত্রী।
ফতেচাঁদ— ঐ সেনাপতি।
দৌলতরাও সিন্ধিয়া—মারাঠাধিপতি
অম্বজি— ঐ মন্ত্রী।
ভীমজি —মেবারের চন্দাবৎ সামন্ত।
অর্জ্জুনসিংহ — ঐ চন্দাবৎ সর্দ্দার।
সংগ্রামসিংহ— ঐ শক্তাবৎ সর্দ্দার।
লালজি—সংগ্রামসিংহের পিতা।
উদয়ভান— ঐ সহকারী।
মনসুখদাস—মেবারী যুবক।
জীন ব্যাপটিষ্ট —সিন্ধিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ (ফরাসী গোলন্দাজ)

চন্দাবৎ সৈনিকগণ, শক্তাবৎ সৈনিকগণ, জয়পুরের পুরোহিত, মারোয়ার দূত, কেল্লাদার, প্রহরীগণ, গ্রামবাসিগণ, মারাঠা সৈনিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

রাণী- -রাণার পত্নী।
কৃষ্ণকুমারী—ঐ কন্যা।
বাঈজিবাঈ—সিন্ধিয়া মহিষী।
রঙ্গীবাঈ, দেবী — কৃষ্ণকুমারীর সখীদ্বয়।
চন্দনা—মেবাবেব গ্রাম্য বালিকা।
কৃষ্ণকুমারীর সখীগণ, নর্ত্তকীগণ, চারণীগণ, নারীগণ ইত্যাদি

সংগঠনকারিগণ

স্বত্বাধিকারী—	শ্রীযুত সলিলকুমার মিত্র, বি, কম।
অধ্যক্ষ—	„ জ্ঞানেন্দ্রকুমার মিত্র।
প্রযোজক—	„ কালীপ্রসাদ ঘোষ, বি, এস্-সি।
সুরশিল্পী—	সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে
মঞ্চশিল্পী—	শ্রীযুত পরেশ চন্দ্র বসু (পটলবাবু)
নৃত্যশিল্পী—	„ সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক—	„ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
স্মারক—	ভক্তিবিনোদ শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ ১নং।
ঐ সহকারী—	শ্রীযুত সুকুমার কাঞ্জিলাল।
হারমোনিয়ম বাদক—	„ বিদ্যাভূষণ পাল।
পিয়ানো বাদক—	„ কালিদাস ভট্টাচার্য্য।
বেহালা বাদক—	„ ললিত মোহন বসাক।
আড়বংশী বাদক	„ বিষ্ণুপদ মিত্র;
ক্ল্যারিওনেট বাদক—	„ মথুরামোহন শেঠ।
সঙ্গত—	„ বনবিহারী পান
	„ সতীশ চন্দ্র বসাক।
এম্প্লিফায়ার বাদক—	„ দুলাল চাঁদ মল্লিক।

প্রথম রজনীর অভিনেতৃগণ।

রাণা	শ্রীযুত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দৌলতরাও সিন্ধিয়া	„ জীবন কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
মনসুখদাস	„ রণজিৎ কুমার রায়
ভীমজি	„ প্রফুল্ল কুমার দাস
অম্বজি	„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
অজিতসিংহ	„ গগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সংগ্রামসিংহ	„ বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত
অর্জ্জুনসিংহ	„ সুশীল কুমার ঘোষ
জীন ব্যাপটিষ্ট	„ জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
কেল্লাদার	„ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
পুরোহিত	„ সনৎ কুমার মুখোপাধ্যায়
মারোয়ার দূত	„ সন্তোষ কুমার ঘটক
ফতেচাঁদ	„ বিমল কুমার ঘোষ ২নং
লালজী	„ রবীন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী
সুখরাও	„ বিষ্ণুচরণ সেন
নওরোজী	„ মুরারিমোহন মুখোপাধ্যায়
বঙ্কেলাল ও উদয়ভান	„ গোষ্ঠবিহারী ঘোষাল

শক্তাবৎগণ, চন্দাবৎগণ, প্রহরীগণ	উমাপদ বস্থ, নলিন বাগ, হরিপদ ঘোষ, প্রসাদ বিশ্বাস, সন্তোষ মুখার্জ্জি, মুকুন্দ ঘোষ, সুবোধ ভট্টাচার্য্য, শিবশঙ্কর, কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল রায়
গ্রামবাসিগণ	উমাপদ বস্থ, রতন সেনগুপ্ত, অমূল্য মুখো:, ভোলানাথ চৌধুরী, নলিন বাগ
রাণী	শ্রীমতী মতিবালা (দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে) শ্রীমতী প্রভা
বাঈজিবাঈ	মিস্ লাইট
কৃষ্ণকুমারী	শ্রীমতী সরযুবালা
রঙ্গীবাঈ	„ রাজলক্ষ্মী
দেবী	„ রাণীবালা
চন্দনা	„ দুর্গারাণী
কৃষ্ণকুমারীর সখীগণ, নর্ত্তকীগণ, নারীগণ, চারণীগণ	শ্রীমতী দুনিয়াবালা, সরসীবালা, তারকবালা, লীলাবতী, রবি, বীণাপাণি ১নং, বীণাপাণি ২নং বীণাপাণি ৩নং, ইরা, দুর্গা, নমিতা, হাসিরাণী, পারুল, আশালতা, সত্যবালা, শান্তি ১নং, শান্তি ২নং।

জননী জন্মভূমি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিবগড়—সংগ্রামসিংহের বাটী

কাল—প্রভাত

[অগ্নিসংযোগে গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে, কোথাও কোথাও তখনও অগ্নি জ্বলিতেছে—ইতস্ততঃ রক্তাক্ত মৃতদেহ পতিত। নেপথ্যে ভেরীধ্বনি হইল—স্খলিতচরণে ভগ্নগৃহমধ্য হইতে সংগ্রামসিংহের বৃদ্ধ পিতা লালজী বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহারও দেহ রক্তাক্ত।]

লালজী। (আর্ত্তস্বরে) সংগ্রাম ! পুত্র !

নেপথ্যে সংগ্রাম। পিতা ! পিতা !

লালজী। সংগ্রাম ! (কাঁপিতে কাঁপিতে ভূপতিত হইলেন।)

[ছুটিয়া সংগ্রামসিংহের প্রবেশ—পশ্চাতে উদয়ভান ও কতিপয় অনুচর।]

সংগ্রাম। বাবা! বাবা! (লালজীর দেহ ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন) বলুন পিতা—এ সর্ব্বনাশ কে করলে? উঃ—সর্ব্বাঙ্গে রক্তধারা! দেখ—দেখ উদয়ভান—দেখ কেউ কোথাও বেঁচে আছে কিনা!

[উদয়ভান ও অনুচরেরা ইতস্ততঃ সন্ধান করিতে লাগিল, একজন জল আনিয়া লালজীর মুখে দিল।]

সংগ্রাম। সব কি শেষ হয়ে গেল? পিতা! আমায় দেখবার জন্যই কি বেঁচে ছিলেন? একবার যদি বলে যেতে পারতেন কে আমার এ সর্ব্বনাশ করে গেল!

(উদয়ভানের প্রবেশ)

উদয়ভান! কাউকে পেলে? আমার বৃদ্ধা মাতা? আমার শিশুসন্তানেরা? আমার পত্নী? আমার ভগ্নী? (উদয়ভান অধোমুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন) কেউ নেই উদয়ভান? কেউ নেই?

উদয়ভান। কেউ নেই সর্দ্দার! প্রাঙ্গনে রক্তস্রোতে ভাসছেন আপনার বৃদ্ধা মাতা, কক্ষ মধ্যে শক্তাবৎ বংশের দুলাল আপনার শিশুপুত্র!

সংগ্রাম। ওঃ—ওঃ—ওঃ! আমার পত্নী? আমার ভগ্নী?

উদয়ভান। সব পেয়েছি সর্দ্দার—সব দেখেছি! কারও মস্তকে খড়্গাঘাত, কারও বক্ষে বল্লমের প্রহার! কেউ নেই, শিবগড়ে জীবন্ত একটী প্রাণী নেই!

লালজী। (কষ্টে) সং—গ্রা—ম—

সংগ্রাম। পিতা—পিতা—বেঁচে আছেন পিতা ?

লালজী। আছি পুত্র! সে আততায়ীর নাম তোমায় বলবার জন্য লোলদেহে দারুণ অস্ত্রাঘাত সহ্য করেও বেঁচে আছি! সে আততায়ী—

সংগ্রাম। কে ? পিতা—কে ?

লালজী। চন্দাবৎ অর্জ্জুনসিংহ !

সংগ্রাম। (সবলে নিজের বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া) চন্দাবৎ! চন্দাবৎ!

লালজী। উঃ—সংগ্রাম—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—(মৃত্যু)

সংগ্রাম। প্রতিহিংসা! চন্দাবৎ! চন্দাবৎ! (উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন) উদয়ভান! ভেরী বাজাও! ঘোড়া সাজাও! চন্দাবৎ! চন্দাবৎ! কোরাবারের চন্দাবৎ! চিতোরের চন্দাবৎ! সালুমব্রার চন্দাবৎ!

উদয়ভান। সর্দ্দার! সর্দ্দার! আপনার বৃদ্ধ পিতা—এ কি ? (পার্শ্বে বসিয়া লালজীর ললাটে হস্তার্পণ)

সংগ্রাম। কা! কা! সব শেষ ? (বসিয়া দেহ পরীক্ষা) সব শেষ! চিতা জ্বালাও উদয়ভান—আততায়ীর দণ্ডবিধানে যাত্রা করবার পূর্ব্বে চিতা জ্বালাও! সারি সারি চিতা! দেখ—গুণে দেখ কতগুলি মৃতদেহ আছে—পিতার চিতায় মাতা—পত্নীর চিতায় পুত্রের মৃতদেহ! এই গৃহপ্রাঙ্গনেই চিতা সাজাও উদয়ভান—তারপর—তারপর—

উদয়ভান। আমরা দেখছি সর্দ্দার! (সকলের গৃহাভ্যন্তরে গমন)

সংগ্রাম। সব গেল—প্রতিহিংসা নেবার জন্য রেখে গেল আমায়! সে প্রতিহিংসা আমি নেব! পিতার শব স্পর্শ করে, মাতা,

পুত্র, পত্নী, ভগ্নী, শত আত্মীয়ের অশরীরী আত্মাকে প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করে আমি শপথ করছি—আমি প্রতিহিংসা নেব! প্রতিহিংসা না নিয়ে অন্ন ভোজন করব না—প্রতিহিংসা না নিয়ে শয্যায় শয়ন করব না, প্রতিহিংসা না নিযে বন্ধুসমাজে মুখ দেখাব না। (গৃহমধ্যে অস্ত্রঝনঝনা ও কোলাহল) কি ও? উদয়ভান—

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। সর্দ্দার! শত্রু!

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। চন্দাবৎ কি জয়! চন্দাবৎ! চন্দাবৎ!

সংগ্রাম। চন্দাবৎ! (ছুটিয়া যাইতে উদ্যত—একটী তীর আসিয়া সংগ্রামসিংহকে আহত করিল—তিনি ভূপতিত হইলেন। সানুচর অর্জ্জুনসিংহ গৃহমধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।)

অর্জ্জুনসিংহ। নমস্কার সংগ্রামসিংহ! কাল রজনীতে ভিণ্ডীর দুর্গে তোমাদের শক্তাবৎ গোষ্ঠীর একটা আনন্দোৎসব ছিল বুঝি—অ্যাঁ? আমরাও কাল এসে তোমাদের এখানে বেশ খানিকটা উৎসব করে গেছি! তুমি উপস্থিত ছিলে না বলে যে আমাদের আনন্দের কোন অঙ্গহানি হয়েছিল—তা নয়! প্রাতে এদিককারই অরণ্যে মৃগয়াসুখ অনুভব করা যাচ্ছিল—গৃহে ফিরবার সময় হ'ল দেখে ভাবলাম—একবার সন্ধান করে যাওয়া যাক—ভিণ্ডীরের আনন্দ শেষ করে তোমরা সবাই ফিরে এসেছ কিনা! ভাগ্য ভাল—তাই পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে প্রবেশ করেই তোমাদের সবাইকে বেশ আনন্দে অবসন্ন অবস্থায়ই দেখা গেল!

সংগ্রাম। পিশাচ! (কতিপয় চন্দাবৎ সংগ্রামকে বন্দী করিল।)

অর্জ্জুন। পিশাচ! তা তুমি বলতে পার! আমিও তোমায় পিশাচ বলেছিলাম একদিন—যেদিন আমার বীর পুত্র মোগলসিংহকে তুমি রাত্রিকালে আক্রমণ করে নিহত করেছিলে।

সংগ্রাম। মিথ্যাবাদী! আমি তোমার পুত্রকে—কবে? কোথায়?

অর্জ্জুন। যথাসময়ে সবই বলব বন্ধু! আপাততঃ চল—চন্দাবতের পাষাণ কারাগারে আরামে বসে—সৈন্যগণ! নিহত শক্তাবৎগণের মৃতদেহ এখানে প'ড়ে প'চে গ'লে শিবগড়ের বায়ুমণ্ডলকে পঙ্কিল করে তুলুক! বন্দীদের সবাইকে নিয়ে তোমরা অগ্রসর হও চিতোরের পথে! জয়ধ্বনি কর! চন্দাবৎ অর্জ্জুনসিংহ আজ পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে!

সকলে। জয় চন্দাবৎ কি জয়!

(সংগ্রামসিংহকে লইয়া সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদয়সাগরের তীর

কৃষ্ণকুমারী, রঙ্গীবাঈ ও দেবীর প্রবেশ, তাহারা স্নানান্তে প্রাসাদাভিমুখে চলিয়াছে)

—রঙ্গী ও দেবীর গীত—

সইলো সই—আয়লো কই—কাণে কাণে একটী কথা,
কমল হেথা ফুটলো, অলি জেনেছে সই সেই বারতা।
রঙীন পাখায় প্রজাপতির দেশ বিদেশে আনাগোনা—
মান্‌ছি মনে ভোমরা বঁধুর তাঁরি কাছে গল্প শোনা!
গুণ গুণ গুণ শুন্‌ছি ধ্বনি
ঐ বুঝি সেই গুণমণি—
ভালবাসা মধুর আশায়—দেখনা অলির আকুলতা।

রঙ্গীবাঈ। যাই বল ভাই রাজকুমারী! জয়পুরেই যাও আর যেখানেই যাও—এমন চমৎকার জলটী ভাই আর কোথাও পাচ্ছনা—এই উদয়সাগরের মত। দু' বেলা নাইলে রূপ যেন জোয়ারের জলের মতই দেহের কূল ছেপে উপ্‌চে পড়ে!

দেবী। যেমন তোর প'ড়ছে! তবু যদি তোর জোয়ারে নৌকো ভাসাবার কেউ থাকত!

রঙ্গী। থাকবে না কেন? নৌকো নিয়ে কত লোক তৈরী—জানিস্? দ্বাপরে দ্রৌপদীর ছিল পাঁচজন—আমার আছে পাঁচ পনেরং একাত্তর জন!

দেবী। হিঃ হিঃ হিঃ—একটা অন্ততঃ নাম শুনি দেখি! একাত্তরের সত্তর হ'তে থাক—একটার অন্ততঃ নাম শুনিয়ে দে ত!

রঙ্গী। ঐ একটার নামই শোনাব না ভাই! যে এক আঁক ক'সে নামাতে হয়—সেই 'এক'ই হ'ল আসল 'এক'—তার নাম যাকে তাকে বলা চলে না! বরং ঐ হাতের সত্তর জনার নাম শুনতে চাস যদি—শোন না! ঐ মোগল বাদশার মেসো, হোলকারের হালুইকর, মীরথাঁর তীরন্দাজ—

দেবী। ঐরাবতের ভাযরা ভাই—গরুড় পাখীর বড়াই বুড়ী—খুড়ি—বুড়ী নয় বুড়ো—

রঙ্গী। হিঃ হিঃ হিঃ—

দেবী। গরুড়পাখীর বড়াই বুড়ো—মৈষাসুরের সেজ ভাসুর—

রঙ্গী। হিঃ হিঃ হিঃ—

দেবী। কি? হাসলি যে বড়?—হাসবার কথাটা কি হল?

রঙ্গী। ব্যাকরণ ভুল! অসুরের কখনো ভাসুর হয়?

দেবী। হয় না বুঝি?—

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। কৃষ্ণা—রঙ্গী—তোরা এত দেরী কচ্ছিস মা—মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সবই যে প'ড়ে রয়েছে! জয়পুরের নারিকেলকে অর্চ্চনা ক'রে গৃহে তুলতে হবে—আমাদের এখান থেকে

অর্ঘ্য সাজিয়ে, জয়পুরের পুরোহিত যে শিবিরে রয়েছেন—সেখানে পাঠাতে হবে !

রঙ্গী। তাত হবেই—তাত হবেই—চল রাজকুমারী !

(সখীদ্বয়ের কৃষ্ণকুমারীসহ প্রস্থান)

(মনসুখদাসের প্রবেশ)

মন। রঙ্গী—রঙ্গী—হুস্ ! হুস্ ! ইস্—(জিভ কাটিয়া) রাণী মা যে !

রাণী। আচ্ছা মনসুখ—

মন। রাণী মা !

রাণী। রঙ্গীর সঙ্গে ত তোমার তেমন কোন আত্মীয়তা নেই !

মন। আছে বই কি রাণী মা !

রাণী। না—আমি ত শুনেছি—রঙ্গীর পিতা কিছুদিন তোমার প্রতিবেশী মাত্র ছিলেন !

মন। রঙ্গীর পিতা প্রতিবেশী মাত্র থাকলে কি হবে—রঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কটা মাত্রা ছাড়িয়ে—

রাণী। চুপ কর ! ও সব চালাকী চলবে না মনসুখ ! আত্মীয়তা যখন নেই—তোমায় আমি রঙ্গীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে দেব না। সে আমার কন্যার সখী—আমার কন্যারই মত—তার ভালমন্দ আমায় দেখতে হয় !

মন। ভাল না দেখে, এ যে আপনি মন্দই দেখছেন কেবল !

রাণী। তর্ক ক'রো না ! তুমি একটা অপদার্থ যুবক—পৃথিবীর কোন কাজে তুমি কোন দিন লাগবে না—তোমায় আমি রঙ্গীর ত্রিসীমায় আসতে দেব না !

মন। ত্রিসীমা ত? কুচ্ পরোয়া নেই! সব জিনিষেরই চারটে করে সীমা থাকে—যারা জরীপ জানে—তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌বেন! কুচ্ পরোয়া নেই! আপনি রঙ্গীর ত্রিসীমা বন্ধ করুন—চৌঠা দিক দিয়ে আমি ঠিক তার কাছে পৌঁছে যাবো! [প্রস্থান]

রাণী। ওকে উদয়পুর থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া দরকার হবে দেখছি!

(রাণার প্রবেশ)

রাণা। তুমি এখানে রাণী? সুসংবাদ আছে!

রাণী। সুসংবাদ?

রাণা। কৃষ্ণার বিবাহের ব্যয়—

রাণী। সংগ্রহ হয়েছে? একলিঙ্গের করুণা! কোথা থেকে হ'ল?

রাণা। চন্দাবৎ কুলপতি ভীমজি—মেবারের সামন্ত চক্রের নায়ক—

রাণী। সত্য? ভীমজি আমাদের আনুকূল্য ক'রতে অগ্রসর হ'য়েছেন?

রাণা। কৃষ্ণার বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে জয়পুর হ'তে দূত এসেছে—লোক পরম্পরায় এই সংবাদ শুনতে পেয়েই ভীমজি স্বয়ং রাজধানী অভিমুখে যাত্রা ক'রেছেন—সঙ্গে নিয়ে আসছেন দশ লক্ষ মুদ্রা! একজন অশ্বারোহী দূত এই মাত্র তাঁর কাছ থেকে এসেছে আমায় সংবাদ দেবার জন্য!

রাণী। একলিঙ্গের দয়া! উঃ—আমি ত ভেবে সারা হয়েছিলাম—

কী ক'রে আমরা এই প্রচণ্ড ব্যয় সঙ্কুলান ক'রব! মারাঠীর শোষণে রাজকোষ রিক্ত—

রাণা। আর আমি মারাঠীকে ভয় করি না রাণী! চন্দাবতের রাজভক্তির যে পরিচয় আমি পেলাম—মারাঠীকে এবার আমি তৃণের ন্যায় উড়িয়ে দেব—সম্মুখ যুদ্ধে! জান ত রাণী—মেবারের সমস্ত সর্দ্দার চন্দাবতের পদাঙ্ক চিরদিন অনুসরণ করে এসেছে—চন্দাবৎ যদি মেবারের রাজশক্তির অনুরক্ত থাকে—তুচ্ছ মারাঠা!

রাণী। এতদিন ত আমরা চন্দাবৎ সর্দ্দারকে আমাদের অনুরক্ত বলে বিবেচনা ক'রবার কারণ দেখতে পাইনি রাণা!

রাণা। সেই কারণেই—অসিহস্তে সিন্ধিয়ার ধৃষ্টতার প্রতিফল না দিয়ে আমরা নীরবে মারাঠার সমস্ত অত্যাচার নতশিরে সহ্য ক'রেছি! উঃ—কী ভুলই করেছি!

রাণী। ভুল করেছ কিনা—সে বিচারের ভার ভবিষ্যতের উপর দিয়ে —এস আজ আমরা আনন্দ করি রাণা! কৃষ্ণার বিবাহের উপলক্ষে মেবারের শ্রেষ্ঠ সামন্তের এই দাক্ষিণ্য প্রকাশ—এ যদি সত্যই তাঁর রাজভক্তির নিদর্শন হয়—তবে—তবে অসঙ্কোচে বলতে পারি—মেবারের দুর্দ্দিন এতদিনে অপনীত হ'ল! চন্দাবৎ সর্দ্দার রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হয়েছেন —তাঁকে সমাদরে আহ্বান ক'রে আনবার জন্য মন্ত্রী বা সেনাপতি কাউকে নগর সীমান্তে প্রেরণ কর রাণা—আমি অন্তঃপুরে যাই। বিবাহের মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠান সবই এখনো বাকী রয়েছে। [প্রস্থান]

রাণা। কে আসে? অজিতসিংহ বুঝি?

(অজিতসিংহের প্রবেশ)

অজিতসিংহ! চন্দাবৎ সর্দ্দারের প্রত্যুদ্গমনের জন্য তুমি অবিলম্বে অগ্রসর হও :

অজিত। সৈন্যাধ্যক্ষ ফতেচাঁদকে সে কার্য্যে প্রেরণ ক'রে আমি এলাম মহারাণাকে একখানি অতি জরুরী পত্রের বিষয় নিবেদন করতে! পত্রখানি এইমাত্র এলো!

রাণা। কার?

অজিত। শক্তাবৎ কুলপতি সুচেৎসিংহ লিখেছেন ভিণ্ডীর থেকে!

রাণা। শক্তাবৎ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!—চন্দাবৎ শক্তাবতের প্রতিযোগিতা মেবার ইতিহাসের গৌরবের বস্তু! চন্দাবৎ এনেছে দশ লক্ষ— শক্তাবৎ যদি নিয়ে আসে বারো লক্ষ— আমি বিস্মিত হব না!

অজিত। চন্দাবৎ শক্তাবতের প্রতিযোগিতাই এ পত্রের আলোচ্য বিষয় বটে—তবে চিরন্তন প্রতিযোগিতা এবারে নবরূপ ধারণ করেছে। এ প্রতিযোগিতা মহত্ত্বের প্রতিযোগিতা নয় রাণা—নৈশ আক্রমণে শক্তাবতের শিবগড় দুর্গ ভস্মীভূত করেছে—চন্দাবৎ অর্জ্জুনসিংহ! দুর্গস্বামী বৃদ্ধ লালজি সপরিবারে নিহত—বীর সংগ্রামসিংহ বন্দী!

রাণা। অ্যাঁ?

অজিত। কারণ কিছুদিন পূর্ব্বে নাকি সংগ্রামসিংহ এক অন্ধকার রাত্রে একদল দস্যুকে আক্রমণ ক'রে নিহত করে, সেই

দস্যুদলে ছিল মোগলসিংহ নামে এক চন্দাবৎ যুবা—অর্জ্জুন সিংহের পুত্র !

রাণা। দস্যুদলে চন্দাবৎ সর্দ্দারের পুত্র ?

অজিত। এই পত্র স্বয়ং পাঠ করুন মহারাণা !

রাণা। (পত্রপাঠ) সামন্তের স্বেচ্ছাচার—মেবার কি অরাজক ?

(রঙ্গীর প্রবেশ)

রঙ্গী। মহারাণা !

রাণা। কি মা ?

রঙ্গী। রাজকুমারীকে জয়পুর থেকে প্রেরিত বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করা হয়েছে ! তাঁকে সর্ব্বপ্রথমে আশীর্ব্বাদ ক'রবেন আপনি—পুরোহিত আমায় তাই পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে !

রাণা। চল ! অজিত—এইখানেই অপেক্ষা কর ! আমি আসছি ! মেবার—চন্দাবৎ—দাঁড়াও আমি আসছি !

(রঙ্গীসহ প্রস্থান)

অজিত। অরাজক নয়—সহস্ররাজক ! শঠ, স্বার্থপর, আদর্শ-বিচ্যুত এই আধুনিক সর্দ্দারেরা রাজশক্তি উপেক্ষা ক'রে জনে জনে—

(ভীমজির প্রবেশ)

আসুন সর্দ্দার চূড়ামণি ভীমজি—আসুন—আসুন ! মহারাণা এইমাত্র অন্তঃপুরে গেলেন—তাঁর জন্য এখানেও অপেক্ষা করতে পারেন—বা মন্ত্রণা গৃহে গিয়ে—

(ভীমজি অগ্রসর হইয়া অজিত সিংহকে আলিঙ্গন করিলেন)

ভীমজি। মন্ত্রণা গৃহে আবার কি জন্য যাব—অজিত সিংহ? এই খানেই রাণাকে একটা অভিবাদন ক'রে নিয়ে—চল আমরা তোমার গৃহে যাই—গুরুতর পরামর্শ আছে!

অজিত। রাণার দশলক্ষ মুদ্রা—

ভীমজি। পশ্চাতে আসছে—কিন্তু তোমার এক লক্ষ -

অজিত। আমার?

ভীমজি। রাণা দশলক্ষ—মন্ত্রী একেবারে বাদ? তাও কি হয়? তোমার এক লক্ষ তোমার গৃহে এতক্ষণ পৌঁছে গেছে।

অজিত। একটু আগে সংবাদটা দিতে পারতেন সর্দ্দার! আমি যে সুচেৎ সিংহের পত্র—

ভীমজি। সুচেৎসিংহের পত্র?

অজিত। এত তাড়াতাড়ি করেও আপনি সুচেৎসিংহের পত্রের আগে উদয়পুরে পৌঁছতে পারেননি!

ভীমজি। পত্র তুমি রাণাকে দিয়েছ?

অজিত। কেন দেব না? আপনার দূত এসে রাণার দশলক্ষের কথাই প্রকাশ করেছে—আমার একলক্ষের কথা ত—

ভীমজি। তাকে সে কথা বলে দিলে কি তোমার পক্ষেই ভাল হ'ত নির্ব্বোধ? এখন উপায়? রাণা—

অজিত। ভয় নেই! রাণা ক্রুদ্ধ হবেন—অর্জ্জুনসিংহের উপর এবং সমস্ত চন্দাবতের উপর! কিন্তু—

ভীমজি। কিন্তু—হাঁ—মারাঠার আক্রমণে চন্দাবতের সাহায্য—

অজিত। সে সাহায্য না পেয়েও এতদিন চলেছে! কিন্তু কন্যাদায়

ইতিপূর্ব্বে রাণার কখনো হয়নি! আপনি এনেছেন সেই কন্যাদায় হ'তে মুক্তির উপায়!

ভীমজি। অন্য উপায় যে রাণার নাই—তা তুমি নিশ্চিত বলতে পার?

অজিত। নিশ্চিত—সুনিশ্চিত—অতিনিশ্চিত বলতে পারি! লালজীর মৃত্যু যেমন নিশ্চিত—এটাও তেমনি নিশ্চিত যে আপনার দশ লক্ষ মুদ্রা বিনা—

ভীমজি। চুপ! মহারাণার জয় হোক—(অগ্রসর হইয়া রাণাকে অভিবাদন)

(রাণার প্রবেশ)

রাণা। অর্জ্জুনসিংহ সম্বন্ধে আপনার কিছু বলবার আছে -চন্দাবৎ-প্রধান?

ভীমজি। অর্জ্জুনসিংহ?

রাণা। শিবগড়! শিবগড়! লালজীর হত্যা, সংগ্রামসিংহের বন্ধন—এ সব আপনার জানা আছে ত!

ভীমজি। অত্যন্ত মনস্তাপ এই যে আমায় রাণা অর্জ্জুনসিংহের কার্য্যের জন্য দায়ী করছেন! আমি শুধু রাজদর্শনে এসেছিলাম—দশলক্ষ মুদ্রা রাণাকে উপঢৌকন দেবার জন্য—রাজকন্যার শুভবিবাহে যৌতুক স্বরূপ!

রাণা। যৌতুক না উৎকোচ-বন্ধু? শুনুন—আপনি চন্দাবৎগণের অধিনায়ক, প্রতিপালক, শাসক! সংগ্রামসিংহকে কবে আপনি রাণার দরবারে উপস্থিত করবেন—আমি জানতে চাই!

ভীমজি। সংগ্রামসিংহ কোথায়… আমি কিছুই জানিনা! আমি শুধু দশলক্ষ মুদ্রা—

রাণা। নরকে যাক দশলক্ষ মুদ্রা! সংগ্রামসিংহ চিতোরে!

ভীমজি। চিতোরে? অসম্ভব!

রাণা। হুঁ—অর্জ্জুনসিংহকে কবে আপনি আমার সম্মুখে হাজির করতে পারেন?

ভীমজি। সে কি আমার ভৃত্য যে আমি যথা ইচ্ছা যখন ইচ্ছা তাকে প্রেরণ করব?

রাণা। তবে চিতোরে প্রত্যাবর্ত্তন করুন ভীমজি!

ভীমজি। রাণা আমায় নির্ব্বাসিত করছেন রাজসভা হতে? আমার দশলক্ষ মুদ্রা—

রাণা। চিতোরের দুর্গসংস্কারে ব্যয় করুন গিয়ে—তার প্রয়োজন হবে! রাণা দুর্ব্বল—কিন্তু শক্তাবতেরা দুর্ব্বল নয়! সুচেৎসিংহ অচিরেই আপনাকে অবরুদ্ধ করবে চিতোরে! কালের পরিহাস! রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ মোগলকরমুক্ত ঐ চিতোরের দুর্গ আপনার পূর্ব্বপুরুষ একদিন লাভ করেছিলেন মেবারের রাণার কাছে! আজ সে দুর্গ—রাজদ্রোহের পীঠস্থানে পরিণত!

ভীমজি। সুচেৎসিংহকে আমি তৃণজ্ঞান করি! কিন্তু রাণা! দশলক্ষ মুদ্রা উপঢৌকন—চন্দাবৎ শক্তির ঐকান্তিক আনুগত্য, এ আপনি প্রত্যাখ্যান করতে সাহসী হচ্ছেন? আপনার রাজকোষ কপর্দ্দকশূন্য! মারাঠীর আক্রমণ প্রতিরোধে অগ্রসর হবার মত একটী অস্ত্রধারী মেবারী আপনার

সৈন্যদলে খুঁজে পাওয়া যায় না—জীবন মরণের এ সন্ধিক্ষণে আমার আনুকূল্য আপনি প্রত্যাখ্যান করছেন?

রাণা। মেবার ধ্বংস হোক—যদি হত্যাকারীর আনুকূল্য বিনা তাকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়! কৃষ্ণার বিবাহে দশ লক্ষ মুদ্রা উপঢৌকন নিয়ে এসেছ দেশদ্রোহী? কৃষ্ণাকে যদি মৃত্যুমুখ হ'তে বাঁচাবার জন্য তোমার অনুকম্পা অত্যাবশ্যক হয়—চন্দাবৎকলঙ্ক! সে অনুকম্পা আমি নেব না—যতদিন না তুমি অর্জুনসিংহকে এনে এই উদয়সাগরের তীরে শূলদণ্ডে দণ্ডিত করছ! দণ্ড দেবার শক্তি আমার না যদি থাকে—বর্জ্জন ক'রবার শক্তি তো আছে! দেশদ্রোহী—রাজদ্রোহী চন্দাবৎ সম্প্রদায়কে আমি বর্জ্জন করছি—যেমন লোকে সর্পদষ্ট দক্ষিণহস্তকে নির্ম্মম হৃদয়ে ছেদন করে। আজ হ'তে চন্দাবৎ মেবারের কেউ নয়—আজ হ'তে চন্দাবৎ পতিত, আজ হ'তে চন্দাবৎ অভিশপ্ত! (প্রস্থান)

(সকলে স্তম্ভিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল)

তৃতীয় দৃশ্য।

মেবার সীমান্তে গ্রাম্য পথ।

দুইজন মারাঠা সৈনিক বীরের মত লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া পাই চারি করিতেছে।

১ম। হাঁ—শাসন বটে—হাঃ হাঃ হাঃ—

২য়। শ্মশান করে ছেড়েছি—হোঃ হোঃ হোঃ—

১ম। এখন আমরাই মালিক—আমরাই দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা—আমরাই সব! হাঃ হাঃ হাঃ—

২য়। দুঃখু শুধু এই যে—দণ্ড দিয়ে হাতের সুখ ক'রব এমন জন প্রাণীটি কোথাও নেই! মালিকানি কোন কাজে আসছে না!

১ম। গেল কোথায় ব্যাটারা? ছেলে, মেয়ে, গরু, জরু, লোটা কম্বল—সব নিয়ে ব্যাটারা গেল কোথায়

২য়। চুলোয়! আরে হতভাগারা! তোদের ভয়টা কি? কিসের ভয়ে পালাস? আমরা তোদের করি কি?

১ম। কিছু না! তোদের গরু তোদেরই থাকে—আমরা শুধু দু'দিন তার দুধটুকু খেয়ে খুসী হই! হাঃ হাঃ হাঃ!

২য়। হাঃ হাঃ হাঃ—আরে বাপু—তোদের জরু—তাও তোদেরি থাকে—আমরা শুধু দু' দিন—হোঃ হোঃ হোঃ—

১ম। একটু তফাৎ আছে সাক্ষাৎ—আমরা তাদের জরু তাদের

হাতে ছেড়ে দিয়ে যাই বটে—কিন্তু জরু আর তাদের থাকে না—যায় চলে যমের ঘরে !

২য় । সে একটা কথা বটে ! কেউ বিষ খায় ! কেউ চিতা জ্বেলে লাফিয়ে পড়ে ! কেউ—

১ম । যেতে দাও—রাজপুত জাতটা গোঁয়ারের জাত ! কোনও দিনই ওরা নিজের ভাল বুঝলে না ! মরবে—তবু মান দেবে না !

২য় । আর কোন ক্রমে একবার মান যদি যায়—প্রাণও দেবে ! কী বোকা—অঁ্যা ? (নেপথ্যে আর্ত্তনাদ) কিরে ?

১ম । দুপুরের রোদ্দুর টাঁ টাঁ করছে—চারদিক খাঁ খাঁ করছে শ্মশানের মত—গা গা করে এ সময় ভূত প্রেত দত্যি দানোর চরা করে বেড়াবার সময় !

২য় । ওরে বাপ্ !

১ম । গ্রামের ওধারে যে একটা মেয়ে মানুষের মড়া দেখে এলাম—বুকে ছুরি বেঁধা—

২য় । ওরে বাপ্ !

১ম । সেইটেই বোধ হয় পেত্নী হয়ে—আমাদের পেছু ভেড়ে এসেছে !

২য় । ওরে বাপ ! (উভয়ের পলায়ন)

(চন্দনাকে টানিয়া লইয়া তৃতীয় মারাঠা সৈনিকের প্রবেশ)

চন্দনা । ছেড়ে দাও—আমায় ছেড়ে দাও !

৩য় । চোপরাও—বেইমানকে বেটী !

চন্দনা। আমায় একটীবার ছাড়্—এক পলকের জন্য আমার হাতটী ছাড়—তারপর—

৩য়। ও সব চালাকী রেখে দাও প্রেয়সী! আমি এক পলক তোমার হাতখানি ছেড়ে দিই—আর তুমি ধাঁ করে আঁচল থেকে বিষের বড়িটী নিয়ে লাড্ডুর মত মুখে ফেলে দাও! এতদিন এদেশে আনাগোনা কাজ কারবার ক'রছি—রাজপুতানীদের ও সব কায়দা কানুন আমাদের আর জানতে বাকী নেই! (উচ্চৈস্বরে) সুখরাও!

চন্দনা। কে আমায় বাঁচাবে? মেবার জননী! তোমার হাতের খাঁড়া কোথায় গেল মা? ওদের মাথায় তা হানতে না পার, আমার—আমায় তুমি তা আঘাত কর—আমার মরবার পথ ক'রে দাও—আমায় বাঁচাও!

৩য়। (উচ্চৈস্বরে) সুখরাও! নওরোজী!—শালে লোক গিয়া কিধার? এখানেই তো তাদের থাকবার কথা! (উচ্চৈস্বরে) এ শালে সুখরাও—এ শালে—মরুকগে ব্যাটারা! নেহাৎ তাদের না দিয়ে ভালমন্দটা খেতে মন চায় না—তাই—

(৩য় সৈনিক এতক্ষণ একটু অন্যমনস্ক ছিল—সেই সুযোগে হঠাৎ চন্দনা এক হাত ছাড়াইয়া ছোরা বাহির করিল।)

চন্দনা। এইবার—(সৈনিককে ছুরিকাঘাত—) শুধু ভাল খেয়ে খেয়ে লোভ বেড়ে চলেছে, মন্দটাও একটু চেখে দেখ বীরপুরুষ?

৩য়। শয়তানি! ওঃ—তোকে—দাঁড়া—না—পারছি না ত! সুখরাও—নওরোজী—　　　(বসিয়া পড়িল)

চন্দনা। উঠবার তোমার শক্তি হয়ত আর নেই—কারণ ছোরার আঘাত পৌঁছেছে তোমার পাঁজরার ভিতর। তবে—উঠতে না পার—বসে বসেও তরোয়ালখানা ছুঁড়ে মারতে পার ত আমায়! আত্মহত্যাটা আর আমায় দিয়ে না-ই করালে!

৩য়। সুখরাও! (শুইয়া পড়িল)

(আড়াল হইতে ১ম ও ২য় সৈন্য উঁকি দিল)

১ম। বঙ্কেলালই ত বটে!

২য়। আওরৎটাই মেরেছে নাকি ওকে? (উচ্চৈস্বরে) ও বঙ্কেলাল!

৩য়। মার ডালা রে—নওরোজী—মার ডালা!

১ম। এহি আওরৎ? (তরবারি হস্তে অগ্রসর)

২য়। এহি আওরৎ? (অগ্রসর)

চন্দনা। হাঁ, এহি আওরৎ! তরবারি আঘাত করতে যদি সত্যই ইচ্ছা থাকে—তবে এগিয়ে এসো! ভয় দেখিয়ে আমায় বেঁধে ফেলবে—সে আশা কোরো না—এই ছোরা দেখছ হাতে—চোখের নিমেষে নিজের বুকে বসিয়ে দেব!

২য়। তব মার ডালো সুখরাও! (অগ্রসর)

১ম। মার ডালো নওরোজী! (অগ্রসর)

চন্দনা। মার— (গলা পাতিয়া দিল)

(নেপথ্যে বাঈজিবাঈ। মেরো না)

সৈনিকগণ। কৌন— (চমকিয়া পিছনে হটিল)

চন্দনা। কে? কে তুমি?

(বাঈজিবাঈএর প্রবেশ)

বাঈজি। মেরোনা সৈনিক ! ছেড়ে দাও ! আমায় চেনো ?

সৈনিকগণ। মহারাণী ! (অভিবাদন) সিন্ধিয়া মহিষী ?

বাঈজি। কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইনা ! করবার প্রয়োজন নেই ! ছোরা হাতে রাজপুত রমণী – আহত মারাঠা দস্যু – তরবারি-করে আগুয়ান সিন্ধিয়ার বীর সৈনিকদ্বয়—গল্পটার প্রথম ছত্র থেকে শেষ ছত্র পর্য্যন্ত—আমার চোখের সামনে এক নিমেষেই আগুনের অক্ষরে জ্বলজ্বল করে উঠেছে ! যাও—আহত বন্ধুকে নিয়ে নিরাপদে স্বস্থানে যাও ! কারণ তোমাদের শাস্তি দেবার অধিকার আমার নেই ! যাও—

(আহত ৩য় সৈনিককে লইয়া ১ম ও ২য় সৈনিকের প্রস্থান)

চন্দনা। আপনি মহারাণী ? সিন্ধিয়া মহিষী ?

বাঈজি। তোমার কাছে আমার অন্য পরিচয় আছে—নির্য্যাতিতা—অপমানিতা ভগিনী আমার ! আমিও এক রাজপুতানী—বঞ্চিতা—ভাগ্য-বিড়ম্বিতা !

চন্দনা। বঞ্চিতা ? যিনি রাজরাণী—তিনি ভাগ্য-বিড়ম্বিতা ?

বাঈজি। যে মাতৃসেবার পুণ্যে বঞ্চিতা—তার চেয়ে বঞ্চিতা কে ? অন্তরে অপমানের তুষানলে পুড়তে পুড়তে, বাইরে রত্নালঙ্কার-সজ্জায় প্রসাধন করতে হয় যাকে—তার চেয়ে বিড়ম্বিতা কে ? শোন ভগিনী ! তোমার পরিচয় আমায় দাও—আমার প্রয়োজন আছে !

চন্দনা। এই পরিত্যক্ত গ্রামেরই এক কুমারী কন্যা—নাম আমার চন্দনা। মারাঠা শিবির এই সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে

সঙ্গেই গ্রামবাসীরা পলায়ন করেছে দূরবর্ত্তী অরণ্যে—পরিজন, গৃহপালিত পশু, যৎসামান্য শস্য-সঞ্চয় যা কিছু ছিল গৃহে—সব সাথে নিয়ে—

বাঈজি। তুমি যে যাও নি ?

চন্দনা। গিয়েছিলাম বই কি—গিয়েছিলাম ! থাকতে পারলাম না দেবি !

বাঈজি। থাক্‌তে পারলে না ? সে কি ?

চন্দনা। অহর্নিশি প্রাণটা কাঁদতে লাগল এই গ্রামখানির জন্য। এই গ্রামের সারি সারি সাজানো কুটীর—এই গ্রামের একমাত্র জলে-ভরা সুগভীর কূপ, এই গ্রামের চারিধারে দিগন্ত-বিস্তৃত জনার ভুট্টার ক্ষেত—এদের স্মৃতি আমায় টান্‌তে লাগলো—আমি থাকতে পারলাম না। কাউকে না বলে গোপনে গ্রামে চলে এলাম ! একাকিনী গ্রামে বাস করছি—আজ তিন দিন—

বাঈজি। আজ সহসা দস্যুহস্তে পতিত হলে ?

চন্দনা। আমি গৃহদেবতার পূজাবেদী মার্জ্জনায় তন্ময় ছিলাম, তাই পেছন থেকে ঐ তস্কর এসে হঠাৎ আমায় ধরে ফেলতে পেরেছিল—নইলে সজাগ রাজপুতানীকে ধৃত করা মারাঠা কেন—যমদূতেরও সাধ্য নয় !

বাঈজি। এখন তুমি ক'রবে কি ?

চন্দনা। এখন ? মরব !

বাঈজি। মরবে ?

চন্দনা। তা ছাড়া ক'রবার আর কি আছে দেবী? দস্যু যে এই অঙ্গ স্পর্শ করেছে!

বাঈজি। না—ম'রোনা! কলঙ্কস্খালনের ব্রত নাও—

চন্দনা। কলঙ্কস্খালনের ব্রত?

বাঈজি। হাঁ—দস্যুর রক্তে ধুয়ে দিতে হবে ঐ কলঙ্ক—শুধু তোমার কলঙ্ক নয়—তোমার মত অত্যাচারিতা আরও সহস্র নারীর কলঙ্ক! ব্রত নাও বালিকা—আমি তোমাকে নিয়ে যাব সেই নবীন জীবনে—যেখানে গেলে—ওগো কলঙ্কিতা—তুমি পারবে ধুয়ে মুছে ফেলে দিতে—তোমার চেয়েও শতগুণে বেশী অত্যাচারিতা এই মেবার জননীর কলঙ্ক! সেই ব্রতে দীক্ষা আমি তোমায় দেব—তুমি আমার সঙ্গে এস চন্দনা!

চতুর্থ দৃশ্য

মেবার সীমান্তে সিন্ধিয়ার শিবির

প্রমোদ কক্ষ

(দৌলতরাও ও নর্ত্তকীগণ)

(নৃত্যগীত)

হুঁসিয়ার নেয়ে গো তরী সামাল !
জোয়ার এল—জল হ'ল বেচাল !
আকাশের কোন্ সে নিরালা কোণে বসি
কি যাত্ন মন্তরে কি টান টানে শশী —
ঢেউয়ে ভাঙ্গে ঢেউ—যেন মাতাল !
আর নয় নেয়ে গো অলস হেলাফেলা—
সবলে ধ'রে হাল বসো গো এই বেলা—
সজাগ থাক' সারা সাঁঝ সকাল !

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক। মহারাজ ! মন্ত্রী দর্শন প্রার্থী !

দৌলত। কেন ?

দৌবারিক। গুরুতর রাজকার্য্য—

দৌলত। অপেক্ষা করতে বল— [দৌবারিকের প্রস্থান]

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। মহারাজ! মহারাণী দর্শন ভিক্ষা করেন—

দৌলত। একটু পরে!

(সৈনিকের প্রস্থান)

উত্যক্ত ক'রে তুলেছে সবাই মিলে। নর্ত্তকীদের নিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই! আমোদ প্রমোদ বিনা মানুষ বাঁচবে কি করে?

(বাঈজিবাঈএর প্রবেশ)

বাঈজি। আদেশ ব্যতিরেকেই আমায় প্রবেশ করতে হোল—অপরাধ নেবেন না মহারাজ! নর্ত্তকীদের অবসর দিন!

দৌলত। রাজা কে? আমি—না—তুমি?

বাঈজি। নর্ত্তকীরা—তোমরা বাইরে যাও—

(নর্ত্তকীগণ দৌলতরাওকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল)

দৌলত। যা বলছিলাম—অরণ্যবাস ভিন্ন আমার গত্যন্তর নেই!

বাঈজি। আপনার যদি বা থাকে—আমার নিশ্চয়ই নেই মহারাজ! মেবারের কন্যা—মেবারকে ধ্বংসমুখ হ'তে রক্ষা ক'রবার স্পৃহা আমার স্বাভাবিক! সে স্পৃহাকে যদি সিন্ধিয়া বরাবর উপেক্ষাই করতে থাকেন—

দৌলত। মেবারের কন্যা—এ পরিচয় তোমার বহুদিন পূর্ব্বেই ভুলে যাওয়া কর্ত্তব্য ছিল রাণি! ব'স—ব'স!—তোমার পিতা ছিলেন মেবারের অতি দীন—অতি হীন এক রাজপুত!—

বাঈজি। দীন বটে—কিন্তু হীন নয়!

দৌলত। দীন অর্থই হীন! তোমার সেই পিতা—সিন্ধিয়া সরকারে কর্ম্ম গ্রহণ করে সিন্ধিয়ার কৃপায় অর্থ, পদগৌরব, সম্ভ্রম, যশ — যা কিছু বল– সবই অর্জ্জন ক'রেছেন! তাঁর জীবনের চরম সৌভাগ্য লাভ করেছেন—দৌলত রাও সিন্ধিয়ার করে কন্যাদান! - মেবার তাঁকে কি দিয়েছিল? এক মুষ্টি ক্ষুধার অন্নও দেয় নাই! তাঁকেও না—তাঁর এই সুন্দরী দুহিতাকেও না– যে দুহিতা আজ অর্দ্ধ-ভারতেশ্বর সিন্ধিয়ার সম্মুখে আরামে উপবেশন করে নিজেকে মেবারদুহিতা বলে সগৌরবে ঘোষণা ক'রছে।

বাঈজি। মেবারদুহিতা বলে নিজেকে ঘোষণা করবার মত গৌরব কম নারীরই ভাগ্যে ঘটে মহারাজ! শুনুন—কলহ করতে আমি আসিনি। মেবারকে আপনি শান্তি ভিক্ষা দিন— আমার অনুনয়!

দৌলত। মেবারকে আমি শান্তি ভিক্ষা দেব– তারপর আমার অর্থের প্রয়োজন হ'লে আমায় অর্থ ভিক্ষা দেবে কে শুনি? মেবার যে আমার কামধেনু!

বাঈজি। আপনার অবিরত দোহনে কামধেনুও আজ শুষ্ক হ'য়ে গেছে মহারাজ! আর পীড়ন করবেন না আমার অভাগিনী মাতৃভূমিকে—আমি আপনার চরণে ধরে ভিক্ষা চাইছি মহারাজ!

দৌলত। তুমি ত আমায় বিপন্ন করে তুল্‌লে বাঈজিবাঈ! মেবার নিঃস্ব হয়েছে—এ উপকথা তোমায় শোনালে কে? তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর—মেবার চিরদিনই স্বর্ণপ্রসূ!

বাঈজি। স্বর্ণপ্রসূ ? স্বর্ণ কিছু আপনা হতেই ক্ষেত্রের বুকে ঝকমকিয়ে ওঠে না ! ভূমি কর্ষণ করলে তবে তাতে শস্য জন্মায় ! শস্য বিক্রয় করলে তবে স্বর্ণের আমদানী হয়। মেবারের কৃষক মারাঠার পীড়নে অরণ্যে পলায়িত—ভূমি কর্ষণ করবে কে ? মেবারের বণিক মারাঠার নির্য্যাতনে স্বদেশ হতে স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসিত—শস্যের বাণিজ্য করবে কে ? -- আপনি স্বার্থান্বেষী কর্ম্মচারীদের আশ্বাসবাণী ভুলে গিয়ে আমার কথা বিশ্বাস করুন মহারাজ ! মেবারের যোজন-বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র পরিবর্ত্তিত হয়েছে আজ শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে, মেবারের সমৃদ্ধতম বাণিজ্যনগরী ভীলওয়ারা পরিণত হয়েছে আজ জনহীন ধ্বংসস্তপে ! স্বর্ণপ্রসূ জননী আমার আজ মরুভূমি !

দৌলত। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা শোনাচ্ছ তুমি আমায় রাণী ! আমার কর্ম্মচারীরা মিথ্যাবাদী যদিও হয়, মেবারের সামন্ত সর্দ্দার যারা মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে—তারাও তো কেউ কোনদিন আমায় বলেনি যে মেবার সিন্ধিয়ার দাবীমত কর প্রদানে অক্ষম !

বাঈজি। মেবারের সামন্ত সর্দ্দার ? মহাপুরুষের বংশজাত সেই সব কুলাঙ্গার ? তারা যদি দেশের মুখপানে চাইত—

দৌলত। বেশ—বেশ—সামন্ত সর্দ্দারেরা সব কুলাঙ্গার—রাণা নিজে—কি বল ?—রাণাও বোধ হয় কুলাঙ্গার ?

বাঈজি। রাণা কি কোন দিন বলেন নি যে তিনি সিন্ধিয়ার উৎপীড়ন সহ্য করতে অক্ষম ?

দৌলত। শুনিনি ত!

বাঈজি। কেনই বা বলবেন? শক্তি থাকলে তিনি মারাঠাকে যুদ্ধে পরাজিত করে দেশ হতে বহিষ্কৃত করতেন। সে শক্তি যখন তাঁর আজ নেই—ক্রন্দন করে শত্রুর করুণা ভিক্ষা করতে তিনি আসবেন না!

দৌলত। সামন্ত বা রাণা—কারও যখন মেবারের জন্য চিন্তা নাই—তখন আমার পরোয়ারই বা কেন থাকবে—আমি সেইটেই বুঝতে পারি না!

দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক। মহারাজ! মন্ত্রী—

দৌলত। আমি তোমায় চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি মহারাণী—যে মেবার বাস্তবিক খুব দরিদ্র হয়ে পড়েনি। যাও—মন্ত্রীকে নিয়ে এস দৌবারিক! (দৌবারিকের প্রস্থান)

বাঈজি। আমি থাকব?

দৌলত। না থাকলে প্রমাণ দেব কাকে? এই যে মন্ত্রী—

(অম্বজীর প্রবেশ)

এই দেখ—আমার মন্ত্রী অম্বজী! ইনি হচ্ছেন মেবারের সুবেদার আমার তরফ থেকে! অর্থাৎ—মেবারের কাছে আমার যা কিছু পাওনা গণ্ডা—তা এঁর হাত দিয়েই আদায় হয়! এঁর সর্ব্বাঙ্গে দেখ হীরা আর মুক্তা, মুক্তা আর হীরা! মাথায় হীরা—বুকে মুক্তা—কাণে মুক্তা—হাতে হীরা!—

মেবারের যদি দারিদ্র্যই ঘটে থাকবে-- তবে এত হীরা মুক্তা ইনি পান কোথায় ? মন্ত্রিত্বের জন্য ওঁকে সিন্ধিয়া সরকার কোন বেতন দেয় না—ওঁর যা কিছু আয়—সব মেবারের সুবেদারী থেকে !

বাঈজি। ও ত হীরা মুক্তা নয় মহারাজ ! মন্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গে যা ঝলমল করছে—ওগুলি মেবারের দেহকর্ত্তিত রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড !

(প্রস্থান)

দৌলত। অম্বজী !

অম্বজী। মহারাজ—আমি ত—

দৌলত। মেবারের কর তুমি কি প্রকারে আদায় কর ?

অম্বজী। আজ্ঞে—এ—কোন্ প্রদেশ হতে কত লক্ষ টাকা আদায় হবে —তার একটা হিসাব আগে প্রস্তুত করি !

দৌলত। বেশ !

অম্বজী। সেই হিসাব হাতে নিয়ে একদল পরাক্রান্ত সেনা মেবারে যায় !

দৌলত। তারপর ?

অম্বজী। তারা গিয়ে সেই সেই প্রদেশ থেকে সেই সেই পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করে !

দৌলত। চমৎকার ! কেউ আপত্তি করে না ?

অম্বজী। কে আপত্তি করবে ?

দৌলত। ধর—রাণা—

অম্বজী। তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করা হয় না ত ! কারণ জিজ্ঞাসা করলেই তিনি বলেন "নেই" !

দৌলত। সামন্তেরা ?

অম্বজী। তারা বরং আমাদের সাহায্যই করে !

দৌলত। কেন ?

অম্বজী। কেউ সাহায্যের বিনিময়ে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে সৈন্য সাহায্য পায় ; কেউ বা হিসাবের নির্দ্দিষ্ট টাকার উপরেও দুই পাঁচ হাজার বেশী আদায় করিয়ে দিয়ে সেটা নিজেরা গ্রহণ করে !

দৌলত। অপূর্ব্ব ব্যবস্থা ! আচ্ছা—কৃষকেরা আপত্তি করতে পারে ত !

অম্বজী। তারা ত আমাদের সৈন্য আসছে শুনলেই অরণ্যে চলে যায়।

দৌলত। আর তোমরা শস্য কেটে গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে আস ? তোফা ! —আর একটা মাত্র জিজ্ঞাসা আছে তোমার কাছে অম্বজী।

। আদেশ করুন মহারাজ !

দৌলত। আগে কে মরবে ? তুমি · না আমি ?

অম্বজী। মহারাজ !

দৌলত। আমি যদি মরি—তবে আমার বলবার কিছু নাই ! এ জীবন সুখে কেটে গেল। কিন্তু তুমি যদি মর আগে—আমার পক্ষে ভাববার কথা ! মেবারকে এ ভাবে শাসন করতে আর কেউ পারবে না ! এ বিলাস সম্ভোগ আমার হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে অর্থাভাবে !

অম্বজী। মহারাজ যাতে আগে স্বর্গারোহণ করতে পান—তার জন্য চেষ্টার ত্রুটী এ ভৃত্যের তরফ থেকে বিন্দুমাত্র হবে না !

দৌলত। বটে নাকি—অ্যাঁ ?

অম্বজী। অর্থাৎ মহারাজ—

দৌলত। চেপে যাও—চেপে যাও বন্ধু! আর জম্‌বে না! তুমি এখন যেতে পার! গিয়ে নর্ত্তকীদের পাঠিয়ে দাও! রোসো—যাবার আগে—ঐখানে এক বোতল ফরাসী মদ ছিল—বোতলটা খোলো না হয়! স্বর্গারোহণ না করেও স্বর্গসুখ অনুভব করা যায় কিনা—দেখি একবার!

অম্বজী। (বোতল খুলিতে খুলিতে) আমি যে জন্য মহারাজের চরণ দর্শন করতে চেয়েছিলাম—

দৌলত। সেটা আর এখন শুনতে পারব না! খুলেছ বোতল? দাও—

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌলত। নর্ত্তকীরা এসেছে?

দৌবারিক। না মহারাজ, এসেছেন এক বৃদ্ধ সৈনিক!

দৌলত। তাড়িয়ে দাও—নর্ত্তকী বোলাও!

দৌবারিক। তিনি বলছেন—তিনি মহামান্য মন্ত্রীর বন্ধু।

অম্বজী। আমার? আমার আবার বন্ধু আছে? এ একটা সংবাদ বটে!

দৌলত। আরে—অভদ্রতা করবার দরকার কি! বলছে যখন সে তোমার বন্ধু—বন্ধুর আকৃতিটাও ত একবার দেখা উচিত! যাও—যাও—অমনি নর্ত্তকীদের জলদী পাঠিয়ে দিও!

অম্বজী। মহারাজ যখন আদেশ করছেন—

(দৌবারিকসহ অম্বজীর প্রস্থান, দৌলতরাও সুরাপাত্র মুখে তুলিলেন, দ্রুত অম্বজীর প্রবেশ)

অম্বজী। মহারাজ!

দৌলত। আবার কি?

অম্বজী। সত্যই বন্ধু—চিতোরের চন্দাবৎ চূড়ামণি ভীমজী!

দৌলত। বন্ধু হয়, তোমার শিবিরে নিয়ে যাও—আমার কাছে কি?

অম্বজী। তিনি আপনারই দর্শনপ্রার্থী মহারাজ! বিশেষ নাকি জরুরী সংবাদ আছে! দোহাই মহারাজ! চন্দাবৎ সর্দ্দারকে প্রত্যাখ্যান করবেন না! মেবারের শ্রেষ্ঠ সামন্ত ইনি—রাণার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিমান! এঁর আনুরক্তির মূল্য অনেক!

দৌলত। হায় দুর্ব্বহ জীবন! ডাক—তোমার সেই রাণার চেয়ে বেশী শক্তিমান সামন্তকে ডাক! ওদিকে নর্ত্তকীরা বোধ হয়—(মদ্যপান)

(অম্বজীর প্রস্থান ও ভীমজীকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

সংক্ষেপে বলুন চন্দাবৎ সর্দ্দার! হ্যাঁ, নজরানা কত এনেছেন?

ভীমজী। দশ লক্ষ মহারাজ!

দৌলত। বাঃ—বসুন তা হ'লে—বসুন! অম্বজী—সর্দ্দারের জন্য আলবোলা বোলাও! এ দশ লক্ষ রাজকোষের ভেতর ঢুকিয়ে বোসোনা কিন্তু! এটা আমার ব্যক্তিগত, নিজস্ব, গোপনীয়! তারপর—কি সংবাদ বলুন সর্দ্দার!

ভীমজী। সংবাদ—অবিলম্বে এক দল সৈন্য চাই!

দৌলত। অবিলম্বে? মেবারের শস্য কি এত আগেই পাকে—অঁ্যা অম্বজী?

ভীমজী। শস্য নয়—বিবাহ মহারাজ! বিবাহ বন্ধ করতে হবে!

দৌলত। কার বিবাহ? বিবাহ বন্ধ করে লাভ হবে কি? প্রজা-বৃদ্ধি প্রয়োজন—অবিরত লড়াই—সৈন্য সব মরছে দলে দলে!

ভীমজী। বিবাহ রাণার কন্যা কৃষ্ণকুমারীর—জয়পুরপতি জগৎসিংহের সঙ্গে! জগৎসিংহ সিন্ধিয়া মহারাজের অনুরক্ত নয়!

দৌলত। কেন? আমার মনে আছে গত বৎসর জয়পুর থেকে আমরা বিশলক্ষ টাকা পেয়েছিলাম—তাই দিয়ে একদল ইরাণী বাঁদী ক্রয় করা হয় আমার অন্তঃপুরের জন্য! দিব্য মনে আছে আমার!

অম্বজী। পঞ্চাশ লক্ষ পাওয়ার আশা করা গিয়েছিল—পাওয়া যায় মাত্র বিশ লক্ষ!

দৌলত। বটে নাকি? ওঃ—তা হ'লে এ বিবাহ হ'তে পারে না! অম্বজী! মীরখাঁ পাঠানকে অবিলম্বে পত্র দাও—জয়পুর আক্রমণ করতে! বিশ লক্ষ টাকার বেশী যে সিন্ধিয়াকে নজর দিতে নারাজ—তার বিবাহে প্রয়োজন কি?

ভীমজী। বরং মারোয়ারপতি মানসিংহ আপনার খুবই অনুরক্ত!

দৌলত। কত পেয়েছিলাম গত বৎসর?

অম্বজী। কিছুই পাওয়ার কথা ছিল না—তবু মহারাজের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন বলে তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

দৌলত। পাঁচলক্ষ টাকা আর কতটুকুন শ্রদ্ধার নিদর্শন অম্বজী! যা হ'ক্—আমি আর বাক্যব্যয় করতে পারছি নে। মানসিংহ যদি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আমায় দিতে প্রস্তুত থাকেন—তাঁর সঙ্গে রাণার কন্যার বিবাহ দিতে পার তোমরা! আর কিছু কথা আছে?

ভীমজী। শক্তাবতেরা চন্দ্রপুরবংশের খুবই ভক্ত—তারা হয়ত মানসিংহের বিরুদ্ধাচরণ করবে।

দৌলত। করে যদি—তাদের সমস্ত ভূমিসম্পত্তি লুণ্ঠন করে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আমার রাজকোষে জমা দেবে। অম্বজী আর তুমি—এই দু'জনের কাছে আমার পাওনা রইল—তা হ'লে এককোটী টাকা—কেমন?

অম্বজী। এক কোটী টাকা—মহারাজ?

দৌলত। মারোয়াররাজ পঞ্চাশলক্ষ, শক্তাবৎ সর্দার পঞ্চাশ লক্ষ, জয়পুররাজ পঞ্চাশ লক্ষ—আরে যা! এক কোটী ত নয়—দেড় কোটী! কবে জমা দিচ্ছ অম্বজী?

অম্বজী। জাঁন ব্যাপটিষ্ট গোলন্দাজ সৈন্য নিয়ে আমার সঙ্গে আসুক মহারাজ—কতদিন আর লাগবে ঐ ক'টা টাকা তুলে আনতে! কী বল চন্দাবৎ সর্দার?

ভীমজী। তা বই কি! যদিও টাকাটা কম নয়—তা হ'লেও—

দৌলত। আচ্ছা যাও তা হ'লে—আমার নর্ত্তকীরা প্রতীক্ষা করছে! অম্বজী! জাঁন ব্যাপটিষ্টকে আমার আদেশ জানাও অবিলম্বে!

(অম্বজী ও ভীমজী প্রস্থানোদ্যত)

দাঁড়াও হে চন্দাবৎ সর্দ্দার! একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে, তোমাদের মেবার নাকি খুব দরিদ্র হয়ে গিয়েছে?

ভীমজী। দরিদ্র? তা—না—এমন কি আর? এখনো যথেষ্ট—বিশেষ রাণার ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্যই হবে—সে ধারণাই করা যায় না মহারাজ!

দৌলত। হাঃ হাঃ হাঃ! এই কথাটা আমার রাণীকে ভাল করে বুঝিয়ে বল ত! অম্বজী! রাণীর সঙ্গে সর্দ্দারের সাক্ষাৎ করিয়ে দিও! কোন দোষ নেই—ইনি মেবারের সর্দ্দার, তিনি মেবারের কন্যা! হাঃ হাঃ হাঃ—

(বাঈজিবাঈএর প্রবেশ)

বাঈজি। মেবারের কন্যা মেবারের সামন্তচূড়ামণির চরণ দর্শন করতে স্বয়ংই ছুটে এসেছে মহারাজ! চন্দাবৎ প্রধান! সিন্ধিয়ার কোষাগারের কর্ম্মচারীরা হেসে হেসে আপনার নামে সহস্র ব্যঙ্গোক্তি উচ্চারণ ক'রছে দেখে এলাম! আপনি নাকি দশলক্ষ মুদ্রা কোষাগারে জমা দিতে পাঠিয়েছেন—মারাঠা-নৃপতির নজরাণা স্বরূপ?

ভীমজী। তা—তা—

বাঈজি। মেবারে বুঝি এই রাশীকৃত অর্থের সদ্ব্যয়ের কোন পন্থা আপনি খুঁজে পান নি?

দৌলত। তোমার এ আচরণ অত্যন্ত অশিষ্ট রাণী! তুমি যাও—অন্তঃপুরে যাও!

বাঈজি। না—অন্তঃপুরে আর বাঈজিবাঈ প্রবেশ করবে না মহারাজ!

আমি বিদায় নিচ্ছি আপনার কাছে—জন্মভূমির জন্য আমার প্রাণ সত্যই কেঁদে উঠেছে আজ! আমি একবার না গিয়ে পারছি নে—মায়ের চরম দুর্গতির দিনে সিন্ধিয়া-প্রাসাদের সহস্র সম্ভোগে নিজেকে নিমজ্জিত করে দিয়ে কল্পিত মহত্ত্বের সুখস্বপ্ন দেখতে আর আমি পারছি নে! আমি যাই—দেখি—মুমূর্ষ মাকে আমার কোন শুশ্রূষায় বাঁচিয়ে তুলতে পারা যায় কিনা! মহারাজ! আমায় বিদায় দিন!

দৌলত। কখনো না—আমি তোমায় কখনো সেবারে যেতে দেব না! জনার-ভোজীর দেশে সিন্ধিয়ামহিষী কখনই যেতে পাবে না! আমি তোমার স্বামী—তোমার দেবতা—আমার আদেশ!

বাঈজি। আমার প্রাণের গোপন মন্দির থেকে আজ এক মহত্তর দেবতার অলঙ্ঘ্যতর আদেশ ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে স্বামী! সে আদেশ আমায় পালন করতেই হবে—আমি যাবই!

(প্রস্থানোদ্যতা)

(জীন ব্যাপটিষ্টের প্রবেশ)

জীন। মহারাজ! একঠো বাৎ ছিলো—

দৌলত। জীন ব্যাপটিষ্ট! আটক কর—রাণীকে আটক কর।

জীন। রাণীকো আটক কোরবে? মুস্কিলকি বাৎ! ফরাসী দেশমে জীন তরোয়ালকে কসরৎ শিখলো—কামানকে কসরৎ

শিখলো—লেকেন লেডিকো আটক করনেকো কসরৎ জীন শিখলো নেই !

বাঈজি। বিদেশী বীর! তোমার আদর্শ দেখে আজ আদর্শবিচ্যুত ভারত সন্তান নূতন করে শিক্ষা করুক নারীর মর্য্যাদা !

(প্রস্থানোদ্যতা)

দৌলত। ফেরো রাণী। আমার কথার অবাধ্য হ'লে ঘোরতর শাস্তি পাবে তুমি! আমি তোমার স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ করতে জানি—মেবারে তুমি কখনই যেতে পাবে না মেবার কুমারী !

(রাণার প্রবেশ)

রাণা। মেবারকুমারী মেবারে যেতে পাবেনা—মেবারের রাণার আমন্ত্রণেও নয় ?

বাঈজি। রাণা! (নতজানু হইয়া প্রণাম করিল)

দৌলত। মেবারের রাণা! সিন্ধিয়া শিবিরে ?

ভীমজী। অম্বজী! (সবলে অম্বজীকে আকর্ষণ করিয়া ইঙ্গিত)

রাণা। আমার কন্যার বিবাহ—মহারাজ সিন্ধিয়া—আগামী পূর্ণিমা তিথিতে! আপনার ন্যায় মহামান্য অতিথি মেবার সীমান্তে অবস্থিত—আমন্ত্রণের জন্য নিজে না এসে পারি কি ? আপনারা সবাই দরিদ্র জনারভোজী এই মেবারীর গৃহে শুভ পদার্পণ করে আমার কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করবেন—এই আমার আকিঞ্চন !—মহারাজ সিন্ধিয়া! মন্ত্রী অম্বজী!—একি—চন্দাবৎ ভীমজী—তুমি এখানে ? মেবারের সামন্ত-

রূপে তুমি রাণার পরিত্যক্ত—কিন্তু হঁ্যা—ভীমজী হঁ্যা—সিন্ধিয়া মহারাজের পারিষদরূপে তুমিও একটা নিমন্ত্রণ পেতে পার !—ফরাসী বীর ব্যাপটিষ্ট—

দৌলত ! রাণা ! আসন গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন। এ আমার মহৎ সম্মান। সূর্য্যবংশধর মেবারেশ্বর—হিন্দু-সূর্য্য—আপনি এই দরিদ্র মারাঠার গৃহে ? আপনার সঙ্গীরা কোথায় ? অম্বজী ! বাইরে গিয়ে রাণার সঙ্গীদের সমাদরে অভ্যর্থনা কর।

রাণা। অম্বজীকে ব্যস্ত হতে হবে না ! আমি একটিও সঙ্গী নিয়ে আসিনি। কারণ সঙ্গীর আমার আজকাল খুব প্রাচুর্য্য নেই ! আমি বিদায় নিচ্ছি সিন্ধিয়া—আর অনুমতি ভিক্ষা কর্চ্ছি—এই কন্যাটীকে আমার—আমার সাথে মেবারে যেতে দিন—তাঁর ভগ্নীর বিবাহোৎসবে যোগ দেবার জন্য !

দৌলত। তা—তা—রাণা যদি—

রাণা। এস মা ! (বাঈজিবাঈসহ প্রস্থান)

ভীমজী। এখনো তুমি নীরব অম্বজী ? ধৃত কর—বন্দী কর ! মহারাজ—এমন সুযোগ আর হবে না ! মেবারকে চিরতরে পদানত করবার, মেবারের স্বাধীনতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার এমন সুযোগ আর পাবেন না !

দৌলত। তাইত ! অঁ্যা—অম্বজি ?

অম্বজী। মন্দ কি ? বাঘের মুখে মাথা যখন দিয়েছে—জীন-ব্যাপটিষ্ট !

জীন। ফরাসী দেশমে জীন ব্যাপটিষ্ট তরোয়ালকে কসরৎ শিখলো —কামানকে কসরৎ শিখলো—আউর তামাম কিসিম লড়াইকো কসরৎ বি শিখলো ·লেকেন—লেকেন—লেকেন —কোই হ্যায়—নাচওয়ালী—নাচওয়ালী!

দৌলত। নাচওয়ালী ?

জীন। জী মহারাজ! নাচওয়ালী! আপকা মেজাজ আচ্ছা নেহি আছে। লিজিয়ে সরাব—

(সুরা ঢালিয়া দৌলতরাওকে দিল)

দৌলত। দাও—নাচওয়ালী—

ভীমজী। মহারাজ! ব্যাপটিষ্ট না পারে—আমরাই—এস অম্বজী—

(অম্বজী ও ভীমজী প্রস্থানোদ্যত)

জীন। (পিস্তল লক্ষ্য করিয়া) কাঁহা যাতে হো ভেইয়া? সরাব চলেগা—নাচ হোগা—বইঠ যাও—আরামসে বইঠ যাও— এক—দো— (অম্বজী ও ভীমজী সভয়ে বসিয়া পড়িল)

হাঃ—হাঃ—হাঃ!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চিতোর দুর্গচত্বর—ফাগোৎসবে মত্ত নরনারীগণ

নৃত্য গীত

লালে লাল বিলকুল।
ফাগের রংএ রাঙ্গা হল যমুনারি কূল'

নারীগণ। (তোর) রাঙ্গিয়ে দেব অঙ্গ বসন
একটু দাঁড়া শ্যাম!

পুরুষগণ। (তোর) লালচে দু'গাল করব রাঙ্গা
এইটি মনস্কাম!

সকলে। (সবাই) হোলির দিনে সাজব রঙ্গিন
যেন রঙ্গন ফুল!

নারীগণ। (ওরে) কুঞ্জবনের ধূলোতে আজ
ফাগ শুধু যে ঢালা—

পুরুষগণ। (চল) যুগলেতে সেই ধূলোতে—
ঘুচবে সকল জ্বালা!

সকলে। (সবাই) হোলির দিনে রঙ্গিন হব—
করব না তার ভুল!

(অর্জ্জুনসিংহ ও কেল্লাদারের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। লালে লাল! দুর্গ মধ্যে আবীরের উৎসব—দুর্গ বাহিরে রক্তের উৎসব! হুঁসিয়ার কেল্লাদার! সবাই আনন্দ করছে—করুক! তোমার আমার উৎসবে মত্ত হওয়া চলবে না! পঞ্চদশ সহস্র শক্তাবৎ তরবারি আজ চন্দাবতের রক্তপানে উদ্‌গ্রীব!

কেল্লাদার। শক্তাবতেরা পঞ্চদশ সহস্র—দুর্গ মধ্যে চন্দাবৎও আছে দশ সহস্র।

অর্জ্জুন। মাত্র দশ সহস্র! মাত্র দশ সহস্র! তাই আজ ভেক এসে করীকে পদাঘাত করছে! তাই রাজস্থানের মুকুটমণি চন্দাবৎ গোষ্ঠীকে অবরোধ করে বসে আছে আজ ঘৃণিত শক্তাবতেরা দুর্গে হানা দিয়ে! ইচ্ছা করে কি জান কেল্লাদার? ইচ্ছা করে বাঘের মত এই দুর্গপ্রাকার হ'তে লাফিয়ে পড়ি শত্রুর শিরে—কণ্ঠনালী বিদীর্ণ করে তার তপ্ত রক্তপানে প্রতিহিংসার পিপাসা নিবারণ করি! নিরুপায়! নিরুপায়! তারা পঞ্চদশ সহস্র—আমরা মাত্র দশ!

কেল্লা। দু' দিন প্রতীক্ষা করুন—চন্দাবৎপ্রধান ভীমজিকে সিন্ধিয়া শিবির হতে ফিরে আসতে দিন শুধু! তাঁর আহ্বান মেবারের প্রতি গ্রাম—প্রতি উপত্যকা হ'তে চন্দাবৎ কৃষকদের আকর্ষণ করে নিয়ে আসবে চিতোরের প্রাকার-তলে; কতটুকু শক্তি ধারণ করে ঐ অধম সুচেৎসিংহ—মহাপুরুষ চন্দের বংশধর মহাবীর ভীমজির তুলনায়?

অর্জ্জুন। সুচেৎসিংহ! সুচেৎসিংহ! কবে তাকে সংগ্রামসিংহের

সঙ্গে এক অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে পারব—একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে? কবে শক্তাবৎ নাম মুছে ফেলতে পারব মেবারের যোদ্ধ সম্প্রদায়ের তালিকা হ'তে? কবে পুত্রশোকের জ্বালা নিভে যাবে আমার—শত্রু শোণিতের সমস্তপঞ্চকে অবগাহন করে? (দ্রুত প্রস্থান)

কেল্লা। (অর্জ্জুনসিংহের দিকে চাহিয়া) যুদ্ধ কর—কিন্তু এ অন্ধ উন্মাদনা কেন? এর পরিণাম কি শুভ হবে?

(নেপথ্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ—নর নারীগণের আর্ত্তনাদ—জয়ধ্বনি 'জয় শক্তাবৎ কী জয়।'

কেল্লা। কী—কী! কিসের আওয়াজ! কিসের এ আর্ত্তনাদ!

(দ্রুত অর্জ্জুনসিংহের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। যা প্রথম থেকে আশঙ্কা করেছি—বারুদ দিয়ে দুর্গ প্রাচীরের এক অংশ উড়িয়ে দিয়েছে শক্তাবতেরা! কেল্লাদার—দ্রুত গমন করুন—দুর্গবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করে নিয়ে আসুন—আমি ততক্ষণ প্রাকাররক্ষী সমস্ত সৈন্য নিয়ে শক্তাবৎ প্লাবন রোধ করবার চেষ্টা করি!

কেল্লা। চন্দাবৎ বীরের মত বাঁচতেও জানে, মরতেও জানে! আজ ফাগোৎসব পরিণত হ'ক চন্দাবৎগণের মরণোৎসবে!

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে কামান ও জয়ধ্বনি—'জয় সিন্ধিয়া মহারাজ কী জয়')

অর্জ্জুন। সিন্ধিয়া মহারাজ কী জয়? তবে কি ভীমজি সিন্ধিয়ার সৈন্য নিয়ে দুর্গ নিম্নে উপনীত হয়েছেন? জয় চন্দাবতের জয়! কোথায় কেল্লাদার! এইবার এস—আমরা

শক্তাবতের শিরে লাফিয়ে পড়ি—ভিতরে চন্দাবৎ—বাইরে মারাঠা—যুগল বহ্নি প্রাচীরের আবেষ্টনে রুদ্ধ হয়ে শক্তাবতের সমগ্র শক্তি আজ ভস্মস্তূপে পরিণত হোক ! (দ্রুত প্রস্থান)

(কিছুক্ষণ নেপথ্যে যুদ্ধ কোলাহল—পরে ভীমজি, জীন ব্যাপটিষ্ট ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

ভীমজি । বন্ধু ব্যাপটিষ্ট—আজ তুমিই চিতোরের উদ্ধারকর্ত্তা !

জীন । কেনো যে আমি চিতোর উদ্ধার করলো—ওহি ত হাম সমঝালো না ! শক্তাবৎ ত হামারা দুষমণ্ নেহি আছে ! ছোঃ ! ছোঃ ! ছোঃ !—লড়াই দেখলো—ওর কামান ছোড়লো ? জীন ব্যাপটিষ্ট—তুম্ বেওকুফ আছে—বাবা—বেওকুফ আছে ! (নিজেব কাণ মলিল)

ভীম । আরে—তুমি বুঝতে পারছ না কেন ' সিন্ধিয়া মহারাজ তোমাকে বলেন নি যে শক্তাবতেরা জয়পুর রাজার স্বপক্ষতা করলেই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে ?

জীন । ও ত বোললো—সাচ্ বাৎ ! লেকেন জয়পুর রাজাকো স্বপক্ষতা—

ভীমজি । আমরা হচ্ছি জয়পুরের শত্রু—আমাদের শত্রুতা করার অর্থই হচ্ছে ত জয়পুরের স্বপক্ষতা—

জীন । ঠিক মগজমে আতা নেহি ! কুছ্ গল্‌তি হুয়া—মালুম হোতা ! জীন ব্যাপটিষ্ট—তোম্ বেওকুফ আছে বাবা বেওকুফ আছে— (নিজের নাক মলিল)

আচ্ছা—বহুৎ শক্তাবৎ মরলো—আঁ ?

ভীমজি। শক্তাবৎ বংশ প্রায় নির্ম্মূল করেছি!

জীন। বহুৎ আচ্ছা কাম কিয়েসো!—

(একটি ছিন্ন মুণ্ড হস্তে অর্জ্জুন সিংহের প্রবেশ)

জীন। ওঃ—মেরী মাদার! একঠো রেড ইণ্ডিয়ান দেখো ভীমজি সর্দ্দার—দুষমণকে শির লে আয়া খেল করনেকো ওয়াস্তে!

ভীমজি। এ কার ছিন্ন মুণ্ড—অর্জ্জুন সিংহ?

অর্জ্জুন। সুচেৎসিংহ—সুচেৎসিংহ—চন্দাবতের শ্রেষ্ঠ শত্রু সেই সুচেৎ সিংহ! নিজের হাতে আমি তার—হাঃ হাঃ হাঃ—এই যে বন্দী!—

ভীমজি। সংগ্রামসিংহকে কারাগার থেকে এখানে নিয়ে আস্‌ছে কেন—অর্জ্জুনসিংহ?

অর্জ্জুন। আমি আনতে বলেছিলাম! সংগ্রামসিংহকে তার গোষ্ঠী-পতির ছিন্ন মুণ্ড সর্ব্ব সমক্ষে উপহার দেব বলে!

(সংগ্রামসিংহকে লইয়া কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ)

এই যে সংগ্রামসিংহ—দেখ—চিনতে পার?

(ছিন্ন মুণ্ড সংগ্রামসিংহের অঙ্গে নিক্ষেপ)

সংগ্রাম। অ্যাঁ—এ কি?—

অর্জ্জুন। প্রতিহিংসা! চন্দাবতের প্রতিহিংসা! তোমায় উদ্ধার করতে এসে শক্তাবৎ বংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আজ—জীন ব্যাপটিষ্টের কামানের গোলায়! তোমায় উদ্ধার করতে এসে তোমার গোষ্ঠীপতি সুচেৎসিংহ আজ পশুর মত প্রাণ দিয়েছে

চন্দাবতের যূপকাষ্ঠে! এখনো শেষ হয়নি সংগ্রামসিংহ—অর্জ্জুনসিংহের পুত্রহত্যার প্রতিহিংসা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি! শক্তাবৎ কুলে বাতি দিতে কাউকে রাখবো না!

সংগ্রাম। একটা জিনিষ কেবল বুঝতে পারছি না—আমায় বাঁচিয়ে রাখবার হেতু কি তোমার? তোমার সেই তস্কর পুত্রকে হত্যা করেছিলাম আমি—অন্ততঃ তাই তোমার অভিযোগ! সে ক্ষেত্রে আমায় সর্ব্বাগ্রে হত্যা করাই তো তোমার কর্ত্তব্য!

অর্জ্জুন। না—তা হলে আর আনন্দ হল কি? তোমার পিতাকে হত্যা করেছি—পুত্রকে শিলাতলে বিচূর্ণ করেছি—পত্নী ভগ্নী আত্মীয়গণকে যমালয়ে প্রেরণ করেছি- অনুচর সৈনিক কাউকে জীবিত রাখিনি—এইবার তোমার দলপতি সুচেৎ সিংহ গেল—হাঃ হাঃ হাঃ—এর পর রাজস্থানে যে কেউ তোমার বান্ধব আছে, তোমার দুর্গতির কথা শ্রবণ করে একবিন্দু সমবেদনা প্রকাশ করবে যে, তাদের প্রত্যেককে খুঁজে ধৃত করে এনে এম্নি করে বলি দেব সংগ্রামসিংহ—এই চিতোরের বধ্যভূমে!—তারপর—তারপর যখন দেখব—তুমি নির্ব্বান্ধব, এই বিস্তৃত ধরা-বক্ষে একান্ত একাকী—তখন—তখন স্বহস্তে তোমার চক্ষু দুটি উৎপাটন করে ওই চিতোরের প্রাকার নিম্নে তোমায় ছেড়ে দিয়ে আসব—চন্দাবৎ-প্রতিহিংসার জীবন্ত সাক্ষী স্বরূপ! হাঃ হাঃ হাঃ--

ভীমজি। অর্জ্জুনসিংহ—তুমি উন্মাদ হতে বসেছ—প্রকৃতিস্থ হও! শক্তাবৎ বংশ শক্তিহীন হয়েছে—এইবার সংগ্রামসিংহকে

জল্লাদের করে অর্পণ করে—আমরা নিশ্চিন্ত হই এস ! সম্মুখে রাজনীতির জটিল সমস্যা—এখন ক্ষুদ্র সংগ্রামসিংহকে নিয়ে বিব্রত হয়ে থাকা আমাদের কর্ত্তব্য হবেনা !

জীন। জল্লাদ কাহে ভীমজি সর্দ্দার—জল্লাদ কাহে ? অর্জ্জুনসিং ভেইয়াকো মতলব ত বহুত বড়িয়া মতলব আছে ! দোনো আঁখ খতম কর দেও— ব্যস—ভিখ মাঙ্গবে লাঠি ঠক্‌ঠকায়কে চিত্তোরকে সড়কমে—বোল্‌বে—অন্ধাকো একঠো রোটী দে বাবা ! ভুখসে মর গৈল বাবা ! বহুৎ আচ্ছা—হাঃ হাঃ হাঃ—

ভীমজি। ব্যাপটিষ্ট !

অর্জ্জুন। জীন ব্যাপটিষ্ট ত রসিক পুরুষ ! (আনন্দে জীনের পিঠ চাপড়াইয়া দিল।)

জীন। দেও ভেইয়া দেও—হামকো হুকুম দেও—হাম আভি উসকো আঁখ উখাড় দেতা ! ফরাসী দেশমে জীন ব্যাপটিষ্ট বহুৎ কিসিম কসরৎ শিখলো—লেকেন—

ভীমজি। তোমরা তা হলে বন্দীকে নিয়েই আমোদ কর—আমি যাই —বহুৎ প্রয়োজনীয় কাজ পড়ে রয়েছে ! (প্রস্থান)

জীন। হুকুম দেও ওস্তাদ !

অর্জ্জুন। হাঃ হাঃ হাঃ—তোমার মত বন্ধুর অনুরোধ যখন—ধর—এই ছুরি নাও ! রক্ষী—বন্দীকে ভূতলে নিক্ষেপ কর।

(রক্ষীগণ সংগ্রামসিংহকে ভূতলে নিক্ষেপ করিল)

সংগ্রাম। একলিঙ্গ—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক !

জীন। (সংগ্রামের বক্ষস্থলে বসিয়া) হাতমে পায়েরমে জিঞ্জীর রহেগা —তব ও ছটফটায়েগা ক্যায়সে ? মজা হোবে কাঁহাসে ?

খোলো বাবা খোলো—হাম ত উসকা ছাতিপর বৈঠা হ্যায়—ও উঠেগা ক্যায়সে ?

অর্জ্জুন। দেখো জীন—হুঁসিয়ার !

জীন আরে হাঁ—হাঁ—হুঁসিয়ার হাম ঠিক আছে—তোম হুঁসিয়ার রহো !

(রক্ষীগণ বন্দীর শৃঙ্খল খুলিয়া দিল)

(জীন নিজের পিস্তল সংগ্রামের বক্ষের উপর ফেলিয়া দিয়া ডিগবাজী খাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী অর্জ্জুন সিংহের উপর গিয়া পড়িল—অর্জ্জুন পড়িয়া গেল ! সংগ্রাম উঠিয়া বসিল—রক্ষীগণ তাহাকে ধরিবার উপক্রম করিতেই সে জীনের পিস্তল লইয়া গুলি করিল—একজন রক্ষী আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল—অন্য সকলে পিছাইয়া গেল। সংগ্রাম সিংহ তাহাদের ভিতর ইতস্ততঃ গুলি-বৃষ্টি করিতে করিতে পলায়ন করিল !

অর্জ্জুন। কি ? কি ? কি ? ওঃ—জীন ! বিশ্বাসঘাতক !—

জীন। ওঃ—পালোয়ান আছে দুষমণ সংগ্রামসিং—বিলকুল Orlando Furioso ! কিস্ মাফিক কসরৎসে হামকো ফেক্ দেলো কুছ মালুম হোলো নেই !—ফরাসী দেশমে জীন ব্যাপটিষ্ট হরকিসিম কসরৎ শিখলো—লেকেন—ওঃ—হামারা ছওনলা পিস্তলটোভি লে গিয়া !—

অর্জ্জুন। উঃ- তুই আমায় হত্যা করেছিস বিশ্বাসঘাতক !

(ছুটিতে যাইয়া পড়িয়া গেল)

জীন। হত্যা নেই কিয়া বাবা ! হাতমে ছুরিঠো ছিলো—বিঁধিয়ে

গিয়েসে !—যাও বাবা ঘরমে যাও ! সংগ্রামসিংভাগ গিয়া বাবা—ভাগ গিয়া !

অর্জ্জুন । আমি তোর শির নেব ফরাসী দুষমণ !

জীন । হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—হোঃ হোঃ হোঃ – হাঃ হাঃ হাঃ—যাও বাবা ঘরমে যাও—বহুৎ লহু নিকালতা তোমারা পায়েরসে !—

অর্জ্জুন । ভেরীধ্বনি কর—ভেরীধ্বনি কর—এখনও বেশী দূর পালাতে পারে নি !

জীন । ভেরীসে কেয়া হোগা—হাম খোদ যাতা—উসকো পাকড়-নেকা ওয়াস্তে ! হো দুষমণ সংগ্রামসিং—হামারা ছওনলা পিস্তলঠো কাহে লে যাতা রে—হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ— (প্রস্থান)

অর্জ্জুন । বেইমান !—সৈনিক ! রক্ষী ! সর্দ্দার ! উঃ—

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদয়সাগরের তীর

(রঙ্গীবাঈ ও তৎপশ্চাৎ মনসুখদাসের দ্রুত প্রবেশ)

মনসুখ। রঙ্গি— ও রঙ্গিনী—ও ভাই রঙ্গিলে —

রঙ্গী। চোপরাও—

মনসুখ। চুপ হাম নেহি রহেগা—

রঙ্গী। নেহি রহেগা তব কেয়া করেগা ?

মন। হাম চিল্লায়গা—একদম একলিঙ্গ কি ষাঁড়কে মাফিক চিল্লায়গা ! (চীৎকার)

রঙ্গী। ওরে—ওরে—তোর পায়ে পড়ি—থাম্—এখুনি লোক জমে যাবে ! রাজবাড়ী থেকে সেপাই সান্ত্রী ছুটে আসবে—আমার মুখ দেখানো ভার হবে ! তুই থাম বাবু থাম !

মন। থামতে পারি—যদি আমি যা বলি তাই করিস্—

রঙ্গী। কি বলবি তুই আবার ?

মন। পহেলা দফা—তুই রাণীমাকে বলবি—তোর সঙ্গে আমার সাত পুরুষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে !

রঙ্গী। মিছে কথা ?

মন। মিছে কথা ! এই বুঝি তোর ভালবাসা ?

রঙ্গী। ভালবাসা আবার কি ? কে বলেছে তোকে যে আমি তোকে ভালবাসি !

মন। তুই বলেছিস্!

রঙ্গী। মিথ্যুক—আমি তোকে বলেছি যে—?

মন। মুখে না বলিস্ আকারে বলেছিস্—

রঙ্গী। উঃ রে আকার! সে আকারটাই বা কি রকম—শুনি দেখি একবার—

মন। আকার—প্রেয়সী—সে যে বহু প্রকার! মেয়ে মানুষের ভালবাসার আকার—তার কত ফিরিস্তি দেব! আচ্ছা—শোন—একদিন তোর বাপের কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় বসে আমি জনার ক্ষেতের শোয়ার তাড়াচ্ছি—তুমি এলে (সুরে) তুমি এলে—

রঙ্গী। আমি এলাম? বেশ ত! আমি এলাম—আমার বাপের দাওয়ায় আমি এলাম—তায় লোকসানটা কি হল?

মন। তোমার বাপের দাওয়ায় ত শুধু এলে না তুমি—আমার কলিজার ভেতর পর্য্যন্ত যে ম্যাড়মেড়িয়ে চলে এলে প্রাণ-প্রেয়সী! এলোচুল তোমার দুলছিল—উঃ—সে কি দোলন রে বাবা! ঘাঘরা তোমার উড়ছিল—উঃ—সে কি উড়ন রে বাবা! চক্ষু দুটি বুজে গিয়ে আবার পিট-পিট করে খুলছিল—উঃ—সে কি খোলন রে বাবা!

রঙ্গী। চুলও আমার—ঘাঘরাও আমার—চক্ষুও আমার! তারা দুলুক চাই না দুলুক—উড়ুক চাই না উড়ুক—খুলুক চাই না খুলুক—তোমার তায় কি?

মন। আমার কিছু নয়?

— গীত—

মন। তোমার এলোচুলের খোসবো যখন
নাকেতে মোর ঢুকলো—
যেন বুকের মাঝখানে (এইখানে) মোর
হাতুড়ি কে ঠুকল!
(তা কি জান তুমি)

রঙ্গী। ওসব দাওনা রেখে ধাষ্টামী!
ওতে কান দিই না আমি!

মন। কানাকানির মাঝখানেই কাণা মদন জুটল—
পিটিস্ পিটিস্ চোখের কোণে ফুলশর যে ছুটল!
(তা কি ভাব তুমি)

রঙ্গী। যার কথায় কথায় দুষ্টামী—
তারে প্রাণ দেই না আমি!

মন। প্রাণের কথা রঙ্গীন হয়ে রঙ্গীর পানে ছুটলো—
রঙ্গদার সে মধুর তরে ভোমরা বঁধু জুটলো!
(তা কি বোঝ তুমি)

রঙ্গী। ওরে আমার ভোমরা রে! আপাততঃ মধুপানের আশা ত্যাগ করে ভোমরা মশাই বাসায় ফিরে যান— কারণ রাণীমার এদিকে এখনি আসবার কথা আছে— ভোমরাকে দেখতে পেলে য্যায়সা ধোঁয়া লাগাবেন তিনি—

মন। রাণীমার এ রকম এক-চোখোমী কেন বলত রঙ্গী! নিজের মেয়েটীর ভোমরা জোটাবার জন্তে এদিকে নিজের গায়ের

গয়নাগুলো পর্য্যন্ত বেচে দিচ্ছেন—আর পরের মেয়েটার প্রাণটাও যে ভোমরার জন্যে আকুলি বিকুলি করে—এটা তিনি বুঝতে চান না কেন ?

রঙ্গী। ওই রাণী এসে পড়লেন বুঝি! দেখ—তুই যদি না যাস—তবে আমি এই দিই ছুট!

মন। ছুটিস নে—ছুটিস নে! ছুটতে গেলে আবার তোর চুল উড়বে—ঘাঘরা উড়বে—আর আমি ঘুরপাক খেয়ে তোর পায়ে আছড়ে পড়ব! তুই বরং ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়ে থাক—তাহলে যদি আমি পিছন পানে হাটতে হাটতে কোন গতিকে তোর ত্রিসীমার বাইরে যেতে পারি—(পিছনে হাটিতে হাটিতে আছাড় খাইল) (পড়িয়া)—ভোঁ—ও—ও ও—

রঙ্গী। আহা-হা-হা—কী দুর্গতি! (টানিয়া তুলিতে তুলিতে গান)

—গীত—

ভোমরা বঁধু খাবেন মধু—আগেই হল নেশা!
নয়ক ভাল যখন তখন আল্‌গা মেলামেশা!
ঠাণ্ডা হয়ে থাকনা—
কথাটা ছাই রাখনা—
নেওয়ার তরে আকুল তুমি—দেওয়াই আমার পেশা!

মন। ভোঁ—ও-ও-ও— (উভয়ের প্রস্থান)

(রাণী ও অজিতসিংহের প্রবেশ)

অজিত। পাঁচলক্ষ মহারাণী !

রাণী। মাত্র ? মেবারের রাজপরিবারের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত রত্নরাজি—তার মূল্য মাত্র পাঁচলক্ষ মুদ্রা ?

অজিত। তার ন্যায্য মূল্য বিশলক্ষও হয়ত হ'তে পারত—মহারাণী ! কিন্তু সে মূল্য দেবার মত ক্রেতা আজ মেবারে কই ? ভীলবারার ক্রোরপতি বণিকেরা সব মারাঠার অবিরাম নির্যাতনে উত্যক্ত হয়ে—কেউ আজমীর—কেউ আগ্রায়—পলায়ন করেছে ! অর্থ এ হতভাগ্য দেশে আছে কার ? তবে যদি বলেন—হাঁ—আজমীর পাঠিয়ে দিলে এর মূল্য—

রাণী। না—না—বিদেশে প্রেরণ করায় আশঙ্কা প্রচুর—

অজিত। আশঙ্কা ? আশঙ্কা আর এমন কি ? আমরা একদল সৈন্য সাথে দিয়ে যদি কোন বিশ্বাসী লোককে পাঠিয়ে দিই রত্নগুলি আজমীরের শেঠেদের কাছে—মারাঠীরা সংবাদ জানবার পূর্ব্বেই আমরা কাজ শেষ করে ফেলবো !

রাণী। মারাঠা ভিন্নও শত্রু আমাদের বহু আছে—মন্ত্রি—বহিঃশত্রু অন্তঃশত্রু দুই-ই ! কাউকেই বিশ্বাস করে এ গুরুতর কার্য্যের ভার দেওয়া চলেনা ! রত্নগুলি আপনি ঐ পাঁচলক্ষ মুদ্রায়ই বিক্রয় করুন ! বেশী লোভ করতে গিয়ে সর্ব্বস্ব হারাব না !

অজিত। পাঁচলক্ষ মুদ্রায় মেবারের রাজকন্যার বিবাহ হতে পারে না ! জয়পুরীরাই বা মনে করবে কি ?

রাণী। মনে করবে—স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি! (হাস্য) দরিদ্রকুল দুষ্কুল বই আর কি? আপনি যান—

(রাণীর অলক্ষ্যে বিরক্তি ও হতাশাজনক মুখভঙ্গী করিয়া অজিতসিংহের প্রস্থান)

(কৃষ্ণা ও রঙ্গীর প্রবেশ)

রাণী। বাঈজীবাঈকে নিয়ে এলিনে কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা। তিনি? তিনি ত প্রভাতেই অশ্বারোহণে কোথায় চলে গিয়েছেন।

রাণী। অদ্ভুত মেয়ে! ভাল করে আলাপ করবারও অবসর দিলে না এই দুই দিনেব ভেতর!

কৃষ্ণা। তুমি স্নান করবে না—মা? পূজার সময় যে পার হযে গেল!

রাণী। সময়ের জ্ঞান মেয়ের টন্‌টনে হয়ে উঠেছে এরি মধ্যে!

(হাসিয়া প্রস্থান)

রঙ্গী। রাণীমার কথাটা শুনলে সখি?

কৃষ্ণা। হ্যাঁ—শুনেছি বই কি—

রঙ্গী। বলি—শুনলেই ত হলনা! তার মানেটা বুঝেছ কি?

কৃষ্ণা। মানে না বুঝবার মত কথা ত মা কিছুই বলেন নি!

রঙ্গী। বটে! বেশ—তাহলে বলত সখি ঐ "এরি মধ্যে" শব্দ দুটীর মানে কি?

কৃষ্ণা। এরি মধ্যে!

রঙ্গী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঐ যে—"সময়ের জ্ঞান টন্‌টনে হয়ে উঠেছে এরি মধ্যে"! কিসের মধ্যে?

কৃষ্ণা। কিসের মধ্যে আবার ?

রঙ্গী। বোঝনি তাহলে বল ! আচ্ছা—আমি বলি ?

কৃষ্ণা। তোর ইচ্ছে হয়—বল ! সোজা কথার বাঁকা অর্থ করতে তোর জুড়ি ত নেই !

রঙ্গী। "এরি মধ্যে" মানে—এই সবে ত্রুদিন হল বিয়ের কথা হয়েছে —এরি মধ্যে !"—বিয়ে হলেই মেয়েরা গিন্নি হয়ে ওঠে কিনা ! সময়ের জ্ঞানই বল—আর অসময়ের জ্ঞানই বল—সব জ্ঞানের নাড়ীই তখন হয়ে ওঠে টনটনে !

কৃষ্ণা। মারব এক কিল !

রঙ্গী। মারনা ! কই—মারলেনা ? কই—মারলেনা ? আমি রাগ করবো কিন্তু !

কৃষ্ণা। মারিনি বলে রাগ করবি ! হিঃ হিঃ হিঃ—

রঙ্গী। রাগ করব না ? আর কদিন তোমার কিল খেতে পাব শুনি ?

কৃষ্ণা। তুই কাঁদছিস নাকি তা বলে—অ্যাঁ রঙ্গী ? ওমা—তোর চোখে যে সত্যিই জল এলো ! রঙ্গী—ও রঙ্গী—

রঙ্গী। আমায়ও নিয়ে যাবে সখি ? জয়পুরে ?

কৃষ্ণা। অ্যাঁ ? তা—তা—হবে নাই বা কেন ? এমন তো সখীরা সাথে যায় শুনেছি ! তা তুই মাকে বল না !

রঙ্গী। আমি এখুনি বলব !

কৃষ্ণা। ওরে—ওরে—শোন—হিঃ—হিঃ—হিঃ—

রঙ্গী। ও কি—তুমি হেসে গড়িয়ে পড়লে যে ! ঢং দেখনা !

কৃষ্ণা। তুই আমার সঙ্গে যাবি যে—তোর একাত্তরের এক নামে—সে একজনার কি হবে ?

রঙ্গী। যা খুসী তাই হ'কগে! হাতের সত্তর বাকী রইল ত! জয়পুরেই কোন ডুচাবটে বাঁদর না জুটবে!

কৃষ্ণা। না—না—ঠাট্টা রেখে দে! মনসুখকেও তা হলে নিয়ে যেতে হয়!

রঙ্গী। কখনো না! হতভাগা আমার হাড় কালী করে দিয়েছে!

কৃষ্ণা। এরি মধ্যে ? হিঃ হিঃ হিঃ—

রঙ্গী। হিঃ হিঃ হিঃ—'এরি মধ্যে' আবার কি ? আমার ত আর বিয়ের কথা কেউ কয়নি।

কৃষ্ণা। আর কেউ হয়ত কয়নি—কিন্তু তোরা নিজেরা নিজেরা ?

রঙ্গী। আমার সঙ্গে তার দেখাই হয়না! যে রাণীমার শাসন!

কৃষ্ণা। দেখা নাই হ'ল! আপন বলে জানিস ত ? তা হলেই হল!

রঙ্গী। তা হলেই হ'ল নাকি ? ওমা—তুমিতো ঢের শিখেছ 'এরি মধ্যে'—

কৃষ্ণা। তুই চুপ করবি কিনা ?

রঙ্গী। তোমার সেই অদেখা—আপন-বলে-জানা মানুষটী কি আর আমার এই বাঁদরটার একটা গতি করে দেবেন না ?

কৃষ্ণা। তা নিশ্চয়ই দেবেন! মনসুখের সঙ্গে তাঁর মিলবে ভাল—দুজনেই খুব আমুদে।

রঙ্গী। হুঁ—তাই নাকি!

কৃষ্ণা। আমুদে লোক না হলে চোখে এমন দুষ্ট হাসি থাকে কারো ?

(বক্ষবসন হইতে একটী ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বাহির করিয়া দেখাইল।)

রঙ্গী। হুঁ—ডুব দিয়ে দিয়ে জল খাওয়া! তুমি ত কমটী নও সখি! এ ছবিখানি জোটালে কেমন করে?

কৃষ্ণা। তুই দূর হ! তোকে ছবি দেখাতে বয়ে গেছে আমার! তোকে জয়পুরে নিয়ে যেতে বয়ে গেছে আমার! তোর মনসুখকে—

রঙ্গী। ঘাট হয়েছে সখি!—চোখ দুটো সত্যিই বড় সুন্দর!

কৃষ্ণা। সুন্দর আছে—আছে, না আছে—নেই—থাকলেও তোর কিছুনা—না থাকলেও তোর কিছু না!

রঙ্গী। আমার না হ'ক—তোমার ত! তা হলেই হল!

কৃষ্ণা। তা হলেই কি হ'ল? তোর হ'ল নাকি? হিঃ হিঃ হিঃ—

রঙ্গী। তুমি কি আর প্রাণ ধ'রে ভাগ দিতে পারবে?

(উভয়ের প্রস্থান)

(রাণা ও জয়পুরের পুরোহিতের প্রবেশ)

রাণা। আপনি এইখানেই একটু বিশ্রাম করুন ঠাকুর—আমি এ দুঃসংবাদ আগে রাণীকে জানিয়ে আসি!

পুরোহিত। আমার বলা বাহুল্য—তবু মহারাণাকে স্মরণ করিয়ে দিই—রাণীমাকে অযথা উদ্বিগ্ন হতে নিষেধ করবেন! তাঁর ভাবী জামাতা দুর্ব্বল ক্ষত্রিয় নন—যুদ্ধে তাঁর জয় নিশ্চিত! তবে শুভ কার্য্য আপাততঃ স্থগিত রাখতে হল—এই দুঃখ!

রাণা। দুঃখ বটে - তবে—জানেন ত পুরোহিত—ক্ষত্রিয় রমণীকে সর্ব্বদাই দুর্ভাগ্যের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়! তার জন্য ত

নয়—আমার শুদ্ধ, এই আক্ষেপ হচ্ছে যে বহিঃশত্রু আর অন্তঃশত্রু উভয়ে মিলে আমায় এমনি অবসন্ন করে ফেলেছে—জামাতার সাহায্যে একটী সৈনিক পাঠাবার সামর্থ্য আমার আপাততঃ আর নেই!

পুরোহিত। একলিঙ্গের দেওয়ান মহারাণার আশীর্ব্বাদই জয়পুরপতির পক্ষে অমূল্য সম্পদ! মেবারের বর্ত্তমান বিপন্ন অবস্থা জগৎসিংহের অবিদিত নেই! নিজের শত্রু দমিত হলেই তিনি যে জয়পুরের সমস্ত সৈন্য রাণার শত্রুনাশে নিয়োগ করবেন—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ!

রাণা। একলিঙ্গ তাঁকে দিগ্বিজয়ী করুন! আমি রাণীকে নিয়ে এখুনি আসছি ঠাকুর! (প্রস্থান)

পুরোহিত। শিবশম্ভু—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক—

(অজিতসিংহের প্রবেশ)

অজিত। পুরোহিত ঠাকুর! রাণা কই? এমন কি সংবাদ এসেছে জয়পুর থেকে, যার জন্য রাণা বিবাহের আয়োজন বন্ধ করবার আদেশ দিলেন?

পুরোহিত। রাণা অন্তঃপুরের দিকে গেলেন। জয়পুর হতে সংবাদ এসেছে যে জয়পুর আক্রমণ করেছে মীরখাঁ পাঠান!

অজিত। মীরখাঁ পাঠান? তার এত সাহস?

পুরোহিত। শিখণ্ডীও খুব সাহসী ছিল না! আমাদের দূত যা বললেন—তাতে ত বেশ অনুমান হয় যে মীরখাঁ শিখণ্ডীরই ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে জয়পুরে—এ যুদ্ধের অর্জ্জুন হচ্ছেন সিন্ধিয়া।

অজিত। বলেন কি? সিন্ধিয়ার সঙ্গে যে আপনাদের সন্ধি রয়েছে!

পুরোহিত। সন্ধি রয়েছে বলেই তো নিজে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করতে লজ্জাবোধ করছেন—শিখণ্ডীর পশ্চাতে করেছেন আত্মগোপন!

অজিত। বটে নাকি? আমি ঠাকুর বৃথাই মন্ত্রিত্ব করি! এ সব রাজনীতির জটিলতা সব সময়ে বুঝে উঠতে পারি না! কোষাগারটা ঘুরে আসি একবার—রাণা ততক্ষণ ফিরে আসুন অন্তঃপুর থেকে! (প্রস্থান)

পুরোহিত। রাণার বিলম্ব হচ্ছে! এ কি! দুটী বালিকা যে!

(কৃষ্ণকুমারী ও রঙ্গীর প্রবেশ)

রঙ্গী। প্রণাম করি প্রভু! (উভয়ের প্রণাম করণ)

পুরোহিত। কল্যাণ হোক মা! একি রাজকন্যা—মা! তুমি এখানে কেন?

রঙ্গী। আপনি জয়পুর ফিরে যাবেন ঠাকুর?

পুরোহিত। যেতেই হবে মা! আমি যে রাজার পুরোহিত, বিপদের মুহূর্ত্তে রাজার পার্শ্বেই আমার স্থান!

রঙ্গী। বিপদের মুহূর্ত্তে রাজার পার্শ্বে স্থান নেবার আরও একজন ছিল ঠাকুর! কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ লোকাচার অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে ব'লে সে স্থান নেবার প্রকাশ্য অধিকার তার এখনও জন্মায়নি! তবু—এই স্বর্ণ কঙ্কনটী আপনি নিয়ে যান পুরোহিত—মহারাজ জগৎসিংহকে দেবেন—আর বলবেন যে সুদূর উদয়পুরে বসে কায়মনপ্রাণে দেবতাকে আহ্বান করছে এক মেবারকুমারী—তাঁরি কল্যাণকামনায়!

পুরোহিত। বুঝেছি মা! মেবার কুমারীর স্বর্ণকঙ্কন জগৎসিংহের উষ্ণীষে আমি নিজের হাতে গেঁথে দেব! তাঁকে বলব—'দেবতার নির্ম্মাল্যের মতই পবিত্র— কুমারীহৃদয়ের এই প্রণয় নিদর্শন বহুমানে ধারণ কর বৎস! এর মঙ্গলস্পর্শে মৃত্যুঞ্জয় হয়ে উঠুক—তোমার অন্তরের বীরত্ব প্রেরণা! যাও মা—গৃহে যাও! পতি যখন যুদ্ধযাত্রী—সতীর স্থান তখন দেবতার চরণে! আর উদয়পুর বল—জয়পুর বল—দেবতা ত সর্ব্বত্রই সেই একই দেবতা মা!

(কৃষ্ণকুমারী ও রঙ্গী প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল—পুরোহিত অন্যদিকে প্রস্থান করিলেন।)

তৃতীয় দৃশ্য

আরাবল্লীর পাদদেশে একটী গ্রাম

[চারণীগণসহ চারণীবেশিনী বাঈজিবাঈর প্রবেশ]

—গীত—

জাগো বীর ! জাগো বীর !
উদয়গিরির কনক কিরণে তোল উন্নত শির।
শতবার করি নাশিয়াছ অরি,
নিজে মরিয়াছ শতবার —
জয়ে পরাজয়ে গরিমা সমান,
চির অম্লান যশোহার !
জাগো আজি জাগো—তন্দ্রা তেয়াগ'—
আহ্বান শোন জননীর !
জাগো বীর—অরি পুনঃ এল মার মন্দিরে,
দিতে এল শৃঙ্খল উপহার জননীরে,
"জাগো সন্তান"—শোন আহ্বান —
ধ্বনিছে অধীর সমীরণে,
বাজে রণভেরী—আর নহে দেরী—
মুক্ত কৃপাণে ধাও রণে—
মায়ের চরণে অলক্তরাগ, হউক রক্ত অরাতির !

(সকলের প্রস্থান)

(কতিপয় গ্রামবাসীর প্রবেশ)

১ম। চারণী? চারণীর গান? আজও কি মেবারে চারণচারণীর অস্তিত্ব আছে?

২য়। ছিল না ত জানতাম। কিন্তু চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে এই যে সম্মুখেই—

৩য়। চারণী? না ছদ্মবেশিনী দেবী? দেখছিস না মায়েদের দেহে কি জ্যোতি? মানুষের কি অমন হয়?

৪র্থ। চারণী থাকলেও থাকতে পারে—দেবদেবী আর নেই মেবারে! থাকলে কি দেশের এত দুর্গতি হয়?

২য়। দুর্গতি নয়? দুর্গতির চরম! মারাঠীরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে আসবার আগে অন্ততঃ কতকটা ফস্ল কেটে নিয়ে জঙ্গলে পালাতে পারলে বাঁচি!

৪র্থ। চিতোরে তারা পৌঁছেচে শুনছি! এটুকু পথ আসতে আর কতক্ষণ? এবারে বোধ হয় আর ফসল তুলতে পারা গেল না!—কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে শুকিয়েই মরতে হবে।

(বাঈজিবাঈর পুনঃপ্রবেশ)

—গীত—

জাগো বীর! জাগো বীর!
উদয়গিরির কনক কিরণে তোল উন্নত শির!
জাগো বীর! জাগো বীর!

১ম। এ গান তুমি কোথায় শিখলে মা? আজ কতদিন মেবারে এ গান কেউ গায়নি! আমার বাবার কাছে শুনেছি—চারণচারণীরা এমনি ধারা গান শুনিয়ে বেড়াতেন একদিন—গ্রাম থেকে গ্রামে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে—আর মেবারী রাজপুতের কটীবন্ধে তরোয়াল উঠত ঝনঝনিয়ে, শিরায় রক্ত ফুটত টগবগিয়ে—তার হুঙ্কার শুনে দেশের দুষমণ আরাবল্লীর ওপারে দাঁড়িয়ে ভয়ে মূর্চ্ছা যেত! আজ এ গান তুমি কাকে শোনাতে এলে মা? দেশে মানুষ নেই—কে তোমার গান শুনবে?

বাঈজি। গান গাইবার মানুষ যদি থাকে—কেউ না কেউ সে গান শুনবেই! আর এ গান তো সম্ভোগবিলাস লাস্যলীলার গান নয়—মেবারী রাজপুত! এ যে তোমার স্বদেশের অতীত কীর্ত্তির গান—তোমার পিতা ও পিতামহের শৌর্য্যগরিমার পুণ্যগাথা—তোমার মাতা ও মাতামহীর অগ্নিবরণের রোমাঞ্চকর ইতিহাস! এ গানের ভাষা যদিও তুমি আজ বিস্মৃত হয়ে থাক—রাগিণী ত তুমি ভুলবে না কোনদিন! সে যে উত্তরাধিকার-সূত্রে তোমার অস্থি মজ্জায় জড়িত! কাণ পেতে শোন—ঐ সন্‌সন্‌ করে মেবারের সমীরণ গাইছে রাণা প্রতাপের স্বেচ্ছাবৃত সন্ন্যাসের কাহিনী! কাণ পেতে শোন—আরাবল্লীর প্রতি উপত্যকায় শব্দায়মান গতজীব যোদ্ধগণের প্রেতায়িত অশ্বপদ-প্রতিধ্বনি! কাণ পেতে শোন—পঞ্চভূতের অদৃশ্য সত্ত্বা বিদীর্ণ করে উৎসারিত—পঞ্চভূতে বিলীন শিশোদিয়া দিক্‌পালগণের

অতীন্দ্রিয় আর্ত্তসংক্ষোভ! কাণ পেতে শোন—হে জীবন্ত জীবন্মৃত মেবারী! বক্ষ পঞ্জরের নিভৃত অন্তরালে অনুরণিত তোমার সযত্ন-লুকায়িত গোপন কামনার তৃষিত সঙ্গীত—মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি!

সকলে। মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি!

বাঈজি। মুক্তি! মুক্তি! মারাঠার লুণ্ঠন হতে মুক্তি, সামন্তের স্বেচ্ছাচার হ'তে মুক্তি, সংস্কারের নিগড় হতে মুক্তি! হে মেবারী—জাগ্রত হও—বিজয়ী হও—নিজের বাহুবলে—নিজের বুদ্ধিবলে—নিজের ধর্ম্মবলে!

১ম। আমরা কি কর্ব্ব? রাণা যে দুর্ব্বল!

বাঈজি। রাণা কে? তোমাদের প্রতিনিধি মাত্র! তোমরা দুর্ব্বল বলেই আজ রাণা দুর্ব্বল! শক্তির উৎস প্রজা, শক্তির প্রবাহ রাজশাসন! তোমরা রাজার বিশুষ্ক বাহুতে নবশক্তি সঞ্চারিত কর দেখি মেবারী রাজপুত—দেখবে মেবারের রাণা আবার রাজচক্রবর্ত্তী বলে শত্রু ও মিত্র কর্ত্তৃক সমভাবে সম্পূজিত!

১ম। চিরদিন আমরা সামন্তদের আজ্ঞা বহন করতে অভ্যস্ত! আজ তাঁরা—

বাঈজি। আজ তাঁরা দেশদ্রোহী! রাণাকে অবজ্ঞা করে, প্রজাকে বিস্মৃত হ'য়ে, তাঁরা আজ বৈদেশিকের কৃপা লাভে উদ্‌গ্রীব—স্বার্থসাধনের পঙ্কিল বাসনায়! এই অনাবশ্যক মধ্যবর্ত্তীদের বর্জ্জন কর তোমরা—নিপীড়িত মেবারী! কেন্দ্রীভূত কর মেবারের গণশক্তি—রাজার পতাকা নিয়ে! স্বার্থ-

সর্ব্বস্ব সামন্ত শাসিত হবে, আততায়ী মারাঠা হবে—নিষ্কাশিত! গাও ভ্রাতাভগ্নিগণ—মেবারের মহিমার গান, আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে—গগন পবন মুখরিত হ'য়ে উঠুক মাতৃমন্ত্রের উদাত্ত ঝঙ্কারে!

(গীত)

জাগো বীর! জাগো বীর!
উদয়গিরির কনক কিরণে তোল উন্নত শির!
শতবার করি নাশিয়াছ অরি,
নিজে মরিয়াছ শতবার—
জয়ে পরাজয়ে গরিমা সমান,
চির অম্লান যশোহার!
জাগো আজি জাগো—তন্দ্রা তেয়াগ'—
আহ্বান শোন জননীর!

(সকলের প্রস্থান)

(সংগ্রামসিংহের প্রবেশ)

সংগ্রাম। এ গান কে গায় আজ মৃত মেবারে? শিশোদীয়ার সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হয়েছে আজ বহুদিন—মহানিশার ঘনায়মান অন্ধকারে কে তোমরা আর্ত্ত বিলাপে পৃথিবী মুখরিত ক'রে তুলেছ? মেবার আজ মৃত, তার শবদেহের গলিত মাংস খণ্ডগুলি ছিঁড়ে উদর পূর্ত্তি করবার জন্য চারিদিকে তাণ্ডবে নৃত্য করে ফিরছে একদল ক্ষুধিত পিশাচ—সিন্ধিয়া, হোলকার, মীরখাঁ পাঠান—

(বাঈজিবাঈয়ের প্রবেশ)

বাঈজি। চন্দাবৎ—শক্তাবৎ—পুরাবৎ—

সংগ্রাম। শক্তাবৎ? না—না—শক্তাবৎ নয়! শক্তাবৎ মায়ের পূজা করতে জানে, শক্তাবৎ ভাইকে স্নেহালিঙ্গন দিতে জানে! শক্তাবৎ জানে মায়ের ভগ্ন মন্দিরকে বন্যশৃগালের অভ্যাগমন থেকে লগুড় হস্তে রক্ষা করতে! কিন্তু হতভাগ্য শক্তাবৎ আজ ভাগ্যচক্রের প্রতিকূল আবর্ত্তনে নিষ্পেষিত—শিবগড় বিচূর্ণ, ভিণ্ডীর বিপন্ন, গোষ্ঠীপতি নিহত! তুমি জান না—মহাবীর শক্ত যে দিন হলদীঘাটের যুদ্ধশেষে ভ্রাতৃ বিদ্বেষ বিসর্জ্জন দিয়ে রাণা প্রতাপকে আপন বলে আলিঙ্গন করেছিলেন—সেইদিন থেকে স্বার্থচিন্তাহীন হয়ে স্বদেশের সেবা ভিন্ন শক্তাবতের অন্য কামনা নাই!

বাঈজি। তবে বীর! স্বদেশের সেবাব্রত উপেক্ষা করে অসি আজ তোমার কোষবদ্ধ কেন? দস্যুর অশ্বপদতলে যখন মেবারের শস্যক্ষেত্র দলিত—তখন কি শক্তাবৎ অসির আলস্যের সময়? ভারে ভারে যখন মেবারের স্বর্ণ ভাণ্ডার মারাঠার কোষাগারে নীয়মান—তখন কি শক্তাবৎ যোদ্ধার নিদ্রার সময়? মেবারের কুলকামিনীর সতীধর্ম্ম যখন শত্রুর ষড়যন্ত্রে বিপন্ন—তখন কি শক্তাবৎ বীরধর্ম্মের ঔদাসীন্যের সময়?

সংগ্রাম। সতীধর্ম্ম?

বাঈজি। তুমি শোনো নাই শক্তাবৎ—রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর বিবাহে বাধা দেবার জন্য অসিজীবি পাঠান মীর খাঁ আক্রমণ করেছে—রাজকন্যার নির্ব্বাচিত পতি জগৎসিংহের জয়পুর রাজ্য?

সংগ্রাম। জগৎসিংহ বীর—তিনি স্বরাজ্য রক্ষায় সক্ষম!

বাঈজি। রাণা ভীমসিংহও বীর—কিন্তু তিনি স্বরাজ্য রক্ষায় অক্ষম! মীরখাঁ আক্রমণ করেছে জয়পুর—এইবার সিন্ধিয়া আক্রমণ ক'রবে মেবার!

সংগ্রাম। তোমায় এ কথা কে বলেছে চারণী?

বাঈজি। যেই বলুক—সিন্ধিয়ার সৈন্য চিতোর গড়ে প্রবেশ করেছে—এ কি তোমার অজ্ঞাত?

সংগ্রাম। না—না—অজ্ঞাত নয়!

বাঈজি। সিন্ধিয়া সবান্ধবে কল্য রজনীতে কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ উপলক্ষে উদয়পুরে নিমন্ত্রিত—এ সংবাদও তুমি জ্ঞাত আছ?

সংগ্রাম। না—আর বিবাহই যদি বন্ধ হ'য়ে থাকে—

বাঈজি। বিবাহে নিমন্ত্রিতগণ উৎসব করতে আসবেই! তবে এ পান ভোজনের উৎসব নয়! আমি মারাঠার শাঠ্যের ক্রিয়া কখনো কখনো চাক্ষুষ দেখেছি—উদয়পুরে বিবাহ-উৎসবের স্থান নেবে কল্য পূর্ণিমা নিশীথে—এক হত্যার উৎসব!

সংগ্রাম। না—না—না—

বাঈজি। না? কে দেবে বাধা? কে দাঁড়াবে নিঃসহায় রাণার পার্শ্বে অসিকরে তাঁর শত্রু নাশের জন্য? কেউ নাই—মুষ্টিমেয় সৈন্ধবী সৈন্য শুধু রাণার আজ্ঞাধীন—তারা অর্থের জন্য রক্ত দিতে এসেছে। অম্বজী যদি স্বর্ণমুষ্টি ছড়িয়ে দেয় তাদের সমুখে—তারা রাণাকে ত্যাগ করতে মুহূর্ত্তমাত্র দ্বিধা করবে না!

সংগ্রাম। আমি—আমি যে ব্রত গ্রহণ করেছি চারণী! আমার পিতার রক্ত—পুত্রের রক্ত—গোষ্ঠীপতির রক্ত যে আর্ত্তনাদ করে ফিরছে প্রতিহিংসার জন্য!

বাঈজি। প্রতিহিংসা?

সংগ্রাম। হাঁ—প্রতিহিংসা! দিবসে, নিশীথে—আমার নিয়ত-জাগরূক নয়নের সম্মুখে নৃত্য করছে—প্রতিহিংসার খড়্গ! চন্দাবৎ ধ্বংস না করে ত আমি কার্য্যান্তরে ব্রতী হ'তে পারব না!

বাঈজি। রাণা সবংশে মারাঠা খড়্গে যদি নিহত হন—তবুও নয়?

সংগ্রাম। (সগর্জ্জনে) রাণা সবংশে নিহত? মারাঠার সাধ্য কি? (পরক্ষণেই ভগ্নস্বরে) যদি তাই হয়—তবু আমি পারব না রাণার সাহায্যে গমন করতে—চন্দাবৎ বংশ ধ্বংস না ক'রে!

বাঈজি। যদি মেবার চিরতরে দাসভূমে পরিণত হয়—তবুও নয়?

সংগ্রাম। (শিহরিয়া) মেবার চিরতরে—(আর্ত্তনাদ করিয়া) তবু না—তবু আমি পারব না মেবারের উদ্ধারে গমন করতে—চন্দাবৎ বংশ ধ্বংস না করে!

বাঈজি। যদি বাগ্‌দত্তা কৃষ্ণকুমারী সবলে অন্য পতির করে সমর্পিতা হয়—তবুও নয়?

সংগ্রাম। বাগ্‌দত্তা কৃষ্ণকুমারী—চারণী! চারণী! তুমি শক্তাবৎকে ব্রতচ্যুত—ধর্ম্মভ্রষ্ট করলে! থাক্ প্রতিহিংসা! নিহত শক্তাবৎ গোষ্ঠীর রক্ত সংগ্রামসিংহকে যত ইচ্ছা অভিসম্পাত

করুক! সে যাবে—সে যাবে! আজ উদয়পুরের দুর্গদ্বারে তার খড়্গ অরাতির চোখ ধাঁধিয়ে নৃত্য করবে—মৃত্যু-রূপিণী বিদ্যুল্লতার মত! (প্রস্থান)

বাঈজি। সারা দেহ অসাড়, অনড়, হিম—কিন্তু হৃৎপিণ্ডে একটু ক্ষীণ স্পন্দন এখনো বুঝি আছে—মেবার বুঝি এখনো মরেনি!

চতুর্থ দৃশ্য

উদয়পুর রাজসভা

রাণা, অজিতসিংহ, অম্বজি, ভীমজি, ফতেচাঁদ ইত্যাদি।

অম্বজি। আমরা রাজকুমারীর শুভবিবাহে যোগদান করে আনন্দ করবার জন্য এলাম—এদিকে শুভকার্য্য আচম্বিতে বন্ধ হ'য়ে গেল—এ দুঃখ রাখবার আর স্থান নেই!

অজিত। শুভকার্য্য যে আপাততঃ স্থগিত হয়েছে—তা জানাবার জন্য সমস্ত সম্ভ্রান্ত নিমন্ত্রিতদের কাছে অশ্বারোহী দূত প্রেরণ করেছি আমরা! আপনারা সিন্ধিয়া শিবির ত্যাগ করবার পূর্ব্বে কেন যে সে দূত সেখানে পৌঁছুতে পারলে না—সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না ত!

অম্বজি। দূত উপযুক্ত সময়েই পৌঁছেছে নিশ্চয়! অপরাধ তার নয়! অপরাধ আমাদের—কারণ আমরা উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বেই সিন্ধিয়াশিবির হ'তে চিতোরে চলে এসেছি—বন্ধু ভীমজির গৃহে দু'চারদিন আতিথ্য গ্রহণ করব ব'লে! দূত হয়ত যখন সীমান্ত পথে—আমরা তখন মহারাণার পূর্ব্বপুরুষদের অমর কীর্ত্তিসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করে বিচরণ করছি—মহা আনন্দে!

অজিত। যাক্, বিবাহ বন্ধ হয়েছে—হোক! আপনাদের মত মহান অতিথি লাভ করে আমাদের আনন্দের অবধি নেই!

অম্বজি। মহারাণার অপার কৃপা আমাদের উপর! কিন্তু আমরা বলছিলাম কি—অবশ্য আমাদের মত নিঃসম্পর্কীয় লোকের পক্ষে এ রকম অনধিকার চর্চ্চা ক'রতে যাওয়া সত্যই বড় সঙ্কোচের কথা—যদি রাণা অনুমতি করেন তবেই কথাটা বলতে সাহসী হই!

রাণা। যা বক্তব্য আছে—বলুন অম্বজি!

অম্বজি। আমরা বলছিলাম—বলছিলাম কি জানেন—শুভকার্য্য বন্ধ হওয়া বড়ই অমঙ্গলের চিহ্ন! জয়পুরপতি যখন মীর খাঁ কর্ত্তৃক আক্রান্ত—মীরখাঁর মত শত্রু মেলে অনেক দুর্ভাগ্যের ফলে—এ আর না জানে কে?

রাণা। বলুন!

অম্বজি। মীরখাঁ যখন জয়পুরপতিকে আক্রমণ করেছে—তখন সহজে বা শীঘ্র যে তিনি তার হাত থেকে অব্যাহতি পাবেন—এ আশা করা বাতুলতা! বলতে নেই—কিন্তু অদৃষ্ট যদি বিরূপ হয়—তবে যুদ্ধে জগৎসিংহ সিংহাসনচ্যুত বা বন্দী বা—

রাণা। বা নিহত হ'তে পারেন—কেমন?

অম্বজি। পারেন বই কি—এ ক্ষেত্রে—

রাণা। এ ক্ষেত্রে—

অম্বজি। অদ্যকার শুভবিবাহ লগ্ন অনর্থক অতীত হ'তে না দিয়ে রাণা যদি অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির করে কন্যাদান করেন—

রাণা। উপযুক্ত ব্যক্তিটী কি আপনি নিজে—না আপনার বন্ধু ভীমজি?

অশ্বজি। আমি না—আমি না!—রাণার কথায় লজ্জায় আমার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তিম হয়ে উঠেছে—দেখুন অজিতসিংহ! এমন কথা স্বপ্নেও আমি বা আমার বন্ধু ভীমজি কেউ কখনো ভাবিনি। আমরা ভেবেছিলাম—মেবার সীমান্তে এখন মারোয়ারপতি মহারাজ মানসিংহ যখন শিবির সন্নিবেশ করে অবস্থান করছেন—

রাণা। করছেন নাকি—অজিতসিংহ?

অজিত। মারোয়ারপতি মানসিংহ—মেবার সীমান্তে? কই—সীমান্ত-রক্ষকদের কাছ থেকে কোন সংবাদ ত আসে নি?

অশ্বজি। সীমান্ত রক্ষক? অধস্তন কর্ম্মচারীদের দায়িত্ব জ্ঞান যে কিরূপ—তা আপনিও জানেন অজিতসিংহ—আমিও জানি! ওরাই ত শাসনযন্ত্রকে ক'রে তোলে অচল—রাজা ও রাজ-মন্ত্রীদের জীবন করে তোলে দুর্ব্বহ। মানসিংহ যে মেবার সীমান্তে—এ কথা অতি সত্য—আমরা চিতোরগড় থেকে বেরিয়েই মারাঠা চরদের মুখে এ সংবাদ শুনেছি।

রাণা। ওঃ—শুনেছেন?

অশ্বজি। তাই বলছিলাম—দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূত প্রেরণ করলে যখন রাত্রিমধ্যেই মানসিংহকে উদয়পুরে আনয়ন করা সম্ভব—তখন তাঁর সঙ্গে মেবার-রাজকন্যার বিবাহ হ'লে ক্ষতি কি হয়? মানসিংহ সর্ব্বাংশে যোগ্য পাত্র!

ভীমজি। মানসিংহ প্রথিতকীর্ত্তি রাঠোর কুলের মহিমান্বিত অধীশ্বর—

অশ্বজি। মানসিংহ বীর—উদার—

ভীমজি। মানসিংহ অর্থবান ও সুপুরুষ—

অশ্বজি। যা বলছিলাম – সর্ব্বাংশে যোগ্য পাত্র!

ভীমজি। অজিতসিংহ—তুমি কি বল?

রাণা। অজিতসিংহকে কিছু বলতে হবে না—যা ব'লবার—তা আমি ব'লছি! মানসিংহ যে সর্ব্বাংশে কৃষ্ণার স্বামী হবার যোগ্য পাত্র - তা আপনাদের চেয়ে আমার ভালরূপই জানা আছে!

অশ্বজি। মেবারের মহারাণা জানবেন না—এমন বস্তু আবার কি আছে রাজস্থানে?

রাণা। তবু মানসিংহের সঙ্গে কৃষ্ণার বিবাহ হ'তে পারে না—আজ বা ভবিষ্যতে! (নেপথ্যে নাগরা বাদ্য) নাগরা বাজে কেন—দেখ ত ফতেচাঁদ! (ফতেচাঁদের প্রস্থান) মানসিংহের সঙ্গে কৃষ্ণার বিবাহ হ'তে পারে না—তার দুটী কারণ! গৌণ কারণটাই প্রথমে বলি—মেবারেশ্বর কোন দিন উপযাচক হয়ে কারো কাছে কন্যা বা পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থিত করেন না!

অশ্বজি। এই যদি একমাত্র কারণ হ'ত—তবে সহজেই—

(ফতেচাঁদ মারোয়ার দূতকে লইয়া প্রবেশ করিল)

রাণা। নারিকেল হস্তে এ কে ফতেচাঁদ?

ফতে। মারোয়ারপতি মানসিংহের দূত—মহারাণা!

রাণা। মানসিংহের দূত! ভগবান একলিঙ্গ! (স্তম্ভিতবৎ নীরব)

অশ্বজি। যা বলছিলাম—অন্য যদি কোন প্রবল আপত্তি না থাকে—তবে ঐ যে সমস্যা—রাণার পক্ষ থেকে প্রথম বিবাহের

প্রস্তাব যাওয়া রীতিবিরুদ্ধ—সে সমস্যার সমাধান অতি সহজেই হ'তে পারে! কি বল ভীমজি?

ভীমজি। মারোয়ার দূতের বক্তব্য কি—আগে শোনা যাক্!

অজিত। মারোয়ার দূতকে মহারাণার পক্ষ থেকে আমরা সসম্ভ্রমে উদয়পুরে আহ্বান করছি, আসন গ্রহণ করে আপনার দৌত্যের মর্ম্ম নিবেদন করুন!

মারোঃ দূত। এই মাঙ্গলিক নারিকেল সহ অর্ঘ্যপাত্র রাণার সিংহাসনের পাদপীঠে স্থাপন করে আমি নিবেদন করছি যে আমার প্রভু মহান রাঠোরেশ্বর মানসিংহ মেবারপদ্মিনী কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণের প্রার্থনা নিয়ে মহারাণার শরণাগত! তিনি অধুনা রাজকার্য্য উপলক্ষে মেবার ও মারোয়ারের সীমান্ত প্রদেশে শিবির সন্নিবেশ করে অবস্থান করছেন! রাণা যদি তাঁর প্রস্তাব অনুকম্পা সহকারে গ্রহণ করেন—তবে যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহ কার্য্য সমাধা করে তিনি রাণার অনুমতি নিয়ে স্বরাজ্যে প্রতিগমন করতে ইচ্ছুক—কারণ—

অম্বজি। কারণ চারিদিকেই যে রকম যুদ্ধ বিগ্রহের উৎপাত—আজকাল রাজধানী থেকে বেশীদিন দূরে থাকা কোন রাজারই উচিত নয়! মারোয়ারপতি যে এ রকম দুর্দ্দিনেও বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে সীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে এসেছেন—তার হেতু—

ভীমজি। মহারাণার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য তাঁর প্রবল আগ্রহ জন্মেছে—এ ছাড়া তার আর হেতু কি হ'তে পারে?

মারোঃ দূত। (উপবেশন করিয়া) আমি মহারাণার আদেশের অপেক্ষা

করছি! মহারাজ রাঠোরপতির যেরূপ আগ্রহ—তাতে (হাসিয়া) যদি আজ রাত্রেও কোন বিবাহলগ্ন থাকে—তবে মহারাণার মত হলে তিনি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

অমজি। আজ রাত্রেও কোন গতিকে উদয়পুরে পৌঁছে যেতে পারবেন—হাঃ হাঃ হাঃ—প্রেম মানুষকে বায়ুর গতি প্রদান করে! (জিভ কাটিয়া) মহারাণার সম্মুখে বাচালতা প্রকাশ সত্যই আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ! তবে অতিরিক্ত আনন্দে—মহারাণা বুঝতেই পারছেন;

রাণা। বুঝতে আমি অনেক কিছুই পেরেছি মারাঠী চাণক্য! মারোয়ার দূতকে যথাযোগ্য উপহার ও আতিথ্য প্রদান করে সসম্মানে বিদায় দাও অজিতসিংহ।

মারোঃ দূত। বিদায়—মহারাণা?

রাণা। মারোয়ারপতি যে মাঙ্গলিক নারিকেল প্রেরণ করেছেন আমার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করে—এতে আমি মহৎ সম্মান বোধ করছি! কিন্তু দৈব প্রতিকূল মারোয়ার দূত—মেবারে মারোয়ারে এ সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব নয়।

মারোঃ দূত। আপনি মারোয়ারপতিকে প্রত্যাখ্যান করবেন? এ যে কত বড় অপমান রাজপুতের পক্ষে—তা অবশ্য মেবারেশ্বরের অজ্ঞাত নয়!

অমজি। মারোয়ারপতির এ অপমানে মহারাজ সিন্ধিয়াও অতিমাত্র দুঃখিত হবেন! কারণ দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও রাঠোর মানসিংহ—

ভীমজি। অভিন্ন হৃদয় বন্ধু!

অম্বজি। ঠিক যেন দ্বাপরের কৃষ্ণার্জ্জুন!

রাণা। প্রত্যাখ্যানের কারণ শুনলে রাঠোরপতি আমায় নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। আপনাকেও একটু পূর্ব্বে আমি সেই কারণই বলতে যাচ্ছিলাম অম্বজি! কৃষ্ণার সঙ্গে যে মানসিংহের বিবাহ হ'তে পারে না—তার মুখ্য কারণ এই যে কৃষ্ণা অন্যপূর্ব্বা—বাগ্‌দত্তা—জয়পুরপতি জগৎসিংহের সঙ্গে তার বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণটুকুই কেবল বাকী আছে—তা ভিন্ন আনুসঙ্গিক লৌকিক আচার অনুষ্ঠান সবই যথাকালে যথারীতি সুসম্পন্ন হয়েছে—উভয় পক্ষেই! অদ্য রজনীতেই জগৎসিংহের সঙ্গে কৃষ্ণার বিবাহ হতে পারত—যদি না—

মারোঃ দূত। প্রভু রাঠোরপতির প্রস্তাবের অনুকূলে আমার যা বক্তব্য তা নিবেদন করতে গিয়ে যদি আমি রাজগুরু মেবারেশ্বরের সম্মুখে অপ্রিয় বাক্য উচ্চারণ করতে বাধ্য হই—আশা করি—মেবারেশ্বর তা ক্ষমা ক'রবেন! বিবেচনা করে দেখুন মহারাণা—মহারাজ জগৎসিংহ যদি মীরখাঁর সঙ্গে যুদ্ধে নিহতই হন—

রাণা। কৃষ্ণা বিধবা হবে—দ্বিচারিণী হবে না!

মারোঃ দূত। বিধবা! মহারাণা কন্যার প্রতি অকারণে নিষ্ঠুর হচ্ছেন! বিবাহ যখন হয়নি—তখন একটা বাগ্‌দানের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে কন্যাকে আজীবন তুষানল সহ্য করতে বাধ্য করা—

রাণা। না—ততটা নয়! আজীবন তুষানল বিধবা রাজপুতানীরা

বড় একটা বরণ করে না—তারা বরণ করে চিতানলে সহমরণ!

অম্বজি—ভীমজি—মারোঃ দূত। সহমরণ!

রাণা। রাজপুতের দেশে বিধবার পক্ষে সেইটেই লোকাচার! বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন মারোয়ার দূত! তোমার প্রভুর প্রার্থনা পূরণের কোন উপায় থাকলে আমি কখনই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতাম না!

মারোঃ দূত। এ প্রত্যাখ্যানের ফল যে শুভকর হবে না তা অবশ্য রাণা বুঝতে পারছেন—মানসিংহ একক আসেন নি মেবার সীমান্তে!

অজিত। আর কেন দূত? আপনার কর্ত্তব্য ত সম্পাদন করেছেন!

রাণা। মানসিংহ একক এলেও পারতেন—কারণ তাঁর হয়ে যুদ্ধ করবার লোক এই মুহূর্ত্তে আমার এই সভায়ই বিদ্যমান।

অম্বজি। রাণা কি আমাদের উপর কটাক্ষ করছেন?

ভীমজি। কটাক্ষ বল কি অম্বজি? রীতিমত অপমান!

অজিত। অম্বজি! ভীমজি! এ সব কি রকম কথা?

মারোঃ দূত। এই মাঙ্গলিক নারিকেল আমি মারোয়ার পতির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাব না! রাণার যদি ইচ্ছা হয়, তবে পদাঘাতে তাকে অপসৃত করুন!

রাণা। পদাঘাত করব না—তবে অপসৃত করব! ফতেচাঁদ! কোন দরিদ্রকে বিতরণ করে দাও সরস সুখাদ্য নারিকেলটী! সে আনন্দে আশীর্ব্বাদ করবে মহারাজ মানসিংহকে!

মারোঃ দূত। মেবারের দরিদ্রতম ব্যক্তি যে আজ মহারাণা স্বয়ং—সেটা

মহারাণা ভুললেও আমরা কেউ ভুলিনি! মহারাণার আশীর্ব্বাদ নেবার জন্য কালই মহারাজ মানসিংহ সসৈন্যে উদয়পুর যাত্রা করবেন। (প্রস্থান)

ফতেচাঁদ। আদেশ করুন মহারাণা—দূতের ধৃষ্টতার শাস্তি প্রদান করি।

রাণা। না ফতেচাঁদ—ক্ষুদ্রের ধৃষ্টতা উপেক্ষার বস্তু!

অম্বজি। ভীমজি! আমার প্রভু মহারাজ সিন্ধিয়ার প্রিয়তম বন্ধু মানসিংহের এই অপমান—এ কি আমাকে নীরবে সহ্য করতে বল তুমি?

ভীমজি। আমি কি বলব? মহারাণা আমাকে যদিও বিনা দোষে পরিত্যাগ করেছেন—তবুও আমি চিরদিনই মহারাণার ভক্ত প্রজা! যে উদয়পুর রাজসভায় আমার বংশানুক্রমিক আসন চিরনির্দ্দিষ্ট হ'য়ে আছে—ঐ রাজসিংহাসনের অব্যবহিত দক্ষিণে—সেখানে আমি আজ অনাদরে উপবিষ্ট বৈদেশিক অতিথিদের পশ্চাতে—অবাঞ্ছিত অভ্যাগতের মত! আমি আর কি বলব বন্ধু? আমার প্রভু ঐ মেবারেশ্বর মহারাণা—তাঁর এই মতিভ্রংশ দেখে আমি অশ্রু সম্বরণ করতে পারছি না অম্বজি! রাজার পাপে রাজ্য যায়! মেবার যদি আজ রাত্রে ধ্বংস হয়—তবে—আমি আর কি বলব? (প্রস্থান)

রাণা। ফতেচাঁদ! (ইঙ্গিত ও ফতেচাঁদের বহির্গমন) অম্বজি কি বন্ধু মানসিংহের আগমন প্রতীক্ষা করবেন—না—এখুনি উদয়পুর আক্রমণ করবেন?

অম্বজি। আমি কিছুই ক'রব না! আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে

এসেছি—যুদ্ধ করতে আসিনি! আর যুদ্ধ আমার ব্যবসা নয়—আমি মন্ত্রী! যুদ্ধ যদি করতে হয়—জীন ব্যাপটিষ্ট করবে!　　(প্রস্থান)

রাণা। ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হও অজিত সিংহ!

অজিত। ভগবান কি নেই রাণা?

রাণা। থাকবেন না কেন? শুধু রূপান্তর গ্রহণ করেছেন! এতদিন দেখে এসেছ তাঁর শিবমূর্ত্তি—আজ রুদ্রমূর্ত্তি দেখ! ফতেচাঁদের অধীনে সৈন্ধবী সৈন্য আছে কত?

অজিত। দুই সহস্র!

রাণা। দুর্গদ্বার বন্ধ করা না-করা সমান! জীন ব্যাপটিষ্টের কামানের গোলায় অচিরে দুর্গ-প্রাচীর ধ্বসে পড়বে! তবু—রুদ্ধ কর দুর্গদ্বার! অন্ততঃ পুরাঙ্গনাদের জহরব্রত অনুষ্ঠানের সময়টা ত দিতে হবে! যাও অজিত! বিলম্ব করছ কেন? দুর্গদ্বার রুদ্ধ কর—মহারাণীকে জহরের অগ্নি জ্বালতে বল! রাজপুত যারা আছে উদয়পুরে—তাদের তরবারি-করে মৃত্যুমুখে ঝাঁপ দিতে আহ্বান কর। যাও—যাও—

(অজিতসিংহের দ্রুত প্রস্থান)

(ফতেচাঁদের দ্রুত প্রবেশ)

ফতে। সৈন্ধবীরা যুদ্ধ করবে না রাণা!

রাণা। ওঃ—

ফতে। ভীমজি তাদের অর্থ দিয়ে বশীভূত করেছে—

রাণা। যাক্—অকারণ রক্তপাত যত কম হয়—ততই ভাল!

রাজপুত কয়েকজনও যদি কোন কারণে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়—

ফতে। তা কি তারা হতে পারে ?

রাণা। তা বটে—রাজপুত সবাই ভীমজি নয়—তারা হয়ত মূর্খের মত যুদ্ধই করবে! করে যদি—বীর তারা—বীর ধর্ম্ম পালন করতে চায় যদি—তাদের রাণা তাদের নিষেধ করবে না।

(নেপথ্যে—জয় মহারাণার জয়—জয় মেবারের জয়)

রাণা। সত্যই তারা যুদ্ধ করবে! আমিও যুদ্ধ ক'রব! যুদ্ধ ক'রে মরতে পাওয়া রাজপুতের কামনার বস্তু! যুদ্ধ—যুদ্ধ! (নেপথ্যে কামান গর্জ্জন) ঐ কামান গর্জ্জে উঠল! দেখ ত ফতেচাঁদ—এই বাতায়ন পথে দেখ ত—অন্তঃপুরের দিকে কোথাও চিতাগ্নির রক্তিমা দেখতে পাও কিনা ?

ফতে। (দেখিয়া) না—এখনও আকাশ লাল হয়ে ওঠেনি রাণা!

রাণা। উঠবে—এখনি উঠবে! (নেপথ্যে কামান গর্জ্জন) ভগ্ন প্রাচীরের রন্ধ্রে মারাঠা দস্যু প্রবেশ করবার পূর্ব্বেই পুরাঙ্গনাগণ অগ্নি প্রবেশ করে মর্য্যাদা রক্ষা করবে!

(নেপথ্যে—জয় মহারাণার জয়! জয় রুদ্ররূপী একলিঙ্গের জয়!)

রাণা। জয় মেবারের জয়! জয় রুদ্ররূপী একলিঙ্গের জয়। এস ফতেচাঁদ—যুদ্ধ করব!

(বাঈজিবাঈয়ের প্রবেশ)

বাঈজি। আসুন মহারাণা—যুদ্ধ করবেন আসুন! বিশ্বাসঘাতক মারাঠার মস্তকে রাজপুতের প্রতিহিংসা বজ্রাগ্নির তেজে নিক্ষেপ করবেন আসুন! সহস্র রাজপুত ধেয়ে এসেছে—

মেবারের শত্রুনাশের জন্য আজ রাণার পতাকা নিয়ে! দুর্গপ্রাচীর চূর্ণ করবার পূর্ব্বেই ব্যাপটিষ্ট আজ মেবারীর আক্রমণে পরাজিত, বিধ্বস্ত, ধরাশায়ী হবে!

নেপথ্যে। জয় মহারাণার জয়! জয় মেবারের জয়!

রাণা। জয় মেবারের জয়! ঐ শত দুন্দুভিনাদের চেয়ে সুগম্ভীর মেবারের জয়ধ্বনি—ওকি হলদিঘাটের প্রতিধ্বনি বাঈজিবাঈ? ঐ শত বিদ্যুতের চেয়ে ভাস্বর প্রলয়াগ্নি তোমার নয়নে—ওকি রণচণ্ডীর খড়্গের ঝলক—বাঈজিবাঈ? ঐ মহামেঘের চেয়ে ঘনকৃষ্ণ তোমার এলায়িত কুন্তলজাল—ওকি বিশ্বধ্বংসের মুহূর্ত্তে প্রলয়ঝঞ্ঝাশিরে উড্ডীন শমনের জয়পতাকা বাঈজিবাঈ? মা! মা! মারাঠার ঘরণী তুমি—মারাঠার ধ্বংসের জন্য তোমার এ রণোদ্যম—এ যে প্রকৃতির বিপ্লবসূচনা!

বাঈজি। মারাঠার ঘরণী আমি, কিন্তু মেবার আমার জন্মভূমি! মারাঠার ঘরণী আমি—সে শুধু আমার জীবনে নিয়তির একটা নিষ্ঠুর পরিহাস! সে পরিহাস একদিন যে বিপ্লবের সূচনা করেছিল রাজপুত কন্যার জীবনে—তার অবসান হবে আজ রাজপুত মর্য্যাদা রক্ষায় অস্ত্রধারণে! আসুন রাণা—

(সকলের প্রস্থান)

(অন্যদিক হইতে দ্রুত অজিতসিংহের প্রবেশ)

অজিত। রাণা! রাণা! যাঃ—তিনি চলে গেছেন! (গৃহপ্রাচীরে একটী গুপ্তদ্বার খুলিয়া গেল—দ্বারপথে ভীমজিকে দেখা গেল।) একি! ভীমজি! তুমি এই গুপ্তপথে?

(ভীমজি ওষ্ঠে অঙ্গুলি তুলিয়া ইঙ্গিতে অজিতসিংহকে নীরব থাকিতে বলিলেন—পরে অগ্রসর হইয়া আসিলেন।)

ভীমজি। জহরের অগ্নি জ্বলেছে?

অজিত। না—কিন্তু কেন? সে কথা কেন? তুমি—

ভীমজি। নির্বোধের ন্যায় আচরণ কোরোনা! সিন্ধিয়ার দরবারে তোমার জন্য বিশিষ্ট আসন নির্দ্দিষ্ট রয়েছে! নিজের পায়ে নিজে কুঠার মেরোনা! মেবার ত ডুবেছে!

অজিত। তুমি—তুমি—

ভীমজি। কৃষ্ণকুমারীকে চাই! মানসিংহের সঙ্গে তার বিবাহ দিতেই হবে!

অজিত। জহরের চিতা জ্বলেছে!

ভীমজি। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী এখনো চিতা প্রবেশ করেনি ত? পথ দেখিয়ে দাও—রাজ্যখণ্ড পুরস্কার পাবে!

অজিত। পথ দেখিয়ে দিতে হবেনা! চিতা প্রবেশ করবার পূর্ব্বে সমস্ত পুরাঙ্গনা রাণাকে প্রণাম করবার জন্য একবার এখানে আগমন করবেন এখনি! তুমি গুপ্ত সুড়ঙ্গে ক্ষণকাল লুকিয়ে থাকলেই—যাও—যাও—ঐ পদধ্বনি!

(ভীমজি দ্রুত গুপ্তদ্বার পথে প্রবেশ করিল
গুপ্তদ্বার রুদ্ধ হইল)

(রাণী, কৃষ্ণকুমারী ও পুরাঙ্গনাগণের প্রবেশ)

রাণী। কই—রাণা কই?

কৃষ্ণ। বাবা—বাবা—

অজিত। আমি এসে পৌঁছবার পূর্ব্বেই মহারাণা রণক্ষেত্রে চলে গেছেন! আপনারা ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা করুন মহারাণী! আমি তাঁকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্ততঃ এখানে নিয়ে আসছি—

রাণী। যদি অসম্ভব হয়—তাঁর পদরেণু—পদরেণু—

অজিত। আনব মহারাণী— (প্রস্থান)

রাণী। তোরা এখানে অপেক্ষা কর কৃষ্ণা, আমি এগিয়ে দেখি মহারাণা কোনদিকে গেলেন? (প্রস্থান)

(গুপ্তদ্বার খুলিয়া গেল ; অট্টহাস্য করিয়া ভীমজির প্রবেশ)

ভীমজি। এই যে রাজকুমারী! চলে এস— (ধরিতে অগ্রসর)

কৃষ্ণা। একি! এ কে? ওঃ—চন্দাবৎ ভীমজি! রাজপুত কলঙ্ক! বাহিরে হচ্ছে যুদ্ধ—তুমি এসেছ চোরের মত লুকিয়ে রাজপুতের মর্য্যাদা-কোহিনূরখানি অপহরণ করতে? রাণা যুদ্ধক্ষেত্রে—কিন্তু চোরের যোগ্য দণ্ড দেবার মত শক্তি মেবারের নারীগণেরও আছে—তা কি মেবারী হয়েও তুমি জাননা মূর্খ? সঙ্গিনীগণ! অগ্নি প্রবেশ করবার পূর্ব্বে এ ক্ষত্রিয়াধমকে পশুর মত বিনাশ কর তোমরা!

(গৃহপ্রাচীর হইতে অস্ত্র লইয়া নারীগণ ভীমজিকে আক্রমণ করিল)

ভীমজি। কী সর্ব্বনাশ! আমার সৈন্যেরা এখনো এলো না কেন? জীন ব্যাপটিষ্ট! মারাঠা সৈন্য!—মারাঠা সৈন্য! জীন ব্যাপটিষ্ট! (আর্ত্তনাদ ও আত্মরক্ষা)

(জীন ব্যাপটিষ্টের প্রবেশ)

জীন এ কেয়া তাজ্জব ! আওরৎকী লড়াই ! কেয়া তাজ্জব ! হাঃ হাঃ ভীমজি ! বড়িয়া কাঁদমে তো গির গিয়া তোম—সাবাস্—সাবাস্ আওরৎ লোক—ছোড় মৎ !

ভীমজি। জীন—রক্ষা কর—রক্ষা কর জীন, সিন্ধিয়ার দোহাই !

জীন। সিন্ধিয়ার দোহাই—ওঃ—হা—হাঠো আওরৎ লোক ! ভীমজি বেইমান হোনেসে কেয়া হোবে—সিন্ধিয়া মহারাজ উসকো হামারা জিম্মা কর দিয়া ! হামারা বাচ্চেকো ছোড় আওরৎ লোক—ছোড় ! হাঃ হাঃ হাঃ—ভীমজি—বড়িয়া কাম কিয়েসে তোম—চল ! (ভীমজিকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা)

(সংগ্রামসিংহের প্রবেশ)

সংগ্রাম। বাহবা জীন ব্যাপটিষ্ট ! যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ—গুপ্তপথে পুরী প্রবেশ, নারীসহ শক্তি পরীক্ষা—এই বুঝি ফরাসী বীরের যুদ্ধরীতি ?

জীন। শাক্কাবৎ ! লড়াই দেখেগা ?

(লম্ফ দিয়া অগ্রসর হইয়া সংগ্রামসিংহকে আক্রমণ)

সংগ্রাম। তুমি আমার জীবনদাতা জীন ব্যাপটিষ্ট ! কিন্তু কৃতজ্ঞতা দেখাবার স্থান বা কাল এ আমার নয় ! আজ মেবারের জীবন মরণের সন্ধিক্ষণ—মেবারের স্বাধীনতা সংগ্রামে একমাত্র সৈনিক আমি—মহারুদ্রের মতই আজ নির্মম ! এস বিদেশী সৈনিক—ভারতের বাহুবল প্রত্যক্ষ কর !

(উভয়ে যুদ্ধ ও ব্যাপটিষ্টের পতন—ইত্যবসরে গুপ্তদ্বার পথে ভীমজি পলায়ন করিল।)

সংগ্রাম। রাজকুমারী! এই আহত ফরাসী বীর আমার পরম বন্ধু! এঁকে আমি আপনার করে সমর্পণ করে যাচ্ছি! আমি—আমি ঐ পলায়িত চন্দাবৎ পশু ভীমজির পশ্চাদ্ধাবনে যাচ্ছি! এ কি—গুপ্তদ্বার রুদ্ধ?

(নেপথ্যে ভীমজির উচ্চ ব্যঙ্গ হাস্য)

(রাণার প্রবেশ)

রাণা। আমি মুক্ত করে দিচ্ছি! ও গুপ্তদ্বার মোচনের কৌশল জানে শুধু মেবারের রাণা, মন্ত্রী আর শ্রেষ্ঠ সামন্ত! (দ্বার মুক্ত করিয়া) গুপ্তদ্বার এই মুক্ত! বিশ্বাসঘাতক সেই সামন্ত শ্রেষ্ঠকে ধৃত করে আন সংগ্রামসিংহ! হাঁ—শোন—মারাঠা মন্ত্রী বা মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষ কেউ যদি বন্দী হয়—শিষ্টাচারের বিন্দুমাত্র ত্রুটী কোরোনা! কিন্তু ঐ দেশদ্রোহী চন্দাবৎ কলঙ্ক ভীমজিকে যদি বন্দী করতে পার—উদয়সাগরের তীরে শূল প্রোথিত করে তৎক্ষণাৎ তাকে সেই শূলে আরোপিত করবে—দ্বিতীয় বাক্যাদেশের প্রতীক্ষা না করে!

সংগ্রাম। জয় মেবারের জয়! (গুপ্তদ্বার পথে প্রস্থান)

রাণা। কৃষ্ণা! মা আমার—

(কৃষ্ণকুমারী ছুটিয়া রাণার বক্ষে আসিল)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদয়পুর নগর বহির্দ্দেশে একলিঙ্গের মন্দির। তাহারই অদূরে বটতরুর নিম্নে ধূনী জ্বালাইয়া সন্ন্যাসীবেশী ভীমজি উপবিষ্ট !

কৃষ্ণকুমারী ও সখীগণের শিবস্তোত্র গান করিতে করিতে প্রবেশ ও মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান)

শঙ্কর হর জয়, তোমাতে সৃজন লয়—
দেহ দীনে বরাভয়—একলিঙ্গ !
ধূর্জ্জটী ত্র্যম্বক পাবক ধ্বক্ ধ্বক্
ত্রিপুর বিনাশক—একলিঙ্গ !
রুদ্র মহেশ প্রভু শিব দিগ্বাস বিভু,
ভকতে না ত্যজ কভু—একলিঙ্গ !
জয় হে শুভঙ্কর জয় হে ত্রিতাপহর
বিপন্নে দয়া কর—একলিঙ্গ !

(অর্জ্জুনসিংহের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। সর্দ্দারজী !

ভীমজি। সর্দ্দারজী নই—বাবাজী !

অর্জ্জুন। এ ভাবে কতদিন চলবে আর ?

ভীমজি। যতদিন একটা উপায় না হয়!

অর্জ্জুন। কিসের উপায়?

ভীমজি। বলবার সময় এখন নয়!

অর্জ্জুন। তার চেয়ে স্পষ্ট বলুন—আমায় বিশ্বাস করছেন না!

ভীমজি। করা উচিত নয়—কারণ তুমি মূর্খ!

অর্জ্জুন। মূর্খ?

ভীমজি। তোমার দ্বারায় সম্প্রদায়ের কাজ এগিয়ে ত যায়ই নাই—পেছিয়েছে বরং!

অর্জ্জুন। বটে?

ভীমজি। শিবগড় ধ্বংস করে ভালই করেছিলে তুমি—কিন্তু বন্দী সংগ্রামসিংহকে জীবিত রাখা চরম মূর্খতার কার্য্য হয়েছে তোমার!

অর্জ্জুন। তাকে তিলে তিলে তুষানলে দগ্ধ করব ব'লেই—

ভীমজি। এখন কে কাকে দগ্ধ করে দেখ! সংগ্রামসিংহকে তখনি হত্যা করলে—উদয়পুর যুদ্ধে আমাদের এ ভাগ্য-বিপর্য্যয় হত না! এখন আমরা পলাতক—সংগ্রামসিংহ মুক্ত তরবারি নিয়ে আমাদের অনুসন্ধান করে ফিরছে! যদি ধরতে পারে—তুমিও তার করে ত্রাণ পাবে না—আমিও পাব না!

অর্জ্জুন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাকে বধ করবার শক্তি অর্জ্জুনসিংহের বাহুতে সদাই বিদ্যমান। সে কথা যাক—আপনি চিতোরে ফিরে না গিয়ে এখানে এ হাস্যকর ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন কেন? অম্বজি ত ফিরে গিয়েছে তার প্রভুর কাছে!

ভীমজি। আমি কেন ছদ্মবেশ ধারণ করে উদয়পুরের সান্নিধ্যে অবস্থান

করছি— তা তোমায় বলা সঙ্গত হবে না ! কারণ তোমার আমার লক্ষ্য এক নয় !

অর্জ্জুন। এক নয় ?

ভীমজি। না—তোমার লক্ষ্য শুদ্ধমাত্র প্রতিহিংসা ! আমার লক্ষ্য মেবারে চন্দাবতের একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন !

অর্জ্জুন। চন্দাবতের একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপনের প্রবলতম বাধাই যে শক্তাবৎ গোষ্ঠী ! সে গোষ্ঠীকে নির্ম্মূলপ্রায় করে—আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কতখানি সাহায্য আমি করেছি তা—

ভীমজি। শক্তাবৎ গোষ্ঠীর বিশেষ কোনই ক্ষতি তুমি করতে পারনি—কারণ সংগ্রামসিংহ এখনো জীবিত ! একা সংগ্রামসিংহ সেদিন উদয়পুর দুর্গ হতে আমাদের নিষ্কাশিত করেছে—জীন ব্যাপটিষ্টের কামান সত্ত্বেও !

অর্জ্জুন। জীন ব্যাপটিষ্ট ! সেই বেইমান বিশ্বাসঘাতক ! সে যদি রীতিমত যুদ্ধ করত—

ভীমজি। বিশ্বাসঘাতক ?

অর্জ্জুন। সংগ্রামসিংহকে মুক্ত করেছিল সেই ! সে বিশ্বাসঘাতক নয় ?

ভীমজি। জীন ব্যাপটিষ্টের ছায়া স্পর্শ করো না অর্জ্জুনসিংহ ! সাবধান !

অর্জ্জুন। সে আমার চরম শত্রুতা সাধন করেছে—তাকে খণ্ড খণ্ড করে কুকুর দিয়ে খাওয়াব !

ভীমজি। তুমি সাবধান হও মূর্খ ! নিজেকে সংযত কর—ব্যাপটিষ্ট সিন্ধিয়ার অতি প্রিয় ! ব্যাপটিষ্টের সঙ্গে শত্রুতা করতে গিয়ে চন্দাবৎকে সিন্ধিয়ার রোষানলে নিক্ষেপ করো না !

অর্জ্জুন। প্রতিহিংসা আমায় নিতেই হবে—তাতে চন্দাবতের সর্ব্বনাশ হয় যদি—তাও স্বীকার! বাঘের মুখ থেকে যে—

ভীমজি। তুমি অবিলম্বে চিতোরে ফিরে যাও, নতুবা—

অর্জ্জুন। নতুবা কি?

ভীমজি। না—এর আর নতুবা নেই! তোমায় যেতেই হবে! আমার আদেশ!

অর্জ্জুন। আমি এ আদেশ পালনে অস্বীকৃত!

ভীমজি। (ক্রোধে) অর্জ্জুনসিংহ! (নিম্নস্বরে) যাও—কে যেন আসছে—

(মনসুখদাসের প্রবেশ)

মনসুখ। বাবাজী! (প্রণাম) বাবাজী! একটা ওষুধ কি মাদুলী—

ভীমজি। কে ও বাচ্ছা?

মনসুখ। একটা ওষুধ কি মাদুলী—যাতে মানুষ হতে পারা যায়!

ভীমজি। মানুষ?

মন। রাণীমা বলেছেন—মানুষ হতে না পারলে রঙ্গীর সাথে আমার বিয়ে তিনি হতে দেবেন না! মানুষ হওয়ার পথ ত আমি দেখতে পাই না! এখন যদি শেকড় মাকড়ে কিছু হয়!

ভীমজি। রাণীমা? রঙ্গী কে?

মন। রঙ্গী—ঐ আছে একটা মেয়ে—নেহাৎ কুৎসিত বাবাজী! তোমার সেবাদাসী হবার যুগ্যি নয় মোটেই! তবে আমি যে তার জন্যে হেঁদিয়ে মরি—সেটা আমার বরাতের ভোগ!

(রঙ্গীর প্রবেশ)

রঙ্গী। বরাতের ভোগ—বটে রে নেমকহারাম! আমার বাপের কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় বসে আমি জনার ক্ষেতের শোয়ার তাড়াতাম—সেখানে তুই জুটতে গেলি কেন বল দেখি বিট্‌লে? এখন বলে বরাতের ভোগ!

মন। ও রঙ্গী—ও রঙ্গী—ভুলে বলে ফেলেছি বাবা—ভোগ নয়—ভোগ নয়—যোগাযোগ! বরাতের যোগাযোগ! এই দেখ্‌না—যেখানে তুই—সেইখানেই আমি! এ যোগাযোগ ভগবানের ইচ্ছে রঙ্গী—তুই রাগ করে করবি কি বল্‌?

রঙ্গী। ভগবানের ইচ্ছে? আমি রাজকুমারীর সাথে একলিঙ্গের মন্দিরে এসেছি—তুই পেছনে পেছনে ক্যাংলা বেড়ালের মত মিউ মিউ করে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আসবি—সেটা হ'ল গিয়ে ভগবানের ইচ্ছে? তবে আমি এই সেপাই ডেকে তোর মুষ্টিযোগেরই ব্যবস্থা করি—ভগবানের ইচ্ছে হাতে হাতে টের পাইয়ে দিই!

মন। সেপাই? কত সেপাই দেখেছি যাদু—নিতান্ত এই জায়গাটা সাধু সন্নিসীর তপিস্যের জায়গা—গোলমাল করাটা ভদ্রতা হবে না—নইলে তোমার ও সেপাই - তোমার ও সেপাই—

(আঙুল মট্‌কাইতে মট্‌কাইতে প্রস্থান)

রঙ্গী। ভ্যালা আপদ! (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ও সখি! তুমি এস! (কৃষ্ণাকে আনিল) (ভীমজিকে) বাবাজী?

ভীমজি। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া) আমার ধ্যান ভঙ্গ করছ কেন বালিকা?

রঙ্গী। আমার এই সখীর হাত গুণে বলতে হবে যে—

ভীমজি। তুমি বুঝি রঙ্গী ?

রঙ্গী। ওমা—আপনি জানলেন কেমন করে ?

ভীমজি। রাণী বুঝি ওই যুবকের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে অস্বীকার করেছেন ?

রঙ্গী। ও বাবা—আপনার অজানা কি কিছুই নেই ?

ভীমজি। তা ভয় কি—বিয়ে আমি ঘটিয়ে দেব ! একটা শেকড় ধারণ করলেই—(চক্ষু বুজিল)

রঙ্গী। আমায় শেকড় পরে দিও বাবাজী ! আপাততঃ আমাদের এই সখী—চোখ খোল না বাবাজী !

ভীমজি। (চোখ খুলিয়া) আঃ—তপস্বীর ধ্যানভঙ্গে কত যে পাপ—তা যদি তুমি জানতে বালিকা !

রঙ্গী। আমার সখীর হাতটা দেখতে হবে যে বাবাজী !

ভীমজি। দেখব ! কিন্তু কারু হাত অন্য কারু সম্মুখে দেখা আমার রীতি নয় ! তুমি অন্তরালে যাও !

রঙ্গী। উঃ বাবা ! আড়ম্বর ত কম নয় ! গুণে বলবেন ত ছাই !

(প্রস্থান)

ভীমজি। বম্—ভোলা—বব—বব—বব—বম্—বম্—বম্ !

কৃষ্ণা। আমার হাত দেখবেন বাবাজী ? (প্রণাম)

ভীমজি। প্রয়োজন হবেনা ! তোমার মুখ দেখেই তোমার অন্তরের কথা এবং তোমার ভবিষ্যৎ ভাগ্যলিপি স্পষ্ট জানতে পেরেছি ! শোন—অমাবস্যার রাত্রে একলিঙ্গ মন্দিরে

একাকিনী গিয়ে—একলিঙ্গের অর্চ্চনা করলে অষ্টাহমধ্যে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে !

কৃষ্ণা । একাকিনী ?

ভীমজি । দেবতার সম্মুখে একাকিনী আসতে শঙ্কা কি ?

কৃষ্ণা । না—শঙ্কা কিছু নয় ! রাজপুতানীর আবার শঙ্কা ? আপনার দয়া চিরদিন মনে থাকবে ঠাকুর !

(প্রণাম ও প্রস্থান)

(সংগ্রামসিংহের প্রবেশ)

সংগ্রাম । বাবাজী ?

ভীমজি । (চক্ষু খুলিয়াই শিহরিয়া চক্ষু বুজিল)

সংগ্রাম । বাবাজী ! ভীমজি চন্দাবৎ সন্নিকটে কোথাও লুক্কায়িত আছে বলে আপনি শুনেছেন কি ? বহুবিধ লোক আপনার কাছে আসে—বহুবিধ বাক্যালাপ আপনাকে বাধ্য হয়েই শ্রবণ করতে হয়—দূর হক—সন্ন্যাসী দেখছি সমাধিস্থ ! কেন বৃথা ব'কে মরি ! ভীমজি নিশ্চয়ই চিতোরে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে !

(অর্জ্জুনসিংহের দ্রুত প্রবেশ)

অর্জ্জুন । বাবাজী ! একটা কথা—

সংগ্রাম । অর্জ্জুনসিংহ ! (সহসা আক্রমণ)

অর্জ্জুন । পুত্রহন্তা ! (আক্রমণ)

সংগ্রাম । শিবগড় ! শিবগড়ের কথা স্মরণ কর পিশাচ ! আজ তার প্রতিশোধ !

অর্জ্জুন। ওঃ—ওঃ—ওঃ—(পলায়ন)

সংগ্রাম। কোথায় পালাবি হত্যাকারী? (পশ্চাদ্ধাবন)

ভীমজি। ভগবান একলিঙ্গ! এইটুকু করুণা কর যেন আমার পরিচয় প্রকাশ করে দেবার পূর্ব্বেই অর্জ্জুনসিংহ নিহত হয়। আমার আর এখানে থাকা চলেনা! থাকবার প্রয়োজনও দেখিনা! অজিতসিংহকে একবার সংবাদ দিয়ে সিন্ধির শিবিরে প্রস্থান করি! পাশা ফেলেছি—গড়াতে গড়াতে ছ'—তিন—নয় ওঠে কিনা—অমাবস্যার রাত্রে একবার এসে দেখব—হাঃ হাঃ হাঃ— (প্রস্থান)

(বৃক্ষান্তরাল হইতে মনসুখের প্রবেশ)

মন। লড়াইয়ে ম্যাড়াগুলো বাবাজীকে তাড়িয়ে তবে ছাড়লে। তবে মনে রেখেছি ঠিক! অমাবস্যা রাত্রি—অষ্টাহমধ্যে কামনা পূরণ! রাজকুমারী যদি জগৎসিংহকে পায়—মনসুখই বা রঙ্গীকে পাবেনা কেন? দেবতা ত আর রাণীমার মত একচোখো নন! এবারে মার দিয়া কেল্লা! মার দিয়া কেল্লা! মার দিয়া কেল্লা!

দ্বিতীয় দৃশ্য

আরাবল্লীর পাদদেশ

বাঈজিবাঈ ও চারণীগণ

—গীত—

জয় জয় গণদেবতা!
উঠে ভৈরব আনন্দরব তব জাগরণ বারতা।
এলায়িত জটা—ঘনঘটা—জাগিয়াছ তুমি মহাকাল—
ব্যোমপথে ঐ তাথৈ তাথৈ – নাচে ভয়াল তাল বেতাল,
সুদূরে অদূরে সহসা ত্রিপুরে ধ্বনিল দারুণ সে কথা!
চিরপথচারী ভিখারীর আজি অমৃতের চাহি ভাগ—
বিশ্বের যত নিঃস্বের আজি হবে রাজসূয় যাগ!
আজি দরিদ্রে জাগিলে রুদ্র—ধরণী চরণে প্রণতা!

(গীতান্তে চারণীগণের প্রস্থান)

(অজিতসিংহের প্রবেশ)

অজিত। মা—সিন্ধিয়া মহিষী—

বাঈজি। সিন্ধিয়া মহিষী কেন মন্ত্রী? শুধু মেবারকুমারী বলে আমায় কি সম্বোধন করা চলে না? আমার জন্মভূমির চিরশত্রু মারাঠার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বন্ধন যে আমি বিস্মৃতই হতে চাই রাজপুত!

অজিত। পতি পত্নীর সম্বন্ধ ত বিস্মৃত হবার বা উপেক্ষা করবার বস্তু নয় দেবী! লোকাচার, ধর্ম্মানুশাসন—সব দিক দিয়েই যে নারীর পতিত্যাগ অতি নিন্দনীয়! মহারাণা আপনার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য অতি মাত্র উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন!

বাঈজি। মহারাণাই কি আপনাকে আমার কাছে প্রেরণ করেছেন?

অজিত। না—ঠিক প্রেরণ যে করেছেন—তা নয়! তবে তাঁকে উদ্বিগ্ন দেখে আমি নিজে থেকেই—

বাঈজি। হুঁ—তা উদ্বেগের কোন নূতন কারণ ঘটেছে কি?

অজিত। না—ঠিক নূতন যে—তা নয়! তবে সেদিন উদয়পুর প্রাসাদে মারাঠা ও রাজপুতে যে সংঘর্ষ হ'ল—

বাঈজি। তার জন্য আমি যে দায়ী—তা আমি অস্বীকার করি না!

অজিত। না, ঠিক দায়ী যে আপনি তা নয়, তবে সিন্ধিয়া মহারাজ জানিয়েছেন যে আপনি সিন্ধিয়া শিবিরে প্রতিগমন না করা পর্য্যন্ত মারাঠা রাজপুতে পুনরায় শান্তি স্থাপন কিছুতেই সম্ভব হবে না!

বাঈজি। যদি আমার সিন্ধিয়া শিবিরে প্রতিগমনের কোন সম্ভাবনা ছিল মন্ত্রি, আপনার এ কথা শ্রবণ ক'রবার পর সে সম্ভাবনা আর বিন্দুমাত্রও রইল না!

অজিত। দেবি!

বাঈজি। কারণ—আততায়ী মারাঠার সঙ্গে রাজপুতের সন্ধি বা শান্তি স্থাপন—আমার বাঞ্ছা নয়!

অজিত। বলেন কি? আমরা তবে কি—

বাঈজি। হাঁ—রাজপুতের সম্মুখে এক পথ—যুদ্ধের পথ! সে পথের

শেষ সীমায় আছে মারাঠার পরাজয়! আজ শুধু মেবার সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে মন্ত্রি! কাল সঙ্ঘবদ্ধ হবে একত্র মেবার, মারোয়ার ও জয়পুর! যুদ্ধ চলবে—যতদিন না পলায়মান সিন্ধিয়ার শেষ সৈনিকটী রাজস্থানের সীমান্ত পরিত্যাগ করে!

অজিত। কিন্তু আপনার এ আচরণকে যে লোকে বলবে—

বাঈজি। স্বামীদ্রোহ! কিন্তু তাই বলে—স্বেচ্ছায় আমি দেশের শত্রু সিন্ধিয়াকে আমার জননী জন্মভূমির সর্ব্বনাশ সাধন করতে দিতে পারি না! শাস্ত্রের প্রাচীন অনুষ্টুপের মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য আমি বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য করতে প্রস্তুত নই মন্ত্রি!

অজিত। আপনাকে জানানো আমার কর্ত্তব্য যে সিন্ধিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন—

বাঈজি। কী মন্ত্রি?

অজিত। ঘোষণা করেছেন যে যদি কেউ সিন্ধিয়া মহিষীকে সিন্ধিয়ার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে—

বাঈজি। তিনি তাকে পুরস্কৃত করবেন! চমৎকার! আশা করি আপনি নিজে সে পুরস্কারের প্রার্থী নন?

অজিত। না—না—প্রার্থী যে—ঠিক তা নয়! তবে—

বাঈজি। তবে?

অজিত। আমি লোভী নই—কিন্তু লোভী লোকও পৃথিবীতে আছে!

বাঈজি। যদি কোন দিন বুঝি যে মেবারের মঙ্গলের জন্য আমার সিন্ধিয়া শিবিরে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন—আমি সেইদিন

স্বেচ্ছায় সেখানে ফিরে যাব! তার পূর্ব্বে আপনার মত নির্লোভদের প্ররোচনা বা আপনার কথিত লোভীদের নির্য্যাতন—কিছুই বাঈজিবাঈকে তার মাতৃভূমি থেকে পুনরায় নির্ব্বাসিত করতে সক্ষম হবে না!

অজিত। আমি তবে যাই—গুরুতর রাজকার্য্য আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে! কিন্তু অনুতাপ করতে হবে! এ ভাবে স্বামী-গৃহের পথ নিজের হাতে রুদ্ধ করা যে কত বড় গর্হিত কাজ—হ্যাঁ—আমি যাই! (প্রস্থান)

বাঈজি। স্বামী! স্বামী! আর্য্যনারী স্বামীর চরণে ইহকাল পরকাল সর্ব্বস্ব অর্ঘ্য দিয়ে দেবী নাম কেনবার জন্য চিরদিনই লোলুপ! ভাগ্যবশে আমি সে সংস্কার হ'তে বিমুক্ত! সে ভাগ্য সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য—তা নিয়ে হয়ত বিতর্ক চলতে পারে! আমি কিন্তু সুখী—লাঞ্ছিতা প্রপীড়িতা বিপন্না মাতৃভূমির ক্ষুদ্রতম সেবায় নিজেকে কায়মনে নিয়োগ করবার এই সুযোগ লাভ করে আমি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছি!—কোথায় চারণীগণ—গাও আবার গাও—মাতৃপূজার সুগম্ভীর বোধন সঙ্গীত! আরাবল্লীর প্রতি শিলাস্তুপ সে সঙ্গীতের অমৃত রসে সঞ্জীবিত হয়ে, অস্ত্রধারী যোদ্ধার বেশে ধেয়ে আসুক মেবারের উদ্ধার কামনায়!

(চারণীগণের প্রবেশ ও গীত)

জয় জয় গণ দেবতা!

(শ্রান্তভাবে অর্জ্জুনসিংহের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কে তোমরা? এক বিন্দু পিপাসার জল আমায় তোমরা দিতে পার?

বাঈজি। এই যে—(জলদান)—কে তুমি সৈনিক? ললাটে শুষ্ক জমাট রক্তধারা, কোটরগত চক্ষু বেষ্টন করে গভীর কালিমা-রেখা, ধূলি-মলিন বস্ত্র, জটাবদ্ধ কেশ—তুমি কি শত্রুকবল হতে পলাতক?

অর্জ্জুন। পলাতক নই—পলাতক নই! তবে তার বাহুতে আজ দানবের শক্তি অনুভব করেছি—আমি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, অবসন্ন—একবার যদি কোরাবারে বা চিতোরে বা সালুম্ব্রায় পৌঁছুতে পারি—

বাঈজি। তুমি কি চন্দাবৎ?

অর্জ্জুন। তুমি শক্তাবৎ নও ত? আমি আর দাঁড়াব না! অশ্বটা মরে গেল—দেখি যদি একটা অশ্ব কোথাও পাই! দানবী শক্তি, পৈশাচিক জিঘাংসা নিয়ে সংগ্রামসিংহ আমার পশ্চাদ্ধাবন করেছে! আমি একবার যদি সালুম্ব্রায় বা কোরাবারে বা চিতোরে পৌঁছুতে পারি—একটুখানি বিশ্রাম, একটা অশ্ব, একখানা অভগ্ন তরবারি—তখন আমি দানবকেও ভয় করব না - পিশাচেরও টুঁটি কামড়ে ধরে রক্তপান করব—পুত্রহন্তার নিধনের জন্য নরক পর্য্যন্ত নির্ভয়ে অবতরণ করব! (দ্রুত প্রস্থান)

বাঈজি। অভাগা রাজপুত! ফেরো - ফেরো—মারাঠা যখন তোমার

মুমূর্ষু জন্মভূমির উপর ক্ষুধিত শকুনির মত পক্ষ বিস্তার করে উড্ডান—তখন তুমি একি ঘৃণিত গৃহবিবাদে মত্ত হয়ে—

(দ্রুত সংগ্রামসিংহের প্রবেশ)

সংগ্রাম। কাপুরুষ! সম্মুখযুদ্ধে পরাঙ্মুখ রাজপুতকলঙ্ক! কোথায় পালাবি তুই? (প্রস্থানোদ্যত)

বাঈজি। সংগ্রামসিংহ!

সংগ্রাম। চারণী! তুমি এখানে মা? অপেক্ষা করতে পারব না ত! কি বলতে চাও তুমি?

বাঈজি। কোথায় চলেছ তুমি—মেবারের স্বাধীনতা সংগ্রামের একক সৈনিক?

সংগ্রাম। বৈর নির্য্যাতনে—প্রতিহিংসা গ্রহণে—আততায়ীর উষ্ণ শোণিতে পিতৃ-আত্মার তর্পণ-আয়োজনে! মেবারের স্বাধীনতা সংগ্রাম দু'দণ্ড অপেক্ষা করুক মা—আগে—আগে ঐ জল্লাদ অর্জ্জুনসিংহের ছিন্ন মুণ্ড—

বাঈজি। প্রতিহিংসা বড়—না স্বাধীনতা বড়?

সংগ্রাম। স্বাধীনতা বড়—কিন্তু প্রতিহিংসা মধুর! আর অপেক্ষা করব না চারণী! শত্রু—শত্রু—শীকার সম্মুখে! বাঘের রক্তপিপাসা আজ এই শক্তাবতের বক্ষে চারণী!

(দ্রুত প্রস্থান)

বাঈজি। দাঁড়াও সংগ্রাম! উন্মাদ রাজপুত! ফেরো—ফেরো! না—ফিরলো না!—চারণী! যে গান তোমাদের শিখিয়েছি—তাই গেয়ে গেয়ে মেবারের প্রতি পল্লী, প্রতি উপত্যকায় বিচরণ

ক'রে সুপ্ত মেবারীকে প্রবুদ্ধ ক'রে তোল তোমরা—দেশ-প্রীতির পতাকাতলে হীন স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে উদ্বুদ্ধ কর তোমরা—নৈরাশ্য পীড়িত মেবারীর কাণে আশ্বাসের বাণী শোনাও তোমরা—আমি দেখি—গৃহবিবাদে মত্ত ঐ আত্ম-বিস্মৃত মেবারীকে ফেরাতে পারি কি না !

(চারণীগণের গীত)

মায়ের পূজার আঙিনায়—
ভাই ভাই এরা করে হানাহানি মার মুখ নাহি চায় ॥
কাঁদিছে জননী জাগো সন্তান জাগো—
শোণিত সিক্ত খর্পর ধরি অরাতি আসিল শিরে ।
স্খলিতাঞ্চলে দলিতা জননী দেখিবি না তবু ফিরে !
বিগলিত-আঁখি ফুকারে জননী ঘন মূক বেদনায় ।
রক্তপিয়াসী খড়্গ ও তোর ভ্রাতৃবক্ষে হানিতে চাস্ ?
পাস্ না শুনিতে স্পষ্ট ধ্বনিতে মায়ের বুকের দীর্ঘশ্বাস ?
ভা'য়ের রক্ত মায়ের রক্ত সে কথা কেনরে ভুলিয়া যাস্ ?
ভায়ে ভায়ে মিলে মার পদমূলে বসে যারে মহাসাধনায় !

তৃতীয় দৃশ্য

উদয় সাগরের তীর

(রঙ্গী ও মনসুখের প্রবেশ)

রঙ্গী। কচু!

মন। কচু ?

রঙ্গী। শুধু কচু নয়—কচু পোড়া!

মন। আমার বরাতে কচুপোড়া ? ফুঃ! কচুপোড়া নয় প্রেয়সি! টাকা পাব দু' দশ তোড়া! রাজকুমারীর সখীকে বিয়ে করতে যাচ্ছি—চাট্টিখানি কথা নয়! রাজা, রাণী, রাজকুমারী, সর্দ্দার, সামন্ত—ভরপূর উপহার না দেবে কে ?

রঙ্গী। আয়—মাথায় হিমসাগর মালিস করি! এসব বকাবকি রাণীমার কাণে উঠলে—তল যাবে হাতী ঘোড়া—কোঁৎকা খেয়ে হবি খোঁড়া!

মন। যত বড় দজ্জালনীই হ'ক—জামাইকে কেউ কোঁৎকা মারেনা! আর এই ত ক'টা দিন বই নয়! অমাবস্যের রাতটা কাটুক না! সবার মুখেই আর এক রকম গীত শুনতে পাবি! এই রাণীমা—যিনি আমায় দুটী চক্ষে দেখতে পারেন না—তাঁর কাছেই শুনতে পাবি—মনসুখ আমার ছেলে ভাল! রঙ্গী—তার মোটেই যুগ্যি নয়!—

রঙ্গী। রঙ্গী তোর যুগ্যি ত নয়ই—তোর যুগ্যি একালে কেউ নেই—সেকালে ছিল এক—তাড়কা রাক্ষুসী! অমাবস্যার রাতে কি হবে—শুনি!

মন। হুঁ—হুঁ—বলতে মানা—বলতে মানা! বলি—আর তুমি আমার পিছু পিছু ছোটো—আর সর্ব্বকর্ম্ম পণ্ড হ'ক!

রঙ্গী। পিছনে আবার ছুটবো কোথায়? তুই কি কোথাও যাবি নাকি? ওমা—অমাবস্যার রাত্তিরে শেষে ভূতের হাতে মারা পড়বি নাকি?

মন। পড়ি ত পড়ব—আমার আর কি—ড্যাং ড্যাং করে যমদূতের ঝোলায় চেপে রওনা দেব! যমের বাড়ী হক, যাই হক—নতুন দেশ ত একটা নিখরচায় দেখা হয়ে যাবে! কষ্ট তোরই!

রঙ্গী। মরবি তুই—কষ্ট আমার?

মন। এই—হয়ত সহমরণ যাবি—আগুণে পুড়ে ছাই গাদা! আর না হয়—বিধবা হয়ে রয়ে যাবি—অমন কালো কুচকুচে চুলে তেল মাখতে পাবিনে—অমন গোলগাল হাতে পায়ে গয়না প'রতে পাবিনে—রাজবাড়ীর রান্নাশালে যখন মাংস রান্না হবে—নোলায় জলই আসবে শুধু—মাংসের ঝোলও একটু চাখতে পাবিনে!

রঙ্গী। কেন? বলি কেন? তুই আমার কে—যে তোর জন্যে আমার অত হেনস্থা হতে যাবে?

মন। আমি? বলে ফেললে আবার হয়ত তুই লজ্জা পাবি—কাণে কাণে শোন তা হলে—

(মনসুখ ও রঙ্গীর গীত)

মন। মরম কথা সে যে কাণেই যায় বলা।
রঙ্গী। দূর থেকে তুই বলনা হেঁকে—আমি নই কালা।
মন। হেঁকে বলার নয় সে কথা—কাণে কাণেই মজা—
রঙ্গী। দেখলে যে কেউ উড়বে আমার কলঙ্কেরি ধ্বজা।
মন। তোতে মোতে কলঙ্কটা কি ?
রঙ্গী। তোতে মোতে সম্পক্কোটা কি ?
মন। সম্পক্কো সে চরম—আয়—কাণে কাণে কই,
গতি নেইকো এই দু'জনার এই দু'জনা বই !

(উভয়ের প্রস্থান)

(রাণী ও জীন ব্যাপটিষ্টের প্রবেশ)

রাণী। তুমি এখনো সুস্থ হতে পারনি ব্যাপটিষ্ট! আর দুটো দিন এখানে বিশ্রাম করে গেলে ক্ষতি কি হত ? সিন্ধিয়া শিবিরে ফিরে গেলেই ত আবার সেই কামান নিয়ে ছুটোছুটী করে বেড়াবে ? রুগ্ন দেহে হয়ত সে পরিশ্রম সইবে না তোমার !

জীন। ও—ও—মাদার—হামি যাবে—ঔর ঘুমকে আসবে ! সিন্ধিয়া মহারাজকো এক দফে দেখলানা চাহি যে জীন ব্যাপটিষ্ট মর গিয়া নেই—ও জীন্দা আছে ! আমি যাবে—ঔর উসকো সাফা বোলবে যে—বাবা সিন্ধিয়া ! লড়াই উড়াই আভি মেবারমে চলবে নেই বাবা—ব্যাপটিষ্টকা কামানকে মুখমে—মাদার মেরী আয়কে চাবী বন্ধ কর দিয়া !

রাণী। তোমার শান্তির প্রয়াস জয়যুক্ত হক—পুত্র! ঈশ্বর জানেন—শান্তি ভাগ্যহীন মেবারের আজ কতখানি আবশ্যক! তুমি কি এখনি প্রস্থান করবে?

জীন। হাঁ মাই! রাণাকে পাশ হামি বিদায় লিয়েছে! একদফে কিষ্টুকো একঠো বাৎ বোলনা চাহি! পাগলী গিয়া কিধার? কিষ্টু! (চীৎকার) কিষ্টু!

রাণী। ঐ যে কৃষ্ণা আসছে! (প্রস্থান)

(কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ)

কৃষ্ণা। ব্যাপটিষ্ট!

জীন। হাম যাতা বহিন!

কৃষ্ণা। কিধার যাতা ভেইয়া? হাতিয়ারবন্ধ্ হোকে কিধার যাতা?

জীন। সিন্ধিয়াকো পাশ!

কৃষ্ণা। ওঃ - (বিষণ্ন বদনে চাহিয়া রহিল)

জীন। হামি আসবে—ঘুমকে আসবে—এক হপ্তাকো বীচমে—হামি জরুর ঘুমকে আসবে কিষ্টু!

কৃষ্ণা। আসবে? না—তুমি আর আসবে না জীন! সিন্ধিয়া আমাদের শত্রু—সে দেবে না তোমায় আমাদের কাছে আসতে!

জীন। নেহি দেবে? নেহি দেবে—তব জীন ব্যাপটিষ্ট উসকো জাহান্নামমে ভেজ দেগা নেই? তোম হিঁয়া বয়েঠকে দেখো বহিন—জীন ব্যাপটিষ্ট এক হপ্তাকো বীচমে ড্যা—ড্যা—ড্যাং করকে ঘোড়ে পর তোমারা পাশ চলা আতা কি নেই!

কৃষ্ণা। এক সপ্তাহের জন্য তোমার যাওয়ারই বা কি প্রয়োজন জীন? মেবার সীমান্তে সিন্ধিয়া শিবির—নিকট ত নয়! অত দূর যাবে—অত দূর থেকে আসবে—সিন্ধিয়া মহারাজকে একটা দূত পাঠিয়ে তোমার কুশল সংবাদ জানালেই ত হত!

জীন। উ ত সাচ বাত আছে বহিন—দূত ভেজনেসে ত বহুৎ কুচ কাম হো সক্‌তা! লেকেন একঠো কাম হায়—উও জীন ব্যাপটিষ্ট খোদ নেহি যানেসে হোবে নেই বহিন! জয়পুরসে বেওকুফ মীরখাঁকো নিকাল যানেকা হুকুম সিন্ধিয়াকো মুখসে বাহার করনা—উ ত বহিন—জীন ব্যাপটিষ্ট খোদ নেহি যানেসে হোবে নেই!

কৃষ্ণা। জীন—জীন—(দুই হস্তে মুখ ঢাকিল)

জীন। Tara Lara! ফরাসী দেশমে জীন ব্যাপটিষ্ট লেডী লোগোনকা বহুৎ কিসিম খেল দেখলো কিন্তু! লেকেন—আঁখসে দেখা নেহি--কাণসে শুনা নেহি—কুছ ভি কুছ নেহি—এত্তা ছোট্টা একঠো তসবিরকে সাথ আসনাই করকে—ক্যা জানে ক্যায়সা আদমি আছে জগৎসিং—উসকো জান জবান বিলকুল দে দেনা—এয়সা খেল জীন ব্যাপটিষ্ট ফরাসী দেশমে দেখলো নেই! হিন্দুস্থানকা লেডী লোগ জীনকো তাজ্জব বনায় দিয়া কিন্তু—তাজ্জব বনায় দিয়া!

কৃষ্ণা। জীন!

জীন। কুছ পরোয়া নেই! জান দে দিয়া যব—উসমে ঔর বাত ত চলবে নেই! দো হপ্তাকো বীচমে হিঁয়া বয়েঠকে তোম

শুনেগা কিছু—কেয়া—উও বেওকুফ মীরখাঁ লোটা বন্দুক লেকে জয়পুরসে নিকাল গিয়েছে—ঔর তিন হপ্তাকো বীচমে জগৎসিং ড্যা ড্যা ড্যা ড্যা ড্যাং করকে ঘোড়ে পর উদয়পুর পোঁছেগা! হাঃ হাঃ হাঃ—হামারা ছুটী বহিন?

কৃষ্ণা। এক হপ্তাকো ওয়াস্তে! এস ভাই!

(জীন ব্যাপটিষ্টের প্রস্থান)

কৃষ্ণা। সাধু—ত্রিকালদর্শী! অমাবস্যার রাত্রে শিবার্চ্চনার সঙ্কল্পেই সিদ্ধির সূচনা! জয় একলিঙ্গ! কাউকে বলা হবেনা—রঙ্গীকেও 'না—মাকেও না! জানাজানি হলে—আর একাকিনী যাওয়া হবেনা! অথচ সন্ন্যাসীর আদেশ—একাকিনী একলিঙ্গের অর্চ্চনা করতে হবে! অভীষ্ট সিদ্ধি হবে—স্বামীর সঙ্গে মিলন হবে! বিপদের ঘনঘটা দেবতার আশীর্ব্বাদে নিমেষে বিদূরিত হবে!

(দ্রুত রাণীর প্রবেশ)

রাণী। কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা। মা—মা—কি হয়েছে মা?

রাণী। এদিকে আজমীর তোরণ দিয়ে জীন ব্যাপটিষ্ট নগর ত্যাগ করে গেল—ওদিকে গোয়ালিয়র তোরণের পথে সিন্ধিয়ার দূত এসে নগরে প্রবেশ করল! কী যে তার দৌত্যের মর্ম্ম—তা এখনো শুনতে পাইনি—কিন্তু রক্ষীরা আমায় সংবাদ দিলে যে তার বার্ত্তা শ্রবণ করে মহারাণা উন্মত্তের মত ছুটে বেরিয়ে এসেছেন উদয় সাগরের দিকে!

কৃষ্ণা। সে কি মা? চল—চল—তাঁকে খুঁজে দেখি—

রাণী। আয়—দুজনে দুদিকে খুঁজি! তাঁকে দেখতে পেলে প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টা করবি মা!—না জানি কি সে দুঃসংবাদ—যাতে অসীম ধৈর্য্যশীল পুরুষও এমন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন।

কৃষ্ণা। এই যে বাবা!—

(রাণার প্রবেশ)

রাণা। (উচ্চৈস্বরে) বাপ্পা! সঙ্গ! হামির! প্রতাপ!—কেউ সাড়া দেয় না! শিশোদীয়ার বীর বংশের সহস্র বর্ষব্যাপী গৌরবোজ্জ্বল জীবন আজ মৃত্যুর কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে বিলীন হয়ে যায়! মৃত্যু! মৃত্যু! উদয় সাগরের কালো জলের নীচে এ হীনবীর্য্য রাণার সমস্ত কলঙ্ক চিরতরে আবৃত হ'ক!—　　　　(জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত)

রাণী। রাণা! রাণা!　　　　(ধরিলেন)

রাণা। কে? রাণী? কেন ডাকলে? অনন্ত পথের যাত্রী এ শ্রান্ত ভাগ্যহত পথিককে কেন আবার ফিরিয়ে আনলে—লাঞ্ছনার নাগপাশের মাঝখানে?

রাণী। চির ধৈর্য্যশীল, চির অচঞ্চল পুরুষসিংহ! তোমার এ আত্মবিস্মৃতি প্রভু? ভূগর্ভের জ্বালা কি আজ হিমাদ্রি শিখরকেও দীর্ণ করবে?

রাণা। তুমি জান না—শোন নি রাণী—মেবার—আমার মেবার—আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি, আর্য্যাবর্ত্তের রাজ-মহিষী বীরধাত্রী মেবার—

রাণী। ধ্বংস তাকে বহুবার গ্রাস করতে ধেয়ে এসে লজ্জায় নতমস্তকে ফিরে গেছে! দুর্দ্দিনের কালরাত্রিও অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মেবারী রাজপুতের বীরত্বস্ফুরণে! নৈরাশ্যই সর্ব্বনাশের হেতু—হে চিরবিশ্বাসী আশাবাদী! আজ তোমার আশার সমুদ্র কোন বিরূপ অগস্ত্যের শোষণে এমন আচম্বিতে বিশুষ্ক হয়ে গেল?

রাণা। আশা? আশাকে এখন মনে হয় আত্ম-প্রতারণা! শোন—সিন্ধিয়া, হোলকার, মীরখাঁ পাঠান—মেবারের সমস্ত বহিঃশত্রু আর তাদের সঙ্গে সম্মিলিত মেবারের বিদ্রোহী সন্তান ঐ চন্দাবৎ গোষ্ঠী—

রাণী। মেবার আক্রমণ করতে আসছে?

রাণা। আক্রমণ করবে—যদি তাদের প্রস্তাবে আমি সম্মত না হই!

রাণী। প্রস্তাব! কী তাদের প্রস্তাব?

রাণা। প্রস্তাবটী ছোট! মেবার তাদের মাঝে বিভাগ করে দিতে হবে!

রাণী। রাণা!

রাণা। হ্যাঁ—খণ্ড খণ্ড করে বিভাগ করে দিতে হবে। ঘৃণিত মারাঠা—হীন দস্যুতার কৃষ্ণ ধ্বজা তুলে ভারতের দ্বারে দ্বারে হানা দিয়ে বেড়ানো যার জাতীয় বৃত্তি—সে আজ সদম্ভে প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে—উঃ—তবু আমি এখনো আরাবল্লীর শিখরে দাঁড়িয়ে তূর্য্যনাদে দিগন্ত কাঁপিয়ে তুলিনি—তবু আমি অসি করে এখনো আততায়ীর হৃদপিণ্ড

ছিঁড়ে আনতে ছুটে যাই নি! আমার এ ধৈর্য্য কি ভীরুতারই নামান্তর নয় রাণি?

কৃষ্ণা। খণ্ড খণ্ড করে নেবে মেবার? এ যে আমি ধারণা করতেও পারিনা বাবা! মেবার কি শুধু কতগুলি ভূমিখণ্ডের সমষ্টি? মেবার বলতে যে মেবারী রাজপুতের কল্পনায় ভেসে ওঠে এক সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী মাতৃমূর্ত্তি—সে কি খণ্ড খণ্ড করে নেবার বস্তু? মেবার বলতে যে মেবারী রাজপুতের স্মৃতিপথে উদিত হয়—একের পর এক ক্ষত্রিয় শৌর্য্যের সহস্র বর্ষব্যাপী কীর্ত্তিকলাপ, একের পর এক ক্ষত্রিয় পুরাঙ্গনার যুগে যুগে প্রজ্জ্বলিত জহরের চিতাগ্নিশিখা, একের পর এক নারী ও পুরুষের, বৃদ্ধ ও বালকের আত্মোৎসর্গের লক্ষ আদর্শ—সেই মেবার তারা বিভাগ করে নেবে ভ্রূকুটীর শাসনে—তরবারির তীক্ষ্ণতার বলে?

রাণা। তারা ভাবুক নয়, ভক্ত নয়, কবিও নয় কৃষ্ণা! তারা শুধু দস্যু—দস্যু! তারা মেবার বলতে ভূমি সমষ্টিই বোঝে! আর এই ভূমি সমষ্টি শস্যশ্যামলা স্বর্ণপ্রসূ বলে, তাকে তারা আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলেই অনুভব করে! তাই হোলকার আকাঙ্ক্ষা করেছে নীমবেহেরা মীরখাঁ আকাঙ্ক্ষা করেছে গদবার, সিন্ধিয়া আকাঙ্ক্ষা করেছে ইদর! আর চন্দাবতের বৈদেশিক ভক্তির পুরস্কার ধার্য্য হয়েছে—চিতোর হ'তে আজমীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উর্ব্বর ভূভাগ!

রাণী। আর রাণার জন্য তারা বুঝি নির্দ্দিষ্ট করেছে—উদয়সাগরের সলিলাশ্রয়?

রাণা। না—তারা উদার! এই প্রাসাদ তারা রাণার হাত থেকে কেড়ে নেবেনা—আর রাণার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তারা দেবে বার্ষিক দশ লক্ষ মুদ্রা! রাণী—একটা উপদেশ দাও ত! মরি কিরূপে? আত্মহত্যা না করে মরা যায় কিরূপে?

রাণী। কেন—যুদ্ধে!

রাণা। যুদ্ধে? একা অক্ষৌহিণীর বিরুদ্ধে? সে যুদ্ধে মরা যায় না—বন্দী হওয়া যায়!

কৃষ্ণা। বাবা—বাবা— (রাণাকে জড়াইয়া ধরিল)

রাণা। কৃষ্ণা—

কৃষ্ণা। তুমি বড়ই চঞ্চল হয়েছ বাবা! আর দুটো দিন ধৈর্য্য ধারণ করে থাক। এই অমাবস্যাটা গেলেই সব বিপদ কেটে যাবে!

রাণা। সে কি কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা। এই অমাবস্যা—তারপরে অষ্টাহ! জীন ব্যাপটিষ্ট আসবে—জয়পুরের সৈন্য আসবে—তোমার ভয় কি বাবা! আমি তোমার পুত্র নই—কিন্তু কন্যা কি পিতার কোন কাজেই লাগে না? আমি বলছি তোমায়—

রাণী। কৃষ্ণা! তুই কি পাগল হলি?

কৃষ্ণা। না—না—পাগল হইনি। তবে আমায় কিছু জিজ্ঞাসা কোরোনা! আমি জানি! দেবতার প্রত্যাদেশ পেয়েছি—অমাবস্যার পরেই মেবারের দুর্দ্দিন কেটে যাবে! বাবা—তুমি কিছু ভেবোনা—আমার কথায় বিশ্বাস কর! (প্রস্থান]

রাণী। মেয়েটা বলে কি রাণা?

রাণা। স্বপ্ন দেখেছে! প্রত্যাদেশ? মেবার সীমান্তে মানসিংহ বসে আছে সবলে কৃষ্ণাকে বিবাহ করবার জন্য। মেবার আক্রমণ করছে না—শুধু এই ভেবে যে মেবার বিভাগ নিষ্পন্ন হয়ে গেলে নামসর্ব্বস্ব রাণার কন্যাকে অপহরণ করা আরও সহজ হয়ে উঠবে! দুটো দিনের অপেক্ষা মাত্র!

রাণী। আজও যদি জগৎসিংহের দূত এসে পৌঁছুত—আমি কৃষ্ণাকে তার করে ন্যস্ত ক'রে হাসিমুখে চিতা প্রবেশ করতে পারতাম!

রাণা। জগৎসিংহের দূত আসবে না কোনদিন! কারণ মেবারের ব্যাধি জয়পুরেও সংক্রামিত হয়েছে! জগৎসিংহের সামন্তেরাও—কতক মীরখাঁর স্বপক্ষে, কতক নিরপেক্ষ! গৃহ বিবাদ··গৃহ বিবাদ—গৃহ বিবাদেই ভারতের সর্ব্বনাশ!

(প্রস্থান)

রাণী। অভাগিনী কন্যা আমার!

চতুর্থ দৃশ্য

মেবার সীমান্তে অরণ্যময় পার্ব্বত্য প্রদেশ, মৃগয়াবেশে সজ্জিত দৌলতরাও, ভীমজি, অম্বজি ও পারিষদ্‌গণ একটী পাহাড়ের সানুদেশে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

দৌলত। বরাহ মাংসটার রন্ধন যাতে বেশ পরিপাটী হয়—নিজে লক্ষ্য রাখবে অম্বজি

ভীমজি। অম্বজি একটা শৃগাল ভিন্ন আর কিছুই শীকার করতে না পেরে একটু মনমরা হয়ে রয়েছে মহারাজ! ওর ওপর এখন যে কাজের ভার দেবেন—তাই ও পণ্ড করবে। রন্ধনের দিকটা দেখবার ভার অন্য কারুর উপর দিন!

অম্বজি। যে অদ্ভুত দেশ মেবার—বরাহ আর শৃগাল ভিন্ন কিছুই মেলেনা! জানোয়ারের ভেতরও না, মানুষের ভেতরও না!

দৌলত। মানুষের ভেতরও তাই? বল কি অম্বজি? মানুষের ভেতরও তাই?

অম্বজি। তাই নয় মহারাজ? দেখুন বিবেচনা করে—মেবারের মানুষ কতক হল বরাহ জাতীয়—শক্তি আছে, কিন্তু বুদ্ধির অভাবে সে শক্তি বড় একটা কাজে লাগাতে পারে না—যেমন এই রাণা! (সকলের হাস্য)—আর কতক হ'ল শৃগাল জাতীয় —বুদ্ধি কিছু আছে, কিন্তু সেটা পলায়নের কৌশল উদ্ভাবনেই

প্রকাশ পায়—৺ার শক্তি যদি কিছু থাকে—সেটা পলায়ন কালের দ্রুত গতিতেই প্রকট হয়।

দৌলত। তা সে জাতীয় মনুষ্য—একটার অন্ততঃ নাম কর অম্বজি—একটার অন্ততঃ নাম কর!

অম্বজি। নাম করতে হবে কেন মহারাজ? (হাস্য)

দৌলত। হাঃ হাঃ হাঃ—অম্বজির হাসির অর্থ কিছু বুঝতে পারছ কি—চন্দাবৎ সর্দ্দার?

ভীমজি। হাসি? ও ত হাসি নয় মহারাজ—দাঁত খিঁচুনো! বরাহ শীকার করতে না পারুক—বরাহের অস্থি চর্ব্বণ করবার মত শক্ত দাঁত যে ওর আছে—সেইটে আগে থাকতে দেখিয়ে রাখা আর কি—যাতে পরিবেশনের সময় ওর পাত একবারে ফাঁক না পড়ে!

অম্বজি। সে আশা গোড়া থেকেই ত্যাগ করেছি। মহারাজের আদেশে বরাহের মাংস ত বারো আনা আন্দাজ তোমার ভাগেই পড়েছে—আমরা আর পাব কি?

দৌলত। আরে না—না—বারো আনা কি? মোটে ত ঐ কয়েক ক্রোশ জায়গা—চিতোর থেকে আজমীর পর্য্যন্ত!

(সকলের হাস্য)

অম্বজি। কয়েক ক্রোশ মহারাজ? চল্লিশ ক্রোশ!

দৌলত। বল কি অম্বজি? অ্যাঁ—ও ভীমজি! তুমি কি আমায় ধাপ্পা দিলে নাকি? চল্লিশ ক্রোশ? তা হলে মেবারের বাকী রইল কতটুকু?

ভীমজি। কালনেমির লঙ্কা ভাগ! রাণা কি ক'রে বসেন—দেখুন আগে!

দৌলত। করবেন আবার কি ? দশলক্ষ টাকা বৃত্তি দিতে চেয়েছি—ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয়—তাই নিয়ে সুখী হবেন! আর যদি—

ভীমজি। রাণার ভাগ্য যেমনই হ'ক্—আমাদের ভাগ্য ত প্রসন্ন দেখছি! দেখছেন না মহারাজ! "বন ফুঁড়ে বেরুল টিয়ে, সোণার টোপর মাথায় দিয়ে!" বন ফুঁড়ে যে ঝাঁকে ঝাঁকে বনদেবীর আবির্ভাব হচ্ছে! পাতালতা বাকল পরা—এ পরিকল্পনা কার? বন্ধু অশ্বজির নাকি? বাহাদুর লোক তুমি বন্ধু! বরাহের ন্যাজটা অন্ততঃ আমাদের গুণগ্রাহী মহারাজ তোমায় বখ্‌শিষ করবেনই!

দৌলত। চুপ—চুপ—দেখা যাক বনদেবীবা কি করেন!

ভীমজি। করবেন আবার কি? বনদেবীই হোন আর অপদেবীই হোন—স্ত্রী জাতীয় জীব যখন—তখন নৃত্য, গীত, লাস্যলীলা ছাড়া তাঁরা আর করবেন কি? ঐ দেখুন মহারাজ!

(বনদেবী বেশিনী নারীগণের নৃত্য গীত)

অতিথি কে এল আজ বনের ঘরে!
(আয়) অধর পরশে তারে বরি আদরে।
(যথা) তরুর ছায়ায়, বন-তটিনী বেলায়
হরিণী হরিণ মিলে প্রণয় লীলায়,
তেমনি মিলিব মোরা নব নাগরে।
(যথা) কুঞ্জ বিতান—কল পঞ্চম তান—
কোকিল কোকিলা করে প্রেমসুধাপান,
দিব আর নিব সুধা বিম্বাধরে। (গীতান্তে প্রস্থান)

দৌলত। একটু নূতন রকমের বটে—তা স্বীকার করতেই হবে! জীতা রহো অম্বজি! বরাহমাংসে একেবারে বঞ্চিত তুমি হবে না! (সুরাপান) জীন ব্যাপটিষ্টকে কি রাণা আটক করলেন নাকি?

ভীমজি। আটক? উদয়পুর চূর্ণ করে ফেলব না! (সুরাপান)

অম্বজি। থাক—থাক শৃগালসিং—আর বীরত্ব দেখিও না!

(সুরাপান)

ভীমজি। (সকাতরে) মহারাজ! অম্বজি যদি এভাবে আমায় অপমান করে—

দৌলত। অপমান করবার দরকার কি—অম্বজি? (সুরাপান) অপমান না করে কি কথা কওয়া যায় না?

অম্বজি। জীন ব্যাপটিষ্টও আটক হয়েছে—মহারাণীও আটক হয়েছেন —আটক হয়নি কেবল আমাদের বন্ধু শৃগালজী!

(সুরাপান)

ভীমজি। জীন ব্যাপটিষ্ট বন্দী হয়ে থাকে যদি—সেটা যুদ্ধের ভাগ্য-বিপর্য্যয়! যারা যুদ্ধকালে শিবিরে বসে আলবোলা টানে বন্ধু অম্বজির মত—তারাই কেবল পারে ভাগ্যবিপর্য্যয়কে রম্ভা প্রদর্শন করতে।

অম্বজি। সৈনিকেরা বললে যে শৃগালজীর ল্যাজ কেটে দেবার জন্য উদয়পুরের রমণীরা ছোরা যা বাগিয়ে ধরেছিল—

দৌলত। আঃ অম্বজি—অপমান করবার উদ্দেশ্য না-ও যদি থাকে তোমার, ব্যক্তিগত মন্তব্যই বা কব কেন?—দূতকে বলে

দেওয়া হয়েছে ত যেন সে ব্যাপটিষ্টকে সঙ্গে করে আনে?—আর মহারাণী?

অম্বজি। নিশ্চয়ই মহারাজ! ব্যাপটিষ্ট আর মহারাণী—দুজনার কথাই—

দৌলত। মহারাণী বিবাহের ভোজ খেতে না পেরে লড়াইয়ে মেতে উঠেছেন শুনছি!—মানসিংহের খবর কি ভীমজি?

ভীমজি। গোপনে বলব মহারাজ! এবারে যে কৌশল ক'রে এসেছি আমি—কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে মানসিংহের বিবাহ বোধ হয়—

অম্বজি। (হাস্য) কৌশল দেখতে চান যদি মহারাজ—শৃগালজীর কাছে যান—হাঃ হাঃ হাঃ—

দৌলত। হাঃ হাঃ হাঃ—ভীমজি! তুমি আর কৌশলের কথা উচ্চারণ করোনা ভাই! অম্বজি যেভাবে তোমার পেছনে লেগেছে—

ভীমজি। অম্বজির সাথে একত্র অবস্থান আর যদি করি আমি—মহারাজ! মার্জ্জনা করবেন—আমি বড়ই অপমানিত বোধ করছি। (প্রস্থান)

দৌলত। ছিঃ ছিঃ—অম্বজি! হাঃ হাঃ হাঃ—দাও হে—একপাত্র সুরা দাও।

অম্বজি। মেবারের উর্ব্বরতম প্রদেশের চল্লিশক্রোশ পরিমাণ ভূখণ্ড—ঐ বিশ্বাসঘাতককে প্রদান করতে হবে—এ কল্পনাও অসহ্য মহারাজ! (সুরা ঢালিয়া দিল)

দৌলত। তুমিও যেমন! চল্লিশ ক্রোশ ভূখণ্ড! আর আমরা

এসেছি বুঝি মেবারের রূপদর্শন করে গৃহে ফিরে যাবার জন্য! (সুরাপান) মহারাণীর কথা তুমি দূতকে বলে দিয়েছ ?

অম্বজি। বলি নাই ? বার বার করে—

দৌলত। বাঈজিবাঈর জন্য আমার উৎকণ্ঠা যেমন ক্রমেই বেড়ে চলেছে—তাতে সন্দেহ হয় যে আমি বুঝি তাকে একটুখানি ভালই বাসি!

অম্বজি। অবিলম্বেই তাঁকে ফিরে আসতে হবে! মেবারের সর্ব্বত্রই যখন মারাঠা সৈন্য বিচরণ ক'রতে আরম্ভ ক'রবে দুদিন পরে—তখন তিনি আর অবস্থান ক'রবেন কোথায় ?

দৌলত। স্ত্রীলোক যদি যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়ে মাথা ঘামায়—তাহলে পুরুষের জীবন ধারণের আর কোন অর্থ থাকে না—কি বল অম্বজি ?

অম্বজি। যুদ্ধের কথা যদি বলেন মহারাজ! যুদ্ধ চলেছে বটে জয়পুরে! সঙ্গীন লড়াই! জগৎসিংহ যুদ্ধ জানে বটে!

দৌলত। জানে যখন—তখন রাণার সঙ্গে তার আত্মীয়তা কিছুতেই ঘটতে দেওয়া হবে না! মেবার থাকবে চিরদিন নিঃসহায়, নির্ব্বান্ধব, মারাঠার পদানত!

অম্বজি। জগৎসিংহ-মীরখাঁর যুদ্ধ মিটবার পূর্ব্বেই ত মারোয়ার পতির সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ সম্পন্ন হ'য়ে যাওয়া উচিত—যদি শৃগালজীর এবারকার কোশলও সেই—গুপ্তপথে উদয়পুর প্রাসাদে প্রবেশের কৌশলের মত অর্দ্ধপথে ভেস্তে না যায়।

দৌলত। হাঃ হাঃ হাঃ—

(দ্রুত অর্জ্জুনসিংহের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। এই যে মহারাজ! দাসের অভিবাদন গ্রহণ করুন!

চন্দাবৎ প্রধান ভীমজি এখানে আছেন—সংবাদ পেয়ে আমি তাঁরই সন্ধানে এখানে এসেছি। আমি—আমি চন্দাবৎ অর্জ্জুনসিংহ ।

দৌলত। চন্দাবৎ অর্জ্জুন সিংহ ? তোমার বীরত্বের কথা শুনেছি! শক্তাবৎ গোষ্ঠীকে প্রায় নির্ম্মূল করেছ তুমি! তোমার এ দুরবস্থা কেন ? যেন অনাহারে শীর্ণ, অনিদ্রায় শুষ্ক রুক্ষ, ব্যাধিগ্রস্ত—

অর্জ্জুন। কারণ আছে মহারাজ! এক প্রবল শক্তাবৎ শত্রু আমার পশ্চাতে আজ সপ্তাহকাল ছায়ার মত অবিশ্রাম ছুটছে—আমায় একটু বিশ্রামের অনুমতি করুন মহারাজ—একটু নিরাপদে নিদ্রার সুযোগ দিন—তারপর দেখবেন—আপনার সম্মুখেই কেমন করে চন্দাবৎ অর্জ্জুন সিংহ আততায়ীর বক্ষ রক্ত পান করে!

(জীন ব্যাপটিষ্টের প্রবেশ)

জীন। মহারাজকী জয়! (সিন্ধিয়ার দিকে অগ্রসর)

দৌলত। (লাফাইয়া উঠিয়া) ব্যাপটিষ্ট—তুমি ?

(জীনের দিকে অগ্রসর)

অর্জ্জুন। জীন ব্যাপটিষ্ট! বেইমান জীন ব্যাপটিষ্ট! সংগ্রাম সিংহকে মুক্ত করে দেওয়ার এই শাস্তি! (লম্ফ দিয়া আক্রমণ)

জীন। কেঁও ? (তরবারির দ্বারা আক্রমণ প্রতিরোধ)

দৌলত। অর্জ্জুন সিংহ! কোই হ্যায় ?

(সশস্ত্র সৈনিকগণের প্রবেশ)

এই চন্দাবৎ কুকুরকে শৃঙ্খলিত কর এখনি !

অর্জ্জুন । জীন ব্যাপটিষ্ট আমার শত্রু মহারাজ ! (আত্মরক্ষার চেষ্টা)

দৌলত । হ'তে পারে – কিন্তু জীন ব্যাপটিষ্ট সিন্ধিয়ার বন্ধু ! সিন্ধিয়ার বন্ধুকে সিন্ধিয়ার সম্মুখে হত্যা করবার প্রয়াস—এ অপরাধে আমি সমস্ত চন্দাবৎ বংশ অগ্নিতে দগ্ধ করতে প্রস্তুত আছি—অর্জ্জুন সিংহ ! (অর্জ্জুন সিংহ বন্দী হইল)

(ভীমজির দ্রুত প্রবেশ)

ভীমজি । ক্ষমা—ক্ষমা—মহিমান্বিত সিন্ধিয়া ! অর্জ্জুনসিংহ নির্ব্বোধ—কিন্তু শক্তিমান ! ওকে ক্ষমা করে রাজ সেবায় নিয়োগ করুন—দেখবেন তার বাহুবলের মূল্য সামান্য নয় !

দৌলত । ভীমজির অনুরোধে তুমি কি এই শত্রুকে ক্ষমা করতে ইচ্ছুক ব্যাপটিষ্ট ?

জীন । হামারা সাথ যো দুষমণি কিয়েসে অর্জ্জুনসিং—ও হামি মাফ করনে সক্তা—লেকেন—সংগ্রাম সিংহ শক্তাবৎকে সাথ এহি শয়তান যো দুষমণি কিয়েসে—উস্‌কা ওয়াস্তে—একঠো শির তো থোড়া বাৎ—দশঠো শির উস্‌কা হোতা—তব দশ দফে কোতল করনে হোতা !

ভীমজি । ব্যাপটিষ্ট ! বন্ধু !

অর্জ্জুন । কাতরতা চন্দাবৎ প্রধান ? চিরদৃপ্ত অর্জ্জুন সিংহ মরবে দর্পোন্নত শিরে ! বীরের কাছে মৃত্যু কি ? তুমি আমার

শত্রুর কাছে কাতরতা প্রদর্শন করে চন্দাবৎ নামে কলঙ্ক অর্পণ করো না!

দৌলত। সংগ্রাম সিংহ-অর্জ্জুন সিংহের কলহের বিচার ক'রবার আমার কোন আবশ্যক ছিল না ভীমজি! কিন্তু বহুদিন পরে আজ আমার প্রভুভক্ত সৈনিক ব্যাপটিষ্টকে ফিরে পেয়েছি—সেই আনন্দে তার অনুরোধ রক্ষা না করে আমি পারছি না!—অর্জ্জুনসিংহের শিরচ্ছেদ কর।

(পাহাড়ের মাথায় বাঈজিবাঈয়ের প্রবেশ)

বাঈজি। ব্যাপটিষ্টকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে অর্জ্জুনসিংহের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন—মহারাজ! বাঈজিবাঈকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে—তার মুক্তির আদেশ দিতে প্রস্তুত আছেন কি আপনি?

দৌলত। বাঈজিবাঈ! বাঈজিবাঈ!

বাঈজি। শুনেছি—বাঈজিবাঈকে যে ধৃত করে এনে দেবে—তাকে আপনি পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত! বাঈজিবাঈকে ধৃত করে আমি এনেছি—পুরস্কার আমায় দিন—ঐ অর্জ্জুনসিংহের প্রাণভিক্ষা!

দৌলত। অম্বজি! মহারাণীকে নামিয়ে নিয়ে এস!

বাঈজি। বলে আমায় বন্দী করা আপনার সাধ্যাতীত মহারাজ! এই পাহাড়ের মাথায় আপনার সৈনিকেরা পৌঁছুবার পূর্ব্বেই আমি গহন অরণ্যে প্রবেশ করতে পারব—আমার কেশাগ্রও আর আপনি জীবনে দেখতে পাবেন না! দেখুন—ভেবে

দেখুন—কী চান? অর্জ্জুনসিংহের মৃত্যু—না বাঈজিবাঈয়ের প্রত্যাগমন?

দৌলত। তোমায় ধৃত করতে না পারি—এইখান থেকে এই বন্দুকের গুলিতে (বন্দুক তুলিয়া) এখনই তোমায় হত্যা ত করতে পারি দুর্ব্বিনীতা নারী!

জীন। মহাবাজ! (হাত ধরিল)

দৌলত। আমি শুধু ভয় দেখাচ্ছিলাম জীন! ইতিহাসে নারীহন্তা বলে নাম কিনবার স্পৃহা আমার নাই। তুমি নেমে এস বাঈজিবাঈ! এই হতভাগ্য চন্দাবৎকে আমি মুক্ত করে দিচ্ছি। শৃঙ্খল খোল সৈনিক!

অর্জ্জুন। না—না—না-কে মা তুমি—এই নরহন্তা অর্জ্জুনসিংহের মুক্তির জন্য নিজের অম্লান জীবনকুসুম অত্যাচারী মারাঠার করে ডালি দিতে প্রস্তুত হয়েছ? দিয়োনা—দিয়োনা—অতখানি ঋণের বোঝা আমি বইতে পারব না! মৃত্যুর আঁধার লোকেই আমার চিরদিন আনাগোনা—অতখানি স্বর্গীয় আলোকের ঝলক আমার পাপক্ষীণ আঁখি সইতে পারবে না সইতে পারবে না!

বাঈজি। (অবতরণ করিতে করিতে) না-না—না! পাপের কবল হ'তে, মৃত্যুর আঁধার দেশের নির্ম্মম অধিপতির করাল গ্রাস হ'তে, আমি নিজের জীবন পণে আজ তোমায় ক্রয় করে নিলাম চন্দাবৎ বীর! আজ হতে তুমি আমার! আজ হতে তুমি স্বদেশের—জন্মভূমির! আজ হতে তুমি পাপের রাহুগ্রাসমুক্ত নিঃস্বার্থ দেশপ্রাণ মেবারী রাজপুত!

তোমার জয় হোক অর্জ্জুনসিংহ! তোমার গৌরবে দেশ গৌরবান্বিত হোক!

(বনপথে দ্রুত সংগ্রামসিংহের প্রবেশ)

সংগ্রাম : ওই—ওই—ওই অর্জ্জুনসিংহ! আমার পিতৃহন্তা, পুত্রহন্তা, কুলধ্বংসী পিশাচ! (আক্রমণ)

অর্জ্জুন। প্রায়শ্চিত্তের অবসর তুমি দিয়েছিলে মা—নিয়তি দিলে না! মৃত্যু সম্মুখে! (আত্মরক্ষার চেষ্টা)

বাঈজি। সংগ্রাম! অর্জ্জুন। না—কিছুতেই না। চন্দাবৎ—শক্তাবৎ—ভুলে যাও তোমরা আততায়ী, মনে কর তোমরা মেবারী রাজপুত, তোমরা ভাই—এক মায়ের যমজ সন্তান! আর তা যদি না পার—তবে তোমাদের যুগ্ম অসি পরস্পরের বক্ষে না প্রহার করে—এই মর্ম্মপীড়িতা মেবারকুমারীর বক্ষে বিদ্ধ কর! আমার রক্তে তোমাদের জিঘাংসার পরিতৃপ্তি হোক—জন্মভূমির হৃদয়জ্বালার হোক চিরনির্ব্বাণ!

সংগ্রাম। চারণি! দেবি!

অর্জ্জুন। দেবি! মা!

(উভয়ে নতজানু—বাঈজিবাঈ উভয়ের হাত মিলিত করিয়া দিলেন)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দৌলতরাওয়ের শিবির কক্ষ

(দৌলতরাও, জীন ব্যাপটিষ্ট)

জীন। সোণে ঔর জহরৎ—কুছ মেবারমে হ্যায় নেই মহারাজ! পল্টন লেকে এৎনা দূর যানেসে ফায়দা কুছ হোবে নেই।

দৌলত। না থাকে অর্থ—নেই! আমি রাজপুতের উচ্চ শির নত করতে চাই! সমগ্র রাজস্থান আমার বশীভূত হবে—এ আমার জীবনের স্বপ্ন! সেই রাজস্থানের সব চেয়ে দুর্ব্বল —অথচ সব চেয়ে গর্ব্বিত রাজা আজ ঐ রাণা!—তাঁর গর্ব্ব আমার চূর্ণ করতেই হবে!

জীন। রাণাকো কোতল করনে আপ সকোগে মহারাজ! লেকেন—গর্ব্ব চুর্ণ করনা হ্যায় দুস্‌রা বাৎ! গর্ব্ব লেকে ও লোক পয়দা হইয়েছে—যব্‌ মর্‌বে—গর্ব্ব সাথ লেকেই মর্‌বে! রাণাকো সাথ্‌ দুষমণি মৎ করো রাজা!

দৌলত। রাজনীতির ব্যাপারে তোমার পরামর্শ দিতে আসা উচিত নয় ব্যাপটিষ্ট! তোমায় ভালবাসি বলে তোমার অনুরোধে আমি জয়পুর থেকে মীরখাঁকে বেরিয়ে যেতে আদেশ পাঠিয়েছি। কৃষ্ণকুমারীকে তুমি ভগ্নী সম্বোধন করেছ—তোমার সে

সম্বোধনের মর্য্যাদা আমি রাখব—কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে জগৎসিংহের পরিণয়ে কোন বাধাই আমি আর দেব না !

জীন। মহারাজকো বহুৎ মেহেরবানী !

দৌলত। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর বিবাহে বাধা দেব না বলেই যে আমার নিজের শক্তি বৃদ্ধির কল্পনা ত্যাগ করতে হবে—এ তোমার অন্যায় আবদার জীন ! তোমার অনুরোধে আমি এই পর্য্যন্ত করতে পারি নে—বশ্যতা স্বীকার করলে পরে রাণার প্রতি আমি যথাসম্ভব সদয় ব্যবহার করব ! তুমি অবিলম্বে মেবার যাত্রার জন্য সৈন্য সজ্জিত কর জীন !

জীন। পল্টন লেকে মেবারমে কভি নেহি যাবে জীন ব্যাপটিষ্ট ! জীন ব্যাপটিষ্টকো ছুটী দে দেও মহারাজ !

দৌলত। জীন ! এত উদারতা, এত ভালবাসার এই প্রতিদান ?

জীন। কিষ্টুকো হামি বহিন বলিয়েছে—বহিনকে ঘরমে পল্টন লেকে যাবে নেই—নেহি যাবে জীন ব্যাপটিষ্ট !

দৌলত। উত্তম ! তবে দেখ—তোমার সাহায্য ব্যতিরেকেই দৌলতরাও সিন্ধিয়া মেবারের স্বাধীনতা নিঃশেষে ধ্বংস করতে পারে কিনা ! মনে কর—আমার সঙ্গে গেলে রাণার কিছু উপকার করতে পারতে তুমি !

জীন। কেঁও ?

দৌলত। তোমার এই বিদ্রোহে—হাঁ—এ অবাধ্যতার নামান্তর বিদ্রোহই—এই বিদ্রোহের ফল কি হবে জান ? মীরখাঁকে আবার এখনি আমি পত্র প্রেরণ করব দ্বিগুণ উৎসাহে

জয়পুর উৎসাদনে প্রবৃত্ত হ'তে! কৃষ্ণকুমারীর বিবাহের আশা আকাশ কুসুম! (প্রস্থানোদ্যত)

জীন। মহারাজ!

দৌলত। (ফিরিয়া) ভেবে বল—আমার সঙ্গে যেতে তুমি রাজী?

জীন। হাঁ—রাজী! (প্রস্থান)

দৌলত। জীন ব্যাপটিষ্টের দুর্ব্বলতাগুলো আমায় অনেক সময়ে বিপন্ন ক'রেছে - কিন্তু ওর এবারকার আচরণ চরম! মেবার বিজয়ের পর ওকে হয়ত গোলন্দাজ সেনার নায়কত্ব হ'তে অপসারিত করাই প্রয়োজন হবে।

(অম্বজির প্রবেশ)

অম্বজি। আমায় স্মরণ ক'রেছেন মহারাজ?

দৌলত। না ক'রে করি কি? মেবার বিভাগে রাণা রাজী হলেন না - কাজেই মেবার আক্রমণ করতে হয়! তাতে কত অর্থের প্রয়োজন হবে অনুমান করছ?

অম্বজি। যুদ্ধের মত যুদ্ধ হবে না মোটেই—কারণ রাণার সৈন্য বলতে কিছু নেই। তবু কোটী টাকা ব্যয় নিশ্চয়ই হবে।

দৌলত। রাজকোষে অর্থ আছে কত?

অম্বজি। রাজকোষে প্রায় পনেরো কোটী মুদ্রা সঞ্চয় ছিল—তা ত মহারাজের আদেশে —

দৌলত। মহারাজের আদেশে মহারাজের নিজস্ব তহবিলের অন্তর্ভুক্ত করে গোয়ালিয়রে প্রেরণ করা হয়েছে। তাতে অন্যায়টা কি হয়েছে অম্বজি?

অম্বজি। না—অন্যায় কিছুই হয়নি—কারণ—

দৌলত। কারণ আজকার দিনে রাজাদের সিংহাসন আজ আছে কাল নেই! আমার যদি সে রকম একটা ভাগ্যবিপর্য্যয়ই ঘটে—তবে কি স্ত্রীর হাত ধরে পথে দাঁড়াব? অর্থ সঞ্চয়ের দিকে ইদানীং আমি একটু বেশী মনোযোগী হয়েছি—অম্বজি—যাতে প্রয়োজন হলে বিদেশে গিয়েও দু'দিন আরামে বাস করতে পারা যায়।

অম্বজি। মহারাজ বিজ্ঞ!

দৌলত। তাতে সন্দেহ মাত্র নেই! এখন বল দেখি—রাজকোষে অর্থ যখন আপাততঃ নেই—তখন মেবার যুদ্ধের এই ব্যয় সঙ্কুলান হবে কিরূপে?

অম্বজি। আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না মহারাজ?

দৌলত। আমি তবে বলে দিই মন্ত্রী! ভীমজির আর তোমার কাছে আমার দেড় কোটী টাকা পাওনা আছে।

অম্বজি। মহারাজ!

দৌলত। মানসিংহের দরুন পঞ্চাশ লক্ষ, জগৎসিংহের দরুণ পঞ্চাশ লক্ষ আর শক্তাবৎ সম্প্রদায়ের দরুণ পঞ্চাশ লক্ষ!—

অম্বজি। সে অর্থ ত এখনো কিছুই আদায় হয় নি মহারাজ! আর ভীমজিও বর্ত্তমানে এখানে উপস্থিত নেই!

দৌলত। নরকে যাক ভীমজি! আমি তাকে চিনতামও না। তুমি তাকে বন্ধু বলে নিয়ে এলে আমার কাছে—তোমার কথামতই আমি বাপটিষ্টকে পাঠালাম মেবারে, মীরখাঁকে

পাঠালাম জয়পুরে!—অর্থটা আমার আজই চাই অম্বজি—
নইলে মেবার আক্রমণের উদ্যোগ বন্ধ করতে হয়।

অম্বজি। আমি—আমি অর্থ কোথায় পাব মহারাজ?

দৌলত। হাঃ হাঃ হাঃ—দেবে না তাই বল! তোমার অর্থের অভাব? তুমি আমার মত সাতটা দৌলতরাওকে হাটে কিনে বাজারে বেচতে পার! এই কোই হ্যায়—

(জ্বলন্ত মশাল হস্তে কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ)

অম্বজি। মহারাজ! মহারাজ।

দৌলত। মন্ত্রীর কাছে অর্থ আদায় কর তোমরা—আমি ততক্ষণ একটু— (প্রস্থান)

(সৈনিকগণ জ্বলন্ত মশালে অম্বজির হস্তপদ দগ্ধ করিতে
লাগিল—অম্বজির আর্ত্তনাদ)

(বাঈজিবাঈকে লইয়া দৌলতরাওয়ের পুনঃ প্রবেশ)

বাঈজি। উঃ—একি?

দৌলত। আদায় করছি! তুমি দেখে রাখো—আর জেনে রাখো—অর্থ আদায় করতে যে জানে—অনুরাগ আদায় করতেও সে জানে!—মন্ত্রী কি এখনও ঋণ শোধে অস্বীকৃত? তাহ'লে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে—

অম্বজি। না—না—আমি দেব—আমি দেব—

দৌলত। দেড় কোটী টাকা?

অম্বজি। দেড় কোটী টাকা।

দৌলত। কোথায় আছে ?

অম্বজি। আছে—আছে—

দৌলত। কড়া পাহারায় রাখো মন্ত্রীকে। দগ্ধ হস্তপদে প্রলেপ দেবার আবশ্যক নেই—কারণ ও সামান্য ক্ষত—আপনিই দুদিনে শুকিয়ে যাবে! যাও—মন্ত্রীকে নিয়ে যাও। (সৈনিকগণ অম্বজিকে লইয়া গেল) কি করব বল বাঈজিবাঈ! জীন ব্যাপটিষ্টের অনুরোধে মীরখাঁকে জয়পুর থেকে অপসারিত করতে হল—কাজেই জয়পুরের পঞ্চাশ লক্ষ আদায়ের সম্ভাবনা কম! মানসিংহ কৃষ্ণকুমারীকে পাবে বলে আশা নেই—সুতরাং মানসিংহের কাছে অর্থ আদায় হওয়ার আশাও নেই বললেই হয়। আর শক্তাবৎ বংশ ত প্রায় নির্ম্মূল হয়েছে! কাজেই—

বাইজি। কাজেই করায়ত্ত মন্ত্রীকে উৎপীড়ন করে—

দৌলত। আমার প্রাপ্য টাকা যখন, কেউ একজন তা দেবে ত! সে কথা যাক—তুমি মেবার থেকে ফিরে এসে অবধি নির্জ্জনে বাস করছ! অর্জুনসিংহের জীবনের মত একটা চড়া দাম দিয়ে তোমায় যে ফিরিয়ে আনলাম—সে কি তোমায় নির্জ্জনবাসের সুযোগ দেবার জন্য ?

বাঈজি। আপনার জন্য আমার অন্তরে বিন্দুমাত্র অনুরাগের অস্তিত্ব নেই—তা ত আপনাকে স্পষ্ট করে জানিয়েছি!

দৌলত। অনুরাগের অস্তিত্ব নেই? অম্বজিও বলেছিল—তার ভাণ্ডারে অর্থের অস্তিত্ব নেই। দেখলে না—অস্তিত্বহীন বস্তুও দৌলতরাও আদায় করতে জানে!

বাঈজি। (হাসিয়া) আমায়ও আগুণে দগ্ধ করবেন বুঝি?

দৌলত। প্রয়োজন হলে করতে হবে।

বাঈজি। আপনার মতিচ্ছন্ন হয়েছে!

দৌলত। আমার?

বাঈজি। তা না হলে রাজপুতানীকে অগ্নির ভয় দেখাতেন না!

দৌলত। অগ্নি কি বড় সুখসেব্য?

বাঈজি। মহারাজ রাজপুত নন—কিন্তু কখনও কি গল্পও শোনেন নি যে রাজপুত রমণীরা—

দৌলত। স্বামীর চিতায় সহমরণে যায়! অথচ সেই রাজপুত রমণী তুমি—তুমি তোমার স্বামীকে ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখছ!

বাঈজি। তার কারণ—আপনাকে স্বামী বলে ভাবতেই আমার ঘৃণা হয়।

দৌলত। ধৃষ্টা রমণী!

বাঈজি। যুদ্ধের প্রাকালে মস্তিষ্ক তপ্ত করলে আপনার ক্ষতি হবে! প্রকৃতিস্থ হোন!

দৌলত। প্রকৃতিস্থ আছি—প্রকৃতিস্থ থাকব—গর্ব্বিতা রাজপুতানী! আশা করি যুদ্ধের অবসানে তোমার প্রিয় সুহৃদ রাজপুতজাতির ধ্বংস স্বচক্ষে দর্শন করে তুমিও প্রকৃতিস্থ থাকতে সক্ষম হবে।

বাঈজি। রাজপুত জাতির ধ্বংস? তা আর হয় না মহারাজ!

দৌলত। হয়না?

বাঈজি। হয়না—কারণ রাজপুত জেগেছে!

দৌলত। জেগেছে ?

বাঈজি। রাজপুত জেগেছে ! চন্দাবৎ শক্তাবৎ পরস্পরকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করেছে ! রাজপুতকে যুদ্ধে হয়ত আপনি এখনো দু'একবার পরাজিত করতে পারবেন—কিন্তু তার ধ্বংস করা আজ আপনার সাধ্যাতীত মহারাজ ! মুমূর্ষু রাজপুতের কর্ণে প্রবেশ করেছে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র—আজ সে সর্ব্বশত্রুর অপরাজেয় !

দৌলত। মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ? কি সে মন্ত্র ? কে দিলে তাকে সে মন্ত্র ?

বাঈজি। সে মন্ত্র মাতৃপূজার মন্ত্র—তাকে সে মন্ত্র দিয়েছে এই দানা রাজপুতানী—বাঈজিবাঈ— (প্রস্থানোদ্যত)

দৌলত। দাঁড়াও বাঈজিবাঈ ! তাকে সে মন্ত্র তুমি দাওনি, তাকে সে মন্ত্র দিয়েছি আমি—সিন্ধিয়া ! রাজপুত যদি আজ জেগে থাকে—তবে সে জেগেছে আমারই অত্যাচারে—আমারই উৎপীড়নে ! সেজন্যও কি আমি তোমার কাছে এতটুকু কৃতজ্ঞতা দাবী করতে পারিনা মহারাণী ?

বাঈজি। মহারাজ !

দৌলত। তোমরা সবাই জেনেছ সিন্ধিয়া এক অর্থলোলুপ হৃদয়হীন পিশাচ ! কিন্তু এ কথা কি কোনদিন ভেবে দেখেছ মহারাণী—যে তার পৈশাচিকতা নির্ম্মমভাবে প্রযুক্ত হয়েছে শুধু অর্থলোভী স্বার্থসর্ব্বস্ব শঠ শয়তানদের উপর ? রাণার গর্ব্বকে আমি আহত করেছি—কিন্তু তাঁর মহত্বকে সম্মান দিতে কার্পণ্য করিনি। তুমি বা জীন ব্যাপটিষ্ট আমার বিদ্রোহিতা ক'রেও কখনও আমার কাছ থেকে এতটুকু শাস্তি

পাওনি—এর পরেও কি মহারাণী বলবেন তাঁর স্বামীকে তিনি ঘৃণা করেন ?

বাঈজি : স্বামী !

দৌলত। হাঃ হাঃ হাঃ—বলেছি তো বাঈজিবাঈ—প্রীতি আদায় করতেও আমি জানি ! আমার রাজনীতি তুমি বুঝতে পারবেনা বাঈজিবাই—কিন্তু তোমার স্বামীকে অমানুষ বলে ঘৃণা করবার আগে, অতিমানুষ বলে একটুখানি শ্রদ্ধাও করতে পার হয় তো !

বাঈজি। তাই যদি হয়—তবে হে রুদ্রদেবতা, সম্বরণ কর—সম্বরণ কর তোমার রুদ্রতাণ্ডব—নতুবা সৃষ্টি যে রসাতলে যায় !

দৌলত তা হয়না রাণী ! স্বার্থের শিক্ষা আমার, তোমার শিক্ষা ত্যাগের। তোমার আমার পন্থা এক নয়—কিন্তু গৌরবের ভাগ তোমারও যেমন—আমারও তেমনি !　　　(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদয়পুর রাজান্তঃপুর—রাত্রিকাল

(উদ্যানমধ্যে রঙ্গীবাঈ ও দেবী ভ্রমণ করিতেছে)

দেবী। তোর এত রাত্তিরে বাইরে বেড়াবার সখ হল কেন বলতো রঙ্গী ? মনসুখের পাচীল টপকে আসবার কথাটথা নেই ত ?

রঙ্গী। তা থাকলে তোকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম কিনা ! এত সকাল রাত্তিরে ঘুম পাচ্ছেনা ভাই ! রাজকুমারীর ঘরে এমন সময় রোজ রাত্রে কত কি গল্পগুজব হয়—আজ তিনি সন্ধ্যে হতেই ঘরে গিয়ে দোর দিলেন ! আমরা এখন করি কি ?

দেবী। যাই বল ভাই—ঐ যে সেদিন তুই একলিঙ্গ মন্দিরের সামনে তাঁকে কোন সন্নিসীর কাছে নিয়ে গেলি হাত গুণতে—সেই থেকে রাজকন্যে আর আগের মত নেই !

রঙ্গী। হ্যাঁ—কী যেন সদাই ভাবে—জিজ্ঞাসা করলে হাসে—কোন কথারই উত্তর দেয় না !

দেবী। এ সব লক্ষণ কিন্তু ভাল নয়—রাণীমাকে বলা উচিত।

রঙ্গী। দেখি—আর দুটো দিন দেখি !

(প্রাচীর টপকাইয়া মনসুখ ভিতরে পড়িল—
একেবারে রঙ্গীর ঘাড়ের উপর)

রঙ্গী। ওমা—ও বাবা—

দেবী। ও বাবা—ওমা—ডাকাত—ভূত—ভূত—ডাকাত—

(চীৎকার করিতে করিতে প্রস্থান)

মন। আমি—আমি—ও রঙ্গী—আমি—

রঙ্গী। ওমা ভূত—ও বাবা ভূত—

মন। ভূত নই—আমি মনসুখ—আমি মনসুখ—ভূত নই !

রঙ্গী। মনসুখ যদি—তবে আমার ঘাড়ে চড়তে গেলি কেন ?

(উঠিয়া দাঁড়াইল)

মন। তুই আমার ঘাড়ে চ'ড়েছিস আজ ক'দিন আগে—তা খেয়াল আছে ? সে—ঘাড়ে চড়ার কাছে এ—ঘাড়ে চড়া ত কিছুই নয় !

নেপথ্যে। হা রে রে রে—

নেঃ দেবী। এই দিকে ! এই দিকে !

নেঃ প্রহরী। হামলোক পাহারা দেতা হ্যায়—ভূত আসবে কিধারসে ?

মন। ও রঙ্গী—এখন উপায় ?

রঙ্গী। তা আমি কি জানি ? আমি ত পালাই !

(পলায়নোদ্যত—মনসুখ তাহাকে ধরিল)

মন। না না পালাস নি ! তুই এখানে থাকলে আমায় লোকে ভাববে প্রেমিক—আর তুই না থাকলে ভাববে চোর !

(প্রহরীগণের প্রবেশ)

১ম প্রহরী। হা রে রে রে— (মনসুখকে প্রহার)

২য়। ভূত ত নেহিন—চোট্টা ! (প্রহার)

১ম। আওরৎ বি চোট্টা—

২য় । উস্‌কো ভি লাগাও—

রঙ্গী । আমি রঙ্গী—আমি রঙ্গী—রাজকুমারীর সখী—

১ম । এঃ—রঙ্গীবাঈ !—বিলকুল তাজ্জব !

২য় । এঃ—মনসুখদাস !—আস্‌নাইকা খেল—হোঃ হোঃ হোঃ :

উভয় প্রঃ । হাঃ হাঃ হাঃ !

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী । আগে আমায় কথাটা চে:প গেলি রঙ্গী ! আমায় বললে আমি কি আর তোর রসের নাগর কেড়ে নিতাম ! এখন সামাল দাও—যেমন করে পার !—রাণী মা আসছেন !

রঙ্গী । রাণীমাকে এর মধ্যে খবর দিতে গেলি তুই ? আগে একবার দেখতে হয় না—যে ব্যাপারখানা কি ?

দেবী । ব্যাপারখানা যে এত জটিল—তা আমি আগে জানব কেমন করে ? আমি বলি—ভূত নয় ত ডাকাত ! কে জানত ভূতও নয়—ডাকাতও নয়—তোমার দাসখতের দাস মনসুখদাস !

রঙ্গী । আমি গলায় দড়ি দেব—বিষ খাব—এ কালা মুখ আমি রাণীমাকে দেখাব না ! (ছুটিয়া প্রস্থানোদ্যত)

মন । চুপ চাপ ঠারো প্রেয়সী—আমি সব ঠিক কর্‌ দেগা ! রাণীমা আসছেন ত ? মাভৈঃ—তোকে নিষ্যস্‌ বলি শোন—আজ রাতেই আমাদের চির মিলন ঘটবে !

রঙ্গী । হাঁ - ফাঁসী কাঠের পালঙ্কে !

(রাণা ও রাণীর প্রবেশ)

রাণা। ব্যাপার কি ?

প্রহরী। এ—এ—এ—

মন। ব্যাপার মহারাণা—আমায় মেরেছে !

রাণী। তুমি রাত্রিকালে অন্তঃপুরে কেন ?

মন। অন্তঃপুরে না এলে দেখা পাইনা যে !

রাণী। হুঁ—রঙ্গীর !

মন। আজ্ঞে না—রঙ্গীর নয়—আপনার !

(রাণার উচ্চহাস্য)

রাণী। দুর্ব্বৃত্ত !

মন। ভুল বলেছি রাণীমা ! আপনার নয়—রাণার সঙ্গে দেখা করবার দরকার ছিল ! রাত্রিবেলা ত রাজসভা বসে না ! কাজেই পাচীল টপকাতে হ'ল !

রাণা। আমার সঙ্গে এই রাত্রেই দেখা করার তোমার এমন কি প্রয়োজন ছিল মনসুখ !

মন। প্রয়োজন—বলি রাণীমা—এই যে সব জাঁদরেল সেপাই ঘুরে ঘুরে নিরীহ গোবেচারীদের পিঠে পিঠে লাঠি ঠুকছেন—এঁরা কি জানেন যে আজ এই অমাবস্যার রাত্রে রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারী কোথায় ?

রাণা ; অ্যাঁ—

রাণী। কৃষ্ণা ? কেন—তার কক্ষে ?

রঙ্গী। নিশ্চয় !

মন। চোপরাও রঙ্গী! যা জানিস্‌নি তার মাঝে কথা কইতে আসিস্ কেন? মহারাণা! রাজকুমারী অন্তঃপুরে নেই!

রাণা। রাণী!

রাণী। মনসুখ!

মন। রাজকুমারীকে আমি চাক্ষুষ দেখে এসেছি একলিঙ্গ মন্দিরে —একাকিনী!

রাণা। উন্মাদ—

রঙ্গী। সর্ব্বনাশ! (ছুটিয়া প্রস্থান)

রাণী। মনসুখ!

মন। আমি জান্‌তাম রাজকুমারী আজ এই অমাবস্যার রাত্রে একাকিনী একলিঙ্গ মন্দিরে পূজা দিতে যাবেন! বলতে কি—আমিও গিয়েছিলাম একলিঙ্গ মন্দিরে! দু'জনেরই অভীষ্ট সিদ্ধির কামনা রয়েছে কি না?

রাণা। অমাবস্যা রাত্রি! অভীষ্ট সিদ্ধি! কৃষ্ণা বলেছিল—

(রঙ্গীর প্রবেশ)

রঙ্গী। নেই—নেই—রাজকুমারী কক্ষে নেই!

রাণী। কখন সে গেল? কেমন ক'রে গেল?

রাণী। আমি এখুনি যাচ্ছি রাণী—

মন। যান্—দু'চার জন সৈনিক যদি পান—সঙ্গে নেবেন—কারণ—

রাণা। সৈনিক?

মন। সত্য কথা বল্‌তে কি রাণা! চন্দাবৎ সৈনিকদের মন্দিরের কাছে দেখতে না পেলে নিজের কাজ ছেড়ে আমি রাজকুমারীর খবর দেবার জন্য এমন আচমকা অন্তঃপুরে এসে

ঢুকতাম না—সেপাইয়ের লাঠি খাওয়ার জন্য ! রঙ্গীর আর জন্মে সাবিত্রী ব্রত করা ছিল—তাই জীবনটা টিকে আছে এতক্ষণ !

রাণা । চন্দাবৎ সৈনিক ? একলিঙ্গ মন্দিরে ? আর আমার কৃষ্ণা সেখানে ? রাণী—আমি যাই !

(প্রহরীগণসহ দ্রুত প্রস্থান)

রাণী । মনসুখ ! তোমার এ ঋণ কোনদিন শুধতে পারব না ! তোমায় একদিন অমানুষ বলে তিরস্কার করেছিলাম । আজ আশীর্ব্বাদ করছি ! কৃষ্ণাকে যদি ফিরে পাই—জানব তোমারি দয়ায় ফিরে পেয়েছি ! আমিও রাণার সঙ্গে যাই ! —রঙ্গী—তোমরা সাবধানে থাক—মনসুখের শুশ্রূষা কর— ও হয়ত প্রহরীদের হাতে গুরুতর আঘাত পেয়েছে !

(দ্রুত প্রস্থান)

মন । কেমন রঙ্গী—বলিনি সেদিন ?

রঙ্গী । কি বলেছিস তুই ?

মন । বলিনি যে এই অমাবস্যা রাত্তিরটে যাক্—তারপর দেখবি রাণী নিজে এসে বলবেন—

রঙ্গী । তুই এখন থাম বাপু—রাজকুমারী ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে বাঁচি !—তোর কি সত্যি সত্যি লেগেছে কোথাও ?

মন । লাগবার যা তা অনেকদিন আগেই লেগেছে—আজ আর নূতন করে লাগবে কি ?

দেবী । তোমরা দু'জনে লাগালাগির খোঁজখবর নাও—আমি ঘরের দিকে যাই । (প্রস্থান)

মন। একটা গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে রঙ্গী !

রঙ্গী। গেয়ে ফেল !

মন। না—গাইব না ! রাজকুমারীর জন্য মনটা খুঁৎ খুঁৎ করছে ! যে পাজী ঐ চন্দাবৎগুলো ! তরোয়াল একখানা দিতে পারিস ? না হয় মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাই !

রঙ্গী। তরোয়াল কেমন করে কোমরে বাঁধতে হয় জানিস ?

মন। তা জানিনে বটে—সত্যিই আমি মানুষ নই ! আজকের বিপদের দিনে কোন কাজেই লাগব না আমি !

রঙ্গী। তুই যে কাজ করেছিস—অনেক বীরপুরুষের দ্বারাও তা হত না ! রাণী কি বলে গেলেন শুনেছিস্ তো ?

মন। তাত শুনেছি ! তুই এখন কি বলিস্ তাই শুনতে চাই !

রঙ্গী। আমি আবার নূতন করে কি বলব বল ! যা বলবার তা ত অনেকদিন আগেই বলেছি—

মন। তবু ?

— রঙ্গীর গীত —

আমার মনোচোর !

গুণছে কবে বিরহেরি হবে নিশি ভোর।
বুদ্ধি একটু মোটাসোটা বিদ্যেস্থানে শূন্যি !
এমন নাগর মেলে কেবল থাকলে অনেক পুণ্যি !
কাজ কর’গে—বল্‌লে বঁধু কাঁদবে অঝোর ঝোর।
রূপে কালো কুচকুচে তার নাদাপানা পেট—
গুণের কথা কইতে গেলে নিজের মাথা হেঁট—
মার ঝাঁটা—থাকবে তবু জুড়ে ঘরের দোর।

তৃতীয় দৃশ্য

একলিঙ্গ মন্দিরের প্রাঙ্গন

মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ—প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া ভীমজি
ও অজিত সিংহ।

ভীমজি। আর বিলম্ব করা চলে না—যদি রাণা কোনরূপে সংবাদ পান—

অজিত। সংবাদ পেলেও একা আসতে হবে—উদয়পুর দুর্গে যে মুষ্টিমেয় সৈন্য ছিল তাদের নিয়ে ফতেচাঁদ আজ প্রভাতে কার্য্যান্তরে দূরে গমন করেছে। ফিরতে দু'একদিন দেরী হবে!

ভীমজি। তাকে পাঠিয়েছ বুঝি তুমি? তুমি সত্যই চতুর!

অজিত। তোমার সহকর্ম্মী হবার খুব অযোগ্য নই! কিন্তু আর একবার জিজ্ঞাসা করে নিই—আমার সম্বন্ধে সিন্ধিয়া মহারাজ পরে কোন গোলযোগ ক'রবেন না ত?

ভীমজি। গোলযোগ? অমন আশ্রিতবৎসল আর আ'ছে? লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক আয়ের ভূমিবৃত্তি তুমি যদি না পাও—তবে আমার নাম ভীমজি-চন্দাবৎই নয়!

অজিত। কৃষ্ণকুমারীকে তা হ'লে তুমি এখনি মানসিংহের কাছে নিয়ে যাবে?

ভীমজি। না নিয়ে করছি কি? এ ভিন্ন মেবারে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়ান্তর নাই! সিন্ধিয়া এ বিবাহ চান!

অজিত। আমি আর কৃষ্ণকুমারীর সম্মুখে আসব না এখন!

ভীমজি। লজ্জা হচ্ছে? দুর্ব্বলতা! যাক—তোমার প্রয়োজন নেই কৃষ্ণকুমারীর সম্মুখে আসবার! তুমি বরং অগ্রসর হয়ে দেখ—সিন্ধিয়াসৈন্য কত দূরে? মানসিংহের শিবির অভিমুখে যাত্রা করবার পূর্ব্বে যদি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যেতে পারি—বড়ই ভাল হয়!

অজিত। সিন্ধিয়ার সৈন্য কি এত নিকটে? কই—সংবাদ পাই নি ত?

ভীমজি। সংবাদ দেবে কে? আমার অনুচরেরা উদয়পুরের সমস্ত পথ আটক করে বসে আছে! হাঁ—সিন্ধিয়ার আজ রাত্রেই একলিঙ্গের মন্দিরে সসৈন্যে পৌঁছুবার কথা! তুমি অগ্রসর হয়ে দেখ!

অজিত। যদি তোমার দেখা হয় সিন্ধিয়াব সঙ্গে—আমার ভূমিবৃত্তির কথাটা আর একবার—

ভীমজি। বলব—

(অজিতসিংহের প্রস্থান)

(ভীমজি মন্দিরের দ্বারে করাঘাত করিল)

মন্দিরাভ্যন্তরে কৃষ্ণকুমারী। কে?

ভীমজি। আমি বন্ধু! দ্বার খোল—রাজকুমারী!

(কৃষ্ণকুমারী দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল—সঙ্গে সঙ্গে দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ হইল)

কৃষ্ণ। এ কি—দ্বার রুদ্ধ করলে কে?

ভীমজি। মন্দিরের কোন একজন পুরোহিত—

কৃষ্ণ। পুরোহিত? কেন?

ভীমজি। আমি তাকে পূর্ব্ব হ'তে সেইরূপই নির্দ্দেশ দিয়ে রেখেছি!

কৃষ্ণা। আপনি দিয়ে রেখেছেন? কেন? কে আপনি?

ভীমজি। আমি চন্দাবৎ সর্দ্দার ভীমজি!

কৃষ্ণা। ওঃ—আপনি আমায়—আপনি আমায়—

ভীমজি। আমি তোমায় নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে চাই!

কৃষ্ণা। নিরাপদ আশ্রয়!

ভীমজি। অর্থাৎ—স্বামীর আশ্রয়!—

কৃষ্ণা। স্বামী?—

ভীমজি। মেবার সীমান্তে তোমার বিধি-নির্দ্দিষ্ট স্বামী মারোয়ারপতি মানসিংহ অবস্থান করছেন—তোমার আগমন প্রতীক্ষায়! কাল বিলম্ব না করে সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হও রাজকন্যা!

কৃষ্ণা। তোমার ধৃষ্টতার সীমা নাই—রাজদ্রোহী চন্দাবৎ! তুমি কি জাননা—আলাউদ্দিনের মত দিগ্বিজয়ী সম্রাটও একদিন মেবারের নারীকে প্রলুব্ধ করতে সক্ষম হয় নি! আমিও সেই মেবারের নারী! সূর্য্য কক্ষচ্যুত হবে—তবু মেবার দুহিতা কৃষ্ণকুমারী জয়পুরপতি জগৎসিংহ ভিন্ন অন্য পুরুষের করে আত্মসমর্পণ ক'রবে না! তুমি যদি সতীর অভিশাপে দগ্ধ হ'তে বাসনা না কর চন্দাবৎ—তবে দূরে যাও আমার সম্মুখ হতে!

ভীমজি। নিরর্থক কালক্ষেপ হচ্ছে! (বংশীধ্বনি ও চন্দাবৎগণের প্রবেশ) বন্দী কর—চন্দাবৎগণ! শোন কৃষ্ণা—ইতর রমণীর ন্যায় ক্রন্দনে, বিলাপে অশান্তির সৃষ্টি কর যদি—

বিন্দুমাত্র ফল তাতে হবে না! তোমার উদ্ধারে অঙ্গুলিটী উত্তোলন করবে—সন্নিকটে এমন কেউ নেই!

(রাণার প্রবেশ)

রাণা। আমি আছি—ভীমজি চন্দাবৎ!

কৃষ্ণা। বাবা—বাবা!

(ছুটিয়া আসিতে উদ্যত—সৈন্যগণ বাধা দিল)

ভীমজি। কন্যার অদর্শনে উৎকণ্ঠিত হয়ে এই রজনীর অন্ধকারে স্বয়ং রাণা রাজপুরী হ'তে তিনক্রোশ দূরবর্ত্তী এই বিজন প্রান্তরে উপনীত! রাজকুমারী—আমি ভুল বলেছি! তোমার উদ্ধারে—অঙ্গুলি কেন—সমগ্র বিপুল দেহখানি নিয়োগ করবার মত ব্যক্তি—এই তোমার পিতাই তোমার সম্মুখে উপস্থিত '—কিন্তু তবু তোমার উদ্ধারের কোন আশা নাই! আমি রাণার সম্মুখেই আজ তোমায় সবলে অপহরণ করে নিয়ে যাব রাঠোর শিবিরে—মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে পরিণীতা করবার জন্য!

রাণা। চন্দাবৎগণ!

ভীমজি। ওরা বধির—রাণা! চন্দাবৎ সামন্ত ভিন্ন কেউ—রাণা বা ভগবান একলিঙ্গ—যে কেউ ওদের সম্বোধন করুন না কেন —ওরা বধির ও মূক!—কৃষ্ণার মুক্তি আমি দিতে পারি এক সর্ত্তে!

রাণা। ধৃষ্ট বিদ্রোহী! (তরবারি উত্তোলন)

ভীমজি। রাণার সম্মুখে মুক্ত অসিকরে দাঁড়াও কতিপয় সশস্ত্র

চন্দাবৎ ! আমি নিজের মূল্যবান জীবন এমন নিষ্প্রয়োজন শক্তি পরীক্ষায় বিপন্ন করতে চাইনা। (চন্দাবৎগণ ভীমজিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল)—শুনুন রাণা—এক সর্ত্তে আমি রাজকন্যাকে এখনি মুক্ত করতে প্রস্তুত আছি! সে সর্ত্ত এই যে নিকটতম শুভলগ্নে মহারাজ মানসিংহকে আপনি স্বেচ্ছায় সাদরে উদয়পুরে আহ্বান করে এনে তাঁর করে কন্যা দান করবেন ! একলিঙ্গকে সাক্ষী করে প্রতিশ্রুতি দিন—চন্দাবতের অসি আপনার শত্রুতা-সাধনে এখনি বিরত হবে ! চিরতরে চন্দাবৎ যোদ্ধাগণ আপনার সিংহাসনের দৃঢ়তম স্তম্ভরূপে রাজসেবা করবে !

রাণা। বিস্মৃত হও কেন—চন্দাবৎ ভীমজি—সেদিনকার কথা—যেদিন উদয়সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে মেবারের রাণা ঘোষণা করেছিল—কৃষ্ণাকে যদি মৃত্যুমুখ হ'তে বাঁচাবার জন্য তোমার অনুকম্পা আমার অত্যাবশ্যক হয়—সে অনুকম্পা আমি নেব না ? বুঝতে পেরেছি—তোমার কোন নারকীয় কৌশলে কৃষ্ণার হয়তো আজ মৃত্যু অনিবার্য্য! বেশ—কৃষ্ণা মরুক—চন্দাবৎ যেমন ছিল মেবারে—তেমনি চিরতরে থাক বর্জ্জিত, পতিত, অভিশপ্ত !

কৃষ্ণা। মরতে আমি ভয় পাবনা পিতা ! এই নরপশুগণ আমার বসনাঞ্চল স্পর্শ করবার পূর্ব্বেই—মেবারের রাজকন্যা আমি তাদের ললাটে চরণাঘাত করে সতীলোকে প্রস্থান করব। বড় ভাগ্যবতী আমি—মৃত্যুকালে তোমার চরণ দর্শন হ'ল ! মা—স্নেহময়ী মা আমার—

রাণা। তিনি মর্য্যাদারক্ষাকল্পে কন্যার মৃত্যুবরণ কাহিনী শুনে আনন্দ ও গৌরব অনুভব করবেন কৃষ্ণা! আমি একক— তোমার রক্ষায় অক্ষম! দস্যুর করস্পর্শে লাঞ্ছিতা 'হবার পূর্ব্বেই তুমি—

ভীমজি। এ সব রোমাঞ্চকর বাগ্‌জাল মূর্খ ভিন্ন অন্য কাউকে অভিভূত করবে না রাণা! মৃত্যুবরণ অত সহজ নয়—কুসুম কোমলা বালিকার পক্ষে! চন্দাবৎগণ—ধৃত কর!

রাণা। কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা। পিতা—মাতা—স্বামী—(অঙ্গুরীয় মুখে তুলিলেন—সঙ্গে সঙ্গে পতন)

চন্দাবৎগণ। একি—একি—সর্দ্দার! (সকলে কৃষ্ণকুমারীর দিকে ছুটিয়া গেল।)

রাণা। যদি তোমরা সতীপুত্র হও—ঐ নিষ্প্রাণ দেহ কেহ স্পর্শ ক'র না! চন্দাবৎ ক্ষত্রিয়গণ--তীব্র কালকূটে নিমেষমধ্যেই কৃষ্ণকুমারী সতীলোকে মহাপ্রস্থান করেছে।—ভীমজি!

ভীমজি। এও কি সম্ভব! এও কি সম্ভব! এও কি সম্ভব! (পশ্চাৎপদ হইল)

রাণা। (অকস্মাৎ লম্ফ দিয়া মুক্ত অসিকরে ভীমজিকে আক্রমণ করিয়া) নরপশু! কেউ তোমায় বাঁচাতে পারবে না— নরকের কীট! একটী সৈনিক তোমার উদ্ধারকল্পে অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই আমার অসি তোমার বক্ষশোণিত পান করবে। তবে আমি তোমায় সেভাবে হত্যা করতে বাসনা করি না ভীমজি! যদি বীররক্তে জন্ম হয়—সোজা হয়ে

দাঁড়িয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর—এই সন্তানহারা পিতার সঙ্গে—রাজ্যহারা রাজার সঙ্গে—মর্য্যাদাহারা রাজপুতের সঙ্গে! ওঠ—যুদ্ধ কর!

ভীমজি। সৈন্যগণ—

১ম চন্দাবৎ। ধিক সর্দ্দার! দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান—রাজপুত হয়ে তুমি উপেক্ষা করছ? দাঁড়াও—যুদ্ধ কর! এই বালিকা মরতে ভয় পেল না—তুমি —চন্দাবৎ সর্দ্দার ম'রতে ভয় পাও?

ভীমজি। রাণাকে বন্দী কর—বন্দী কর।

সকলে। কখনো না—কখনো না!—

১ম চন্দাবৎ। করি যদি—করব দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর! রক্তের পরিবর্ত্তে রক্ত নেবার দাবী রাজপুত মাত্রেরই আছে। রাণার প্রতিহিংসায় বাধা দেবার প্রবৃত্তি বা অধিকার কিছুই আমাদের নেই!

ভীমজি। যুদ্ধ! যুদ্ধ!—(উঠিয়া তরবারি উন্মোচন)—হাত কাঁপে! ওরে চন্দাবৎগণ—যুদ্ধ আমি করতে পারব না—যুদ্ধ আমি করতে পারব না! আমি কাপুরুষ নই—আমি ভয় পাইনি —কিন্তু কিসের যেন মোহ আমার সমগ্র অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে! আমি যুদ্ধ করতে পারব না!

রাণা। কেমন করে পারবে? যত বড় যোদ্ধাই তুমি হও—তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী আজ তোমার রাজা—মেবারের রাণা!—রাণা! রাণা! বাপ্পা হামির, সঙ্গ প্রতাপের মহিমার উত্তরাধিকারী মেবারের রাণা! যুগে যুগে আর্য্য রাজধর্ম্ম আমারি বংশে ছিল চির প্রকট, যুগে যুগে অষ্ট দিকপালের

অবতীর্ণ প্রতিনিধি বলে আমারি পিতৃগণ ছিল ঋষিস্তুত, যুগে যুগে নিপীড়িত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমারি পূর্ব্ববর্ত্তীগণ ছিল চির অগ্রণী ! আমি মেবারের রাণা—বিদ্রোহী চন্দাবৎ! রাজ মস্তকে খড়্গ প্রহারের শক্তি তোমার বাহুতে থাকলেও—তোমার সংস্কারে নেই ! অতএব তুমি দণ্ড নাও—চন্দাবৎ কলঙ্ক—প্রাণদণ্ড !—

ভীমজি । সৈন্যগণ—বন্ধুগণ—চন্দাবৎগণ !

চন্দাবৎ । রাণা—দয়া ! রাণা—ক্ষমা !

রাণা । না—না—না—বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড রাজরসনায় উচ্চারিত হয়েছে আজ বহুদিন পূর্ব্বে ! সে দণ্ড বিলম্বিত হয়েছে—কিন্তু নিবারিত হবে না। নিয়তির বিধানের মতই সে রাজাদেশ অটল, অকাট্য, অলঙ্ঘ্য !—

(ভীমজির বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করিলেন)

ভীমজি । রাণা ! (পতন)

(অজিতসিংহের দ্রুত প্রবেশ)

অজিত । বন্ধু ভীমজি ! সিন্ধিয়া অদূরে—একি—

(সভয়ে নির্ব্বাক হইল)

রাণা । অজিতসিংহ ! তুমিও বিশ্বাসঘাতক ! হাঃ হাঃ হাঃ—পৃথিবীটা কি কেবল বিশ্বাসঘাতকেই পূর্ণ ?

অজিত । রাণা— (পদতলে পতন)

রাণা । (পদাঘাত করিয়া) দূর হও ! কৃষ্ণা গিয়েছে, মেবার গিয়েছে, তোমার মত ক্ষুদ্র জীবের রক্তপাত করে তাদের

কাউকেই ফেরাতে পারব না ত ! যাও—যেথা ইচ্ছা যাও, কেবল যতক্ষণ আমি বাঁচি—আমার সম্মুখে এসো না !

(অজিতসিংহের প্রস্থান)

তোমরা দাঁড়িয়ে কেন—চন্দাবৎ সৈনিকগণ ? শুনলে ত— সিন্ধিয়া অদূরে ! যিনি তোমাদের প্রভু ছিলেন—সিন্ধিয়া তাঁরও প্রভু ! অতএব তোমরা যাও—সেই প্রভুর প্রভুর পদলেহন কর গিয়ে—

১ম চন্দাবৎ। আমাদের তিরস্কার কেন করছেন মহারাণা ! আপনারই পূর্ব্বপুরুষদের বিধানে আমরা বংশ পরম্পরায় চন্দাবৎ সর্দ্দারের আজ্ঞাবহ।

(অন্তরাল হইতে অর্জ্জুনসিংহের প্রবেশ)

অর্জ্জুন　হাঁ—তোমরা বংশ পরম্পরায় চন্দাবৎ সর্দ্দারের আজ্ঞাবহ। এই নব চন্দাবৎ সর্দ্দারের আজ্ঞা গ্রহণ কর চন্দাবৎ সম্প্রদায় ! আততায়ী সিন্ধিয়াকে অবিলম্বে সিংহবিক্রমে আক্রমণ কর— মেবারের জয়ধ্বনি ক'রে।

চন্দাবৎগণ। অর্জ্জুনসিংহ ! অর্জ্জুনসিংহ !

অর্জ্জুন। হাঁ—অর্জ্জুনসিংহ ! অপুত্রক ভীমজির মৃত্যুর ফলে চন্দাবৎ-চক্রের দ্বিতীয় নায়ক অর্জ্জুনসিংহ আজ প্রধান পদে উন্নীত ! তার আজ্ঞা পালন করতে তোমরা বাধ্য চন্দাবৎগণ ! অগ্রসর হও মেবারের শত্রু দলনে !

চন্দাবৎ　জয় চন্দাবতের জয় ! জয় মেবারের জয় !

রাণা। অর্জ্জুনসিংহ ! নরহন্তা অর্জ্জুনসিংহ !—

অর্জ্জুন। (রাণার পদতলে বসিয়া) আমি নরহন্তা, আমি দস্যু, আমি পিশাচ, কিন্তু তবু রাণা—আমি মেবারের সন্তান! কৃপা করুন—মেবারের রক্ষায় অস্ত্র ধারণ করবার অনুমতি আজ আমায় দিন প্রভু! যুদ্ধ অন্তে যে দণ্ড আমায় আপনি দেবেন মহারাণা—সানন্দে আমি শির পেতে সে দণ্ড গ্রহণ করব!—

(নেপথ্যে কামান)

অর্জ্জুন। রাণা! রাণা! ঐ সিন্ধিয়ার কামান গর্জ্জে উঠেছে! অনুমতি দিন! মেবারের এ দুর্দ্দিনে লক্ষ চন্দাবৎ অসিকে অকর্ম্মণ্য করে দূরে সরিয়ে রাখবেন না রাণা! ভেবে দেখুন মেবার শুধু আপনার নয়—মেবার আমারও মাতৃভূমি! মায়ের সেবায় দস্যুরও অধিকার আছে!

রাণা। যাও—অর্জ্জুনসিংহ—যুদ্ধ কর! মাতৃ সেবার পুণ্যে—পার যদি—গত জীবনের পাপের কালিমা মুছে ফেল!

অর্জ্জুন। জয় মেবারের জয়— (চন্দাবৎগণ সহ প্রস্থান)

রাণা। কৃষ্ণা—(নিজের উষ্ণীষে কৃষ্ণকুমারীর দেহ আবরণ) তোর মৃতদেহ ক্রোড়ে নিয়ে ক্রন্দন করব যে—সে অবসরও নাই।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। রাণা—রাণা—

রাণা। এসেছ রাণী? ঐ তোমার কৃষ্ণা! ওকে কোলে তুলে নাও! আমি যুদ্ধে যাই—অদূরে সিন্ধিয়া। (প্রস্থান)

রাণী। মা—মা—মা আমার— (কৃষ্ণকুমারীর বক্ষে পতন)

(কামানের গুলিতে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িল—ভগ্ন প্রাচীরের উপর দেখা গেল জীন ব্যাপটিষ্টকে)

জীন। ইধারসে—মারাঠা—ইধারসে—

রাণী। (সহসা মুখ তুলিয়া) জীন !

জীন। মাদার ! (ছুটিয়া আসিল)

রাণী। জীন ব্যাপটিষ্ট !

জীন। মাদার—হামারা কিষ্টু ?

রাণী। তোমার কিষ্টু—জীন ব্যাপটিষ্ট—এই দেখ—

(কৃষ্ণকুমারীর মুখ হইতে বস্ত্রাবরণ উন্মোচন)

জীন। (চীৎকার করিয়া) হামারা কিষ্টু ! মর গিয়েছে ! হামারা কিষ্টু—

রাণী। ঐ চন্দাবৎ ভীমজি তাকে অপহরণ করতে এসেছিল—তাই—কৃষ্ণা মর্য্যাদা রক্ষার জন্য—ও—মা—মা আমার—(মূর্চ্ছা)

জীন। হামি বুঝিয়েছে—হামি সমঝিয়েছে—ওহি সিন্ধিয়া—ওহি শয়তান—হরিণকো বোলিয়েছে 'ভাগো'—ঔর বাঘাকো বোলিয়েছে 'মার ডালো' ! মীরখাঁকো বলিয়েছে—'নিকাল যাও জয়পুরসে—ঔর ভীমজিকো বলিয়েছে—'কিষ্টুকো চোরি করকে লে যাও !' ওঃ—ওঃ—ওঃ কিষ্টু বহিন ! এক হপ্তাকো ছুটি তুমি হাম্‌কো দিলো—একই হপ্তামে ত হামি ঘুমকে আইয়েছে—তুমি গোসা করকে চলিয়ে গেল কাহে বহিন !

(কৃষ্ণার পাশে বসিয়া পড়িল)

(দৌলতরাওয়ের প্রবেশ)

দৌলত। ভীমজি কি বেইমানী করলে! নতুবা চন্দাবৎ যোদ্ধারা আমাদের বিপক্ষে লড়ে কেন? এ কি—এই যে ভীমজি! —মরেছে!

জীন। কিষ্টবি মরিয়েছে—সিন্ধিয়া!

দৌলত। অ্যাঁ—কৃষ্ণকুমারী! একি আশ্চর্য্য!

জীন। হামারা ছুটি—সিন্ধিয়ারাজ!

(সিন্ধিয়াসম্মুখে তরবারি নিক্ষেপ)

হামি ঔর লড়াই নেহি করবে! (ভেরী ধ্বনি) কামান বন্ধ্ কর গোলন্দাজ লোগ!

দৌলত। প্রকৃতিস্থ হও ব্যাপটিষ্ট—অভিমান কলহের সময় এ নয়! চন্দাবতেরা জনে জনে কালান্তক যমের ন্যায় লড়ছে! আমাদের জয়ের আশা যা কিছু—তোমার কামানের উপর নির্ভর ক'রছে। অগ্রে যুদ্ধ জয় কর—তারপর আমায় যত ইচ্ছা তিরস্কার কর! আমি শপথ করে বলছি—কৃষ্ণকুমারী সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না—কেন সে মরেছে—কিরূপে সে মরেছে—

জীন। মরিয়েছে—মরিয়েছে—হামারা বহিন মরিয়েছে! ক্যায়সা বহিন—তুমি জানে রাজা? আসমানমে খাপসুরৎ চীজ এক হ্যায়—উও চাঁদ! ঔর দুনিয়ামে খাপ্‌সুরৎ চীজ এক ছিলো—হামারা বহিন! (বক্ষের বসন হইতে হীরক হার বাহির করিয়া) আজমীরসে এহি হার আমি মাঙ্গিয়েছিল

রাজা—কিষ্টুকো সাদীকে বখৎ উস্‌কো হাম – উসকো হাম—কিষ্টু ! কিষ্টু ! ভাই হার লে আয়া—হার পহেরো বহিন !

(কৃষ্ণার বক্ষের উপর হার রাখিল)

দৌলত। একি উন্মত্ততা ! তুমি কি নারী জান ব্যাপটিষ্ট ? যুদ্ধে যখন তোমার যশমান ভবিষ্যতের আশা সব বিপন্ন—তখন একটা স্বল্প-পরিচিতা অনাত্মীয়া বালিকার শোকে মুহ্যমান হয়ে—

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। মহারাজ—চন্দাবতেরা প্রায় চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ, আপনি বা সেনাপতি ব্যাপটিষ্ট সত্বর আসুন !

দৌলত। তবে তুমি ক্রন্দনই কর মূর্খ ফরাসী—আমি ততক্ষণ যুদ্ধ জয় করে আসি ! (সৈনিক সহ প্রস্থানোদ্যত)

নেপথ্যে। জয় শক্তাবতের জয়—জয় মেবারের জয় !

দৌলত। শক্তাবৎ !

(বাঈজিবাঈয়ের প্রবেশ)

বাঈজি। হাঁ স্বামী ! শক্তাবৎ ! সংগ্রামসিংহ হতাবশেষ শক্তাবৎ সম্প্রদায়কে নিয়ে চন্দাবৎ অর্জ্জুনসিংহের পৃষ্ঠরক্ষায় অগ্রসর ! বলি নাই যে—চন্দাবতে শক্তাবতে আজ হয়েছে পুনর্ম্মিলন —মেবার আজ অপরাজেয় ?

দৌলত। কখনও নয়—সিন্ধিয়া বেঁচে থাকতে ! কারও সাহায্য ব্যতিরেকেই যুদ্ধ জয় করতে সিন্ধিয়া জানে ! (প্রস্থান)

নেপথ্যে। জয় মেবারের জয়—জয় মেবারের জয় !

(রাণার প্রবেশ)

রাণা। রাণি ! রাণি ! কৃষ্ণা মরেছে—কিন্তু মেবার বেঁচেছে !

রাণী। রাণা ! কৃষ্ণা ম'রেই মেবারকে বাঁচিয়েছে !

বাঈজি। কৃষ্ণা মরেনি মা—কৃষ্ণা বেঁচে আছে চন্দাবতের নবজাগরণে ! কৃষ্ণা বেঁচে আছে ঐ সন্তপ্ত বৈদেশিকের অশ্রুধারায় ! কৃষ্ণা বেঁচে আছে শত্রুর পরাজয়ে—মেবারের জয় গৌরবে ! জয় কৃষ্ণার জয় ! জয় মেবারের জয় !

সকলে। জয় মেবারের জয় ! !

—যবনিকা—

সুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত অন্যান্য পুস্তক

১। বাংলার বোমা (ডিটেকটিভ নাটক—ষ্টার)

২। বিষ্ণুমায়া (পৌরাণিক নাটক—মিনার্ভা)

৩। বভ্রুবাহন (" —ক্যালকাটা থিয়েটার) ১৲

৪। মোগল মসনদ (ঐতিহাসিক নাটক—ঐ) ১৲

৫। সর্ব্বহারা (রসনাট্য—রঙমহল) ১।০

৬। শিবার্জ্জুন (পৌরাণিক নাটক—মিনার্ভা)

৭। বীর্য্যশুল্কা (কাল্পনিক নাটক—মিনার্ভা)

৮। মারাঠা মোগল (ঐতিহাসিক নাটক—মিনার্ভা)

৯। বিপ্লব (রঙ্গনাট্য—নাট্য নিকেতন) অপ্রকাশি[illegible]

১০। মানসী (রঙ্গনাট্য—পূর্ণ থিয়েটার)

১১। গোপিনীরমণ শ্রীকৃষ্ণ (রঙ্গনাট্য—মনোমোহন থিয়েটার)

১২। সমুদ্রগুপ্ত (ঐতিহাসিক নাটক— ")

১৩। মহারাষ্ট্র (ঐতিহাসিক নাটক—এলফ্রেড থিয়েটার) ১[illegible]

১৪। মিলন প্রতীক্ষা (উপন্যাস—২য় সংস্করণ)

সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।